জগন্নাথের পট্টডোরী—অনন্তরূপী ভগবান্ বিষ্ণুরই অর্চ্চা ঃ—

**এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ'-অধিষ্ঠান ।**

**দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥" ২৫১ ॥**

শ্রীজগন্নাথের জন্য পট্টডোরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক আনয়নের সেবা-লাভে উভয়ের আনন্দ ঃ—

**ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ, রামানন্দ ।**

**সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥ ২৫২ ॥**

তদবধি প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় তাঁহাদের পরমানন্দে পট্টডোরী-আনয়ন ঃ—

**প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে ।**

**পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥ ২৫৩ ॥**

জগন্নাথের রত্নবেদীতে আরোহণ, প্রভুর সগণে গৃহগমন ঃ—

**তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে ।**

**মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥ ২৫৪ ॥**

ভক্তগণকে হেরাপঞ্চমী-প্রদর্শন ও ব্রজলীলা ঃ—

**এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ।**

**ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥ ২৫৫ ॥**

**চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার ।**

**'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥ ২৫৬ ॥**

**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**

**চৈতন্যচরিতামৃতে কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৫৭ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরাপঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশ-পরিচ্ছেদঃ।

---

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

২৫১। 'শেষ'-অধিষ্ঠান—অনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; দশমূর্ত্তি, —আদি, ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

**অনুভাষ্য**

২৫৬। আদি, ১০ম পঃ ১৬২-১৬৩ এবং ১৭শ পঃ ২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

---

# পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—রথযাত্রা পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে পুষ্প-তুলসী দিয়া পূজা করিলেন, মহাপ্রভুও পূজাপাত্রের শেষ পুষ্প-তুলসী দিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে 'যোঽসি সোঽসি'-মন্ত্রে পূজা করিলেন। তাহার পর অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। নন্দোৎসব-দিবসে প্রভু সগণে গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক আনন্দোৎসব করিলেন। বিজয়া-দশমী-দিবসে লঙ্কাবিজয়োৎসবে নিজ ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমানের আবেশে অনেক আনন্দপ্রকাশ করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য যাত্রা দেখিয়া সমাগত ভক্তদিগকে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু রামদাস, দাস-গদাধর প্রভৃতি কয়েকটি বৈষ্ণবের সহিত নিত্যানন্দপ্রভুকেও গৌড়দেশে পাঠাইলেন। পরে অনেক দৈন্যোক্তির সহিত (শ্রীবাস-হস্তে) স্বীয় জননীর জন্য প্রসাদ-বস্ত্রাদি পাঠাইলেন। রাঘবপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত, কুলীন-গ্রামবাসী ভক্তগণ প্রভৃতি সকল বৈষ্ণবেরই অনেক গুণ-ব্যাখ্যানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। রামানন্দ ও সত্যরাজের প্রশ্নোত্তরে মহাপ্রভু গৃহস্থ-বৈষ্ণবের পক্ষে শুদ্ধনামপরায়ণ বৈষ্ণব-সেবায় অনুমতি দিলেন। খণ্ডবাসি-বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য (এবং সেবা-নির্দ্দেশ), সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতিকে (দারু ও জলব্রহ্ম-সেবায় আদেশ) এবং মুরারি-গুপ্তের শ্রীরামচরণ-নিষ্ঠা ব্যাখ্যা করিয়া বাসুদেবের সম্পূর্ণ-বৈষ্ণবোচিত প্রার্থনা-অনুসারে কৃষ্ণের (অনায়াসে) জগৎ-মোচন-সামর্থ্য বিচার করিলেন। তদনন্তর সার্ব্বভৌমের ভিক্ষাগ্রহণ-সময়ে অমোঘের কিছু দুর্ব্বুদ্ধি হইলে, পরদিন প্রাতে সে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইল। প্রভু তাহাকে কৃপা করিয়া রোগমুক্ত করত কৃষ্ণ-নামে রুচি প্রদান করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্ব-নিন্দক অমোঘকে আত্মসাৎকারী গৌরসুন্দর ঃ—

**সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্ ।**

**অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥১॥**

**জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।**

**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥**

---

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

১। সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক

**অনুভাষ্য**

১। গৌরঃ সার্ব্বভৌমগৃহে (ভট্টাচার্য্যভবনে) ভুঞ্জন্

চৈতন্যচরিত-শ্রোতৃগণের জয় ঃ—

**জয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রোতাগণ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত—যাঁর প্রাণধন ॥ ৩ ॥**

ভক্তসঙ্গে প্রভুর পুরুষোত্তম-লীলা ঃ—

**এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।**
**নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥ ৪ ॥**
**প্রথম-বৎসরে জগন্নাথ-দরশন।**
**নৃত্যগীত করে দণ্ড, পরণাম, স্তবন ॥ ৫ ॥**

মধ্যাহ্নভোগ-বিলম্বাবসরে হরিদাস-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

**'উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।**
**হরিদাস মিলি' আইসে আপন-নিলয় ॥ ৬ ॥**

নিজগৃহে আসিয়া নামকীর্ত্তন, অদ্বৈতের প্রভু-পূজা ঃ—

**ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।**
**অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥ ৭ ॥**
**সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন।**
**সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥ ৮ ॥**
**গলে মালা দেন, মাথায় দিল তুলসী-মঞ্জরী।**
**যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥ ৯ ॥**

প্রভুর অদ্বৈতকে প্রতিপূজন ঃ—

**পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল।**
**সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥ ১০ ॥**
**'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে।**
**মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥ ১১ ॥**
**এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।**
**প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥ ১২ ॥**

আচার্য্যগৃহে প্রভুর ভিক্ষা—চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

**আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—আশ্চর্য্য-কথন।**
**বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ১৩ ॥**

এক এক ভক্তগৃহে সগণ প্রভুর নিমন্ত্রণ ঃ—

**পুনরুক্তি হয় তাহা, না কৈলুঁ বর্ণন।**
**আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥ ১৪ ॥**
**এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব।**
**প্রভু-সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ॥ ১৫ ॥**

প্রভুসঙ্গে গৌড়ীয়গণের চারিমাস-যাপন ঃ—

**চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।**
**জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥ ১৬ ॥**

নন্দোৎসব-দিনে গোপবেশে ভক্তসহ ব্রজ-লীলাভিনয় ঃ—

**কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।**
**গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥ ১৭ ॥**
**দধিদুগ্ধ-ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি'।**
**মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি 'হরি' 'হরি' ॥ ১৮ ॥**

কানাই খুটিয়ার ও জগন্নাথ-মাহাতির যথাক্রমে 'নন্দ' ও 'যশোদা' বেশ ঃ—

**কানাই-খুটিয়া আছেন 'নন্দ' বেশ ধরি'।**
**জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী' ॥ ১৯ ॥**

রাজা, মিশ্র, ভট্ট ও তুলসী-পড়িছার সহ প্রভুর লীলারঙ্গ ঃ—

**আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র-কাশী।**
**সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥ ২০ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অমোঘ-ভট্টাচার্য্যকে অঙ্গীকার করত গৌরচন্দ্র স্পষ্টই নিজের ভক্তিবশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১। 'তুমি যে হও, সে হও, তোমাকেই আমি নমস্কার করি',—এই মন্ত্র পড়িয়া আচার্য্যের পূজা করিলেন।

১৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতে, অন্ত্যখণ্ড, নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

### অনুভাষ্য

(ভিক্ষাং স্বীকুর্ব্বন্) স্বনিন্দকং (নিজ-নিন্দাকারিণম্) অমোঘকং (তন্নামকং সার্ব্বভৌমদুহিতৃ-'ষষ্ঠী'-পতিম্) অঙ্গীকুর্ব্বন্ (নিজ-দাসগণমধ্যে গণয়ন্) স্বাং (নিজাং) ভক্তবশ্যতাং (অনুগত-জনবাধ্যতাং) স্ফুটাং (ব্যক্তীভূতাং) চক্রে (কৃতবান্)।

৬। মধ্যাহ্নকালে ভোগবর্দ্ধন-খণ্ডে ভোগ অর্থাৎ উপল-ভোগ লাগিলে প্রভু শ্রীমন্দিরের বাহিরে গমন করেন। তৎ-পূর্ব্বে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম ও স্তবনাদি করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে 'সিদ্ধবকুলে' হরিদাস-ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া নিজবাসস্থলী কাশীমিশ্র-ভবনে আগমন করেন।

১১। কেহ এই পাঠ বলেন,—"রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো সীতে রাম শিবে শিব। যাঽসি সাঽসি নমো নিত্যং যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে।।"

১৭। কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিন—জন্মাষ্টমীর পরদিবস অর্থাৎ নন্দোৎসবের দিন।

১৯। খুটিয়া—উৎকলীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ ; মাহাতি—উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ।

২০। পাত্র—উৎকলদেশীয় সম্মানিত জনের উপাধি।

ইঁহা সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥ ২১ ॥

লাঠি খেলিয়া স্বীয় গোপস্বরূপ দেখাইতে অনুরোধ ঃ—

অদ্বৈত কহে,—"সত্য কহি, না করিহ কোপ ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥" ২২ ॥

প্রভুরও লাঠি ঘুরাইয়া গোপ-লীলা-প্রদর্শন ঃ—

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥ ২৩ ॥
শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই-পাশে ।
পাদসন্ধে ফিরায় লগুড়,—দেখি' লোক হাসে ॥ ২৪ ॥

তদ্দর্শনে সকলের বিস্ময় ঃ—

অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ।
দেখি' সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায় ॥ ২৫ ॥

নিতাইরও ঐরূপ লাঠি ঘুরাইয়া স্বীয় গোপস্বরূপ প্রদর্শন ঃ—

এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ।
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥ ২৬ ॥

প্রভুর মস্তকে তুলসী-পড়িছার আনীত প্রসাদি-বস্ত্র-বন্ধন ঃ—

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী ।
জগন্নাথের প্রসাদ-বস্ত্র এক লঞা আসি' ॥ ২৭ ॥
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বান্ধিল ।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥ ২৮ ॥

কানাই ও জগন্নাথের ধনাদি-বিতরণ ঃ—

কানাঞি-খুটিয়া, জগন্নাথ,—দুই জন ।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ॥ ২৯ ॥

প্রভুর সন্তোষ ও মাতা-পিতাকে প্রণাম ঃ—

দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা ।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥ ৩০ ॥
পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর ।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥ ৩১ ॥

বিজয়া-দশমী-তিথিতে ভক্তগণকে বানর-সৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং হনুমৎ-লীলাভিনয় ঃ—

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে ।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥ ৩২ ॥
হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাবণ-বধ-লীলোদ্যত প্রভু ঃ—

'কাঁহারে রাব্ণা' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥' ৩৪ ॥

লোকের বিস্ময় ও জয়ধ্বনি ঃ—

গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বারবার ॥ ৩৫ ॥

কার্ত্তিকমাসের বৈষ্ণব-পর্ব্বাদি দর্শন ঃ—

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী ।
উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা দেখিলা সকলি ॥ ৩৬ ॥

নিতাইসহ গোপনে পরামর্শ ঃ—

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা ।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৭ ॥

পরে ফলদ্বারা ভক্তগণের কারণানুমান ঃ—

কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে ।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥ ৩৮ ॥

সমস্ত গৌড়ীয়-ভক্তকে প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচায় সাক্ষাৎকারজন্য উপদেশ দিয়া বিদায় দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল ।
'গৌড়দেশে যাহ' সবে বিদায় করিল ॥ ৩৯ ॥
সবারে কহিল,—"প্রতি বৎসর আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥" ৪০ ॥

অদ্বৈতকে প্রচারে আদেশ ঃ—

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ।
"আ-চণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥" ৪১ ॥

---

### অনুভাষ্য

২২। লগুড়—লাঠি ; লাঠিখেলায় গোপ বা গৌড়গণ অগ্রগণ্য।

২৪। পাদসন্ধে—পদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে।

২৫। অলাতচক্র—জ্বলিত অঙ্গার-খণ্ড তীব্রবেগে ঘুরাইলে যেরূপ উহাকে একটী ব্যাপক অগ্নিময় চক্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, প্রভুও সেইরূপ দ্রুতভাবে লাঠি ঘুরাইয়া সর্ব্বত্র লগুড়ের অবস্থান প্রদর্শন করিলেন।

২৯। ভাঃ ১০।৩।৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৩। লঙ্কা-গড়—লঙ্কা-নগরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ গড় বা পরিখা।

৩৪। জগন্মাতা—সীতাদেবী।

৩৬। দীপাবলী—দেওয়ালী কার্ত্তিকী অমাবস্যা ; উত্থান-দ্বাদশী-যাত্রা—কার্ত্তিকী শুক্লা-দ্বাদশী ; চাতুর্ম্মাস্যান্ত-ব্রত, সমুদ্র-স্নান, নগর-পরিক্রমা প্রভৃতি যাত্রি-কৃত্য।

নিতাইকে প্রচারে আদেশ ঃ—

**নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—"যাহ গৌড়দেশে ।**
**অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ ৪২ ॥**

নিতাইয়ের প্রচারসঙ্গী—অভিরাম ও দাস-গদাধর ঃ—

**রামদাস, গদাধর আদি কত জনে ।**
**তোমার সহায় লাগি' দিলুঁ তোমার সনে ॥ ৪৩ ॥**

অদৃশ্য থাকিয়া গৌড়ে নিতাইর নৃত্যদর্শনাঙ্গীকার ঃ—

**মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ।**
**অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥" ৪৪ ॥**

শ্রীবাসাঙ্গনে নিত্য নৃত্যাঙ্গীকার ঃ—

**শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।**
**কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥ ৪৫ ॥**
**"তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব ।**
**তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥ ৪৬ ॥**

মাতৃবৎসল প্রভুর মাতাকে সান্ত্বনার্থে শ্রীবাস-হস্তে বস্ত্রখণ্ড-দান ও মাতৃত্যাগহেতু অপরাধ-ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

**এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ ।**
**দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ৪৭ ॥**

বাৎসল্যরস-বিরোধী সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণ-হেতু আপনাকে ধিক্কার-প্রদান ঃ—

**তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ।**
**ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ-ধর্ম্মনাশ ॥ ৪৮ ॥**
**তাঁর প্রেম-বশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম ।**
**তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥ ৪৯ ॥**
**বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ ।**
**এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ ॥ ৫০ ॥**
**কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ-ধন ।**
**যে-কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্ন হৈল মন ॥ ৫১ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৩। গদাধর—আঁড়িয়াদহ-বাসী গদাধর-দাস।

### অনুভাষ্য

৪২। নিত্যানন্দে আজ্ঞা—প্রাকৃত-সহজিয়ার দল অভিন্ন-রোহিণীনন্দন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া বলিয়া থাকেন যে, 'শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে বংশ রক্ষা (?) করিবার জন্য শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীগৌড়দেশে পাঠাইলেন।' শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ হইতেই এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকসকল যাবতীয় ঈশ্বরবিগ্রহ-বিষ্ণু-তত্ত্বের মূল আকর শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তাহাদের মতই একজন 'কুণপাত্মবাদী' এবং জড়ীয়ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণরত যমদণ্ড্য মর্ত্ত্য-জীবমাত্র জ্ঞান করিয়া নরকপথেরই পথিক হয়। ঐ সকল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী, বণিকস্বভাব, স্বার্থপর ব্যক্তি স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কে এরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত উদ্ভাবনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের নাম করিয়া তাঁহার ঈশ্বরচেষ্টাদ্বারা নিজেদের ব্যবসায়, নির্ব্বোধ-লোক-প্রবঞ্চন এবং দুরভিসন্ধিমূলে সর্ব্বত্র গর্হিত যোষিৎসঙ্গ-স্পৃহা ও গৃহব্রত বা গৃহমেধ-ধর্ম্মের অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়ভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, কৃষ্ণপ্রেম-দাতা মহাবদান্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকর্ত্তৃক তৎপ্রকাশ-বিগ্রহ তদভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুকে রজোগুণাশ্রিত প্রজাপতিবর্গের ন্যায় বংশ-বৃদ্ধিদ্বারা সৃষ্টি-রক্ষা অথবা কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয় ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য সমর্থন করিবার যন্ত্রবিশেষরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য ঐরূপ আদেশ প্রদান করিবার কথা কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, থাকিতেও পারে না,—কেননা, উহা সর্ব্বথা অশ্রাব্য। ঐরূপ কথা প্রচার করিয়া প্রাকৃত যোষিৎসঙ্গি-সহজিয়াগণ আপনারাও পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং সদসদ্‌বিবেকহীন জগৎকেও বঞ্চনা করিয়া জগতে অমঙ্গলই উৎপাদন করেন।

৪৮। আমি সন্ন্যাস করায় মাতৃসেবা-রূপ ধর্ম্ম পালন না করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি।

**অমৃতানুকণা**—৪৮-৫১। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় (১৮।৬৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।" সুতরাং তদনুসারে সর্ব্বপ্রকার নশ্বর-ধর্ম্ম পরিত্যাগকারী কৃষ্ণৈকশরণ কোন সন্ন্যাসীর পক্ষে পুনরায় কোন নশ্বরধর্ম্ম-অপালনজনিত পাপের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর গীতায় নিজ-কথিত উক্ত বাক্যেরই পরম সার্থকতা সম্পাদন করিতে স্বয়ংই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তথা সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণশরণ-গ্রহণের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং "তাঁহার সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস। ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ ধর্ম্ম নাশ।।"—ইত্যাদি-দ্বারা কোন জড়াসক্তির প্রশ্রয় সূচিত হয় নাই—শচীমাতার সহিত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ সম্বন্ধই জ্ঞাপিত হইতেছে মাত্র।

শচীমাতা শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ—বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহ—উভয়ের মধ্যে পরস্পর যে নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, তাহা যে কিছু জড়ীয় বা নশ্বর নহে—তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট বুঝাইয়াছেন। ভক্তের প্রতি ভগবানের যে 'নিজধর্ম্ম', তাহা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (গীতা ৪।১১)। সুতরাং বাৎসল্য-রসে শ্রীগৌরহরির নিত্য উপাসিকা—শচীমাতা, অতএব তাঁহার নিকট হইতে উক্ত রসে সেবা গ্রহণই শ্রীগৌরসুন্দরের 'নিজধর্ম্ম'—"তাঁর প্রেমবশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।" সেস্থলে সন্ন্যাসগ্রহণ বাৎসল্য-রস-বিরোধী হওয়ায় তাঁহার উক্ত 'নিজধর্ম্ম' বাহ্যতঃ নাশ হইল। কিন্তু

অদ্যাবধি মায়াপুরে মধ্যে মধ্যে শচীদর্শনে আগমনাঙ্গীকার ঃ—

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ।
মধ্যে মধ্যে আসিমু, তাঁর চরণ দেখিতে ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বে নিত্যই শচীসহ সাক্ষাৎকার, কিন্তু প্রভুর মায়াপ্রভাবে শচীর সংশয় ঃ—

নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ।
স্ফূর্ত্তি-জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥ ৫৩ ॥

শচীর বিশ্বাস-উৎপাদনার্থ এক দিবসের ঘটনা বর্ণন ঃ—

একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥ ৫৪ ॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার ।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥ ৫৫ ॥
প্রসাদ লঞা কোলে করেন ক্রন্দন ।
'নিমাইর প্রিয় মোর—এসব ব্যঞ্জন ॥ ৫৬ ॥
নিমাই নাহিক এথা, কে করে ভোজন ।'
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥ ৫৭ ॥
শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ ।
শূন্যপাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥ ৫৮ ॥
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?? ৫৯ ॥
কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল !
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল ?? ৬০ ॥
কিবা আমি অন্ন পাত্রে ভ্রমে না বাড়িল !'
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥ ৬১ ॥
অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে ।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥ ৬২ ॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥ ৬৩ ॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥ ৬৪ ॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে ।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহ্যে নাহি মানে ॥ ৬৫ ॥

বিগত বিজয়া-দশমীতেও ঐরূপ মাতৃপাচিত অন্ন-ভোজন ঃ—

এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি ।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রীতি ॥" ৬৬ ॥

ভক্ত-বিচ্ছেদে প্রভুর বিহ্বলতা ঃ—

এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥ ৬৭ ॥

প্রেমবশ প্রভুর রাঘব-পণ্ডিতের শুদ্ধকৃষ্ণসেবা-প্রচেষ্টা-বর্ণন ঃ—

রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস ।
"তোমার নিষ্ঠা-প্রেমে আমি হই' তোমার বশ ॥ ৬৮ ॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন ।
পরম পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥ ৬৯ ॥

রাঘবের প্রভুকে অপূর্ব্ব নারিকেল-ভোগপ্রদান-বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দ্রব্য রহু—শুন নারিকেলের কথা ।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥ ৭০ ॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল ।
তথাপি শুনেন, যথা মিষ্ট নারিকেল ॥ ৭১ ॥

## অনুভাষ্য

৫৪। শাল্যন্ন—শালি-ধান্যের চাউলের অন্ন ; ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত—নিমপাতাসহ পটোল ভাজা।

৬২। ভাজন—আধার, পাত্র।

৬৩। ঈশান—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পরোক্ষভাবে তিনি নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলে শচীমাতার নিকট অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহার প্রেমসেবা-গ্রহণের দ্বারা তিনি সেই 'নিজধর্ম্ম'ই পালন করিতেন—"নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে। স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো সত্য নাহি মানে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ১৫।৫৩)

শ্রীগৌরসুন্দর এস্থলে নিজ বিষয়বিগ্রহোচিত-ভাবই ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—"কি কায সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।" কৃষ্ণসেবা-নিষেবণই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর একমাত্র ব্রত এবং কৃষ্ণপ্রেমধনই তাঁহার সেই নিবৃত্তিমার্গের 'মহাফল'। কিন্তু সেই প্রেমধন শ্রীগৌরসুন্দরের একান্ত নিজস্ব—"প্রেম নিজ ধন।" অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্ব শ্রীগৌরসুন্দর নিজ নিত্য প্রেমময় পরিকর ও ধামসহ স্বয়ং পূর্ণতত্ত্ব। অতএব উক্ত প্রেমধনের জন্য তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কোন অপেক্ষা নাই—" ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।" (গীতা ৩।২২)।

তাহা হইলে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ কি? তদুত্তর—"যে কালে সন্ন্যাস কৈলু, ছন্ন হৈল মন।" শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগ-বিগ্রহ, শ্রীরাধা—বিপ্রলম্ভ-মূর্ত্তি এবং শ্রীগৌররূপী কৃষ্ণ—শ্রীরাধাভাব আস্বাদনকারী। সেই রাধাভাব-আস্বাদনসূত্রে বিপ্রলম্ভ-মহাভাব-মধ্যে যে প্রবলা কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে যে তীব্র বৈরাগ্য, তৎপ্রেরিত হইয়াই শ্রীগৌরকৃষ্ণের মুখ্যতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ। "প্রভু বলে,—শুন, সার্ব্বভৌম মহাশয়। 'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়।। কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া। বাহির হইলুঁ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া।।" (চৈঃ ভাঃ অঃ ৩।৬৬-৬৭)। অর্থাৎ এস্থলে তাঁহার সেই সুতীব্র বিপ্রলম্ভজনিত দিব্যোন্মাদই উক্ত 'ছন্ন হৈল মন' বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য, এবং দ্বিতীয়তঃ উক্ত বাক্যে পাষণ্ডী, মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, নিন্দক প্রভৃতি জীবের উদ্ধার-বাসনাদ্বারা তাঁহার সমাবৃত-চিত্তত্ব বুঝাইতেছে।

এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারিচারি পণ ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥ ৭২ ॥
প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা ।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাইঞা ॥ ৭৩ ॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি' ।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে, মুখ ছিদ্র করি' ॥ ৭৪ ॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি' ।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥ ৭৫ ॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত—হরষিত ।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত ॥ ৭৬ ॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান ।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥ ৭৭ ॥
কভু শস্য খাঞা কৃষ্ণ পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥ ৭৮ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ঃ—

এক দিন ফলদশ সংস্কার করিয়া ।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা ॥ ৭৯ ॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল ।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥ ৮০ ॥
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহো হাত দিল ।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥ ৮১ ॥
পণ্ডিত কহে,—'দ্বারে লোক করে গতায়াতে ।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥ ৮২ ॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥' ৮৩ ॥

জগতে রাঘবের অপূর্ব্ব পবিত্র কৃষ্ণসেবা ঃ—

এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥ ৮৪ ॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥ ৮৫ ॥
এইমত কলা, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল ।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥ ৮৬ ॥
বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন ।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥ ৮৭ ॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল ।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥ ৮৮ ॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন ।
পরম পবিত্র, আর করে সর্ব্বোত্তম ॥ ৮৯ ॥
কাশম্দি, আচার আদি অনেক প্রকার ।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব্বদ্রব্য-সার ॥ ৯০ ॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম ।
যাহা দেখি' সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥" ৯১ ॥

প্রভুর সকল ভক্তকে যথাযোগ্য অভিনন্দন ঃ—

এত বলি' রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে ।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণে ॥ ৯২ ॥

শিবানন্দকে অসঞ্চয়ী বাসুদেব-দত্তের তত্ত্বাবধায়ক হইতে আদেশ ঃ—

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান ।
"বাসুদেব-দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥ ৯৩ ॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে ।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥ ৯৪ ॥

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৮। হুড়ুম—শস্যবিশেষ, ইহার খই উৎকল-প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত (পূর্ব্ববঙ্গে 'মুড়ি'কে 'হুড়ুম' বলে)।

### অনুভাষ্য

৮১। উপর-ভিতে—উপর-দেওয়ালে ; তেঁহো—রাঘব পণ্ডিতের সেবক।

৮১-৮৩। শ্রীরাঘব পণ্ডিত জড়ীয় 'শুচি-বায়ুরোগ'-গ্রস্ত কর্ম্মজড় ব্যক্তি বা প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দ্বৈতবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া "ভৌমে ইজ্যধী" অর্থাৎ জড়ে চিদারোপকারী মনোধর্ম্মী ছিলেন না—তিনি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণসেবক ছিলেন ; জড়ীয়-কামগন্ধবিহীন অপ্রাকৃত-সেবাভাবে মগ্ন থাকিয়া অনুক্ষণ নিজের আরাধ্য বস্তুর সেবা করিতেন। পক্ষান্তরে, স্বার্থপর কর্ম্মমিশ্র বিদ্ধ-ভক্তগণ অপ্রাকৃত-সেবাবুদ্ধি বিশিষ্ট না হইয়া তাঁহার বাহ্য আচরণ অনুকরণপূর্ব্বক জড়ের কৃত্রিম শুচি-অশুচি-বিচার করিলেই তাঁহাদের শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণপ্রীতি-বাঞ্ছার পরিচয় দেওয়া হয় না—"ভদ্রাভদ্র-বস্তু-জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান,—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম।।"—(অন্ত, ৪র্থ পঃ ১৭৪, ১৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১১।২৮।৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

৮৯। ক্ষীর-ওদন—দুগ্ধে পক্ক অন্নের পায়স।

৯৩। শ্রীশিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত ঠাকুর—উভয়েই তৎকালে কুমারহট্ট বা হালিসহরে এবং কাঁচড়াপাড়ায় বাস করিতেন।

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। কাশম্দি—কাসুন্দি।

গৃহস্থ বৈষ্ণবের লৌকিক-কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

**'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয় ।**
**সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥ ৯৫ ॥**
**ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে ।**
**'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥ ৯৬ ॥**

প্রতিবর্ষে সকল ভক্তকে 'ঘাটিসমাধান'-পূর্ব্বক পুরীতে আনিতে আজ্ঞা ঃ—

**প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা ।**
**গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥" ৯৭ ॥**

সত্যরাজ রামানন্দকে প্রতিবর্ষে পট্টডোরী আনিতে আদেশ ঃ—

**কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া ।**
**"প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥ ৯৮ ॥**

শ্রীমুখে মালাধর-বসু-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-মহিমা-বর্ণন ঃ—

**গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয় ।**
**তাঁহা একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥ ৯৯ ॥**

গ্রন্থস্থ একটী বাক্যে প্রভুর তদ্বংশে আত্মবিক্রয় ঃ—

**'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ ।'**
**এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥ ১০০ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৬। সরখেল—তত্ত্বাবধায়ক।

৯৯। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'—গ্রন্থবিশেষ। অনেকে বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই গ্রন্থই আদি বঙ্গীয় পদ্য-কাব্য-গ্রন্থ।

### অনুভাষ্য

৯৯। "আদিকবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দায় ঐ গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন, এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

"শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থের রচনা—অতিশয় সরল, এমন কি, বঙ্গীয় অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণীগণ ও সামান্য-বর্ণজ্ঞান-বিশিষ্ট নিম্নশ্রেণীর পুরুষগণও এই গ্রন্থ অনায়াসে পড়িতে ও বুঝিতে পারেন। এই গ্রন্থের ভাষা অলঙ্কৃত নয়,—ইহার পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয় নাই ; চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারের অনেক স্থলে ষোল-সতর অক্ষর বা বার-তের অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার অনেক শব্দই তাৎকালিক ব্যবহৃত শব্দ। সেই সকল শব্দের অর্থ নিতান্ত রাঢ়ীয় লোক ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারেন না। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কেই 'সম্পূর্ণ' বলা যাইতে পারে না।

"এই গ্রন্থ পারমার্থিক-লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ-খাঁন মহাশয় সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম ও একাদশ-স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহাপ্রভু এত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এই কাব্যখানি বঙ্গবাসিগণের পক্ষে বড়ই আদরের ধন ; বিশেষতঃ কেহ কেহ বলেন,—এই গ্রন্থখানিই বঙ্গভাষার আদিকাব্য।

"শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসুর হস্তে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।" (শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা' হইতে উদ্ধৃত)।

"বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচটী সুব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচটী সুকায়স্থ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে দশরথ বসু—অন্যতম ; তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ-পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ-খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গৌড়ীয়-সম্রাট্-দত্ত উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

পর্য্যায় যথা ঃ—

১। দশরথ বসু, ২। কুশল, ৩। শুভশঙ্কর, ৪। হংস, ৫। শক্তিরাম (বাগাণ্ডা), ৫। মুক্তিরাম (মাইনগর), ৫। অলঙ্কার (বঙ্গজ) ;

৫। মুক্তিরাম, ৬। দামোদর, ৭। অনন্তরাম, ৮। গুণীনায়ক, ৮। বীণানায়ক ;

৮। গুণীনায়ক, ৯। মাধব, ১০। লক্ষ্মীনাথ, ১০। চক্রপাণি, ১০। উদয়চাঁদ, ১০। লৌহ, ১০। তৌহ, ১০। শ্রীপতি, ১০। অচ্যুতানন্দ ;

১০। শ্রীপতি, ১১। যজ্ঞেশ্বর, ১১। ত্রিলোচন, ১১। বটেশ্বর, ১১। প্রজাপতি, ১১। ঈশান, ১১। সাগর, ১১। কৃপারাম ;

১১। যজ্ঞেশ্বর, ১২। ভগীরথ, ১২। কামেশ্বর, ১২। সদানন্দ, ১২। বশিষ্ঠ ;

১২। ভগীরথ, ১৩। মালাধর বসু—উপাধি—গুণরাজ খাঁন।

ইঁহার চৌদ্দটী পুত্র, তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসুরই উপাধি—সত্যরাজ খাঁন ; তাঁহারই পুত্র—শ্রীরামানন্দ বসু, অতএব শ্রীরামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্য্যায়।

শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতিপ্রসিদ্ধ ধনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে, বোধ হয়, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন। গুণরাজ খাঁন মহাশয়ের একটী সামাজিক সাহসের পরিচয় এই যে, তিনি বল্লালী কৌলিন্য-প্রথাকে সারহীন জানিয়া আপন-আত্মীয় পুরন্দর খাঁনেরও (ইনিও বসুজ) অনুরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক কান্যকুব্জ হইতে সমাগত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তবংশীয় ত্রয়োদশ-পর্য্যায়স্থ

শ্রীমুখে কুলীন-গ্রামের মাহাত্ম্য বর্ণন ঃ—

**তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।**
**সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥" ১০১ ॥**

উভয়ের গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য বা সাধ্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

**তবে রামানন্দ, আর সত্যরাজ খাঁন।**
**প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১০২ ॥**
**"গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।**
**শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥ ১০৩ ॥**

প্রভুর উত্তর ঃ—

**প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।**
**নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥' ১০৪ ॥**

সত্যরাজের বৈষ্ণব চিনিবার উপায়-জিজ্ঞাসা ঃ—

**সত্যরাজ বলে,—"বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?**
**কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥" ১০৫ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক 'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ নির্দ্দেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার।**
**কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ ১০৬ ॥**

এক কৃষ্ণনামের ফল-মহিমা বর্ণন ঃ—

**এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়।**
**নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ ১০৭ ॥**

'স্বয়ংই প্রভু-কৃষ্ণ' বলিয়া শ্রীনাম—ইতরকর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঃ—

**দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।**
**জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ ১০৮ ॥**

## অনুভাষ্য

শ্রীপতি দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত নিজ জ্যেষ্ঠপুত্রের উদ্বাহ-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন" (১২৯২ সালের শীতকালে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকর্ত্তৃক শ্রীকুলীন গ্রাম-পাট হইতে সংগৃহীত)।

১০০। মূলপদ্যটী এই—"একভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত। নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ।।"

১০৬। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া জানিবে ; যেহেতু ঐরূপ শ্রদ্ধাই বৈষ্ণবত্বের প্রারম্ভিক যোগ্যতা প্রদান করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণ-নামে তাঁহার কোমল শ্রদ্ধার প্রাকট্যবশতঃ তিনি নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন না। শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভু স্বকৃত 'উপদেশামৃতে' —"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ"—যিনি শ্রীনামকে অপ্রাকৃত চিন্তামণি, কৃষ্ণচৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং নাম-নামীতে অভেদ জানিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চন করেন, পরন্তু নিজ-বদ্ধাবস্থা-হেতু ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিচার-রহিত হইয়া ভক্তির উপাদানগুলিকে ও শুদ্ধভক্তকে সম্পূর্ণ 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন না, তাঁহারও শুদ্ধভক্ত ও শ্রীগুরুর সেবায় এবং তাঁহাদের মুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণফলে ক্রমশঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া অপ্রাকৃত অনুভূতি অথবা দিব্য-সম্বন্ধজ্ঞান-লাভ হয়। (ভাঃ ১১।২।৪৭)—"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে। ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।" শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (মধ্য, ২২ পঃ ৬৪, ৬৭ সংখ্যায়) "শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা-অনুসারি।।" "যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহ ভক্ত হইবে উত্তম। রতিপ্রেম-তারতম্যে ভক্তি-তরতম।।" সবাকার শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দেবীধামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুণ্যকর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষাও শ্রীবিষ্ণুর নামাত্মক মন্ত্রে অর্চ্চনকারী কনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ ;

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২-১০৬। বসু-রামানন্দ ও তৎপিতা সত্যরাজ খাঁন,—ইঁহারা বঙ্গদেশোজ্জ্বল কায়স্থ-বসুবংশজাত গৃহস্থ-বৈষ্ণব ; প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,—'গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য-সাধন কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম-কীর্ত্তনই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য।' তাহাতে সত্যরাজ প্রশ্ন করিলেন,—'কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন সহজে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে বৈষ্ণব-সেবন কার্য্যটী বড়ই কঠিন হয়। অতএব হে প্রভো, বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার সামান্য (সাধারণ) লক্ষণ কি?' প্রভু উত্তর করিলেন,—'যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই সবাকার শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য-বৈষ্ণব।'

## অনুভাষ্য

যেহেতু কর্ম্মী বা জ্ঞানীর—তিনি যত বড়ই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন—বাস্তব-বস্তু শ্রীবিষ্ণুর নিত্যসেব্যত্বে বিশ্বাস নাই। সুতরাং মুখে বেদ মানিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক ; আর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চক,—অপ্রাকৃত-ভজনরাজ্যে তাঁহার যতটুকুই মহিমা থাকুক না কেন, অন্ততঃ শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চার বাস্তব-সত্যবিগ্রহত্ব শ্রীগুরুমুখে শুনিয়া তাঁহাতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট।

১০৭। নববিধা ভক্তি—(ভাঃ ৭।৫।২৩) "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম-নিবেদনম্।। ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনামাশ্রয়েই সর্ব্ব-পাপক্ষয় হইয়া জীবের পুণ্যপাপমূলক প্রাকৃত ভোগবাসনা সমস্ত বিনষ্ট হয়। শ্রীনাম-গ্রহীতাই সকলের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য। শ্রীনাম-ভজন হইতেই নবধা ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে ("যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তি-সংযোগেনৈব"—ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৩ সংখ্যা)।

সংসার-ক্ষয়—আনুষঙ্গিক, কৃষ্ণপ্রেমই
শ্রীনামের মুখ্যফল ঃ—

**অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয় ।**
**চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥ ১০৯ ॥**

## অনুভাষ্য

১০৮। দীক্ষা—শ্রীজীবপ্রভুর ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগমবাক্য—"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।" যাহা হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় এবং পাপের সম্যক্-রূপ ক্ষয় হয়, তত্ত্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'দীক্ষা' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে সংজ্ঞা দিয়াছেন।

দীক্ষা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত আগম-বচন)—"দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু। তথাত্রাদীক্ষিতানাং তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম্।।" অনুপনীত বিপ্রের যেরূপ স্বকর্ম্ম অধ্যয়নাদিতে অধিকার হয় না, উপবীত-গ্রহণের পরেই অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার পূজাদিতে অধিকার হয় না। এজন্য আত্মাকে মঙ্গলপূত করিবার উদ্দেশ্যে নিঃশ্রেয়সার্থী 'দীক্ষা' গ্রহণ করিবেন ; কারণ, (হঃ ভঃ বিঃ, ২য় বিঃ-ধৃত বিষ্ণুযামল-বচন)—"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্। পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ।।" (ঐ হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৩ সংখ্যায় ধৃত যামল বা আগম-বচন)—"অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ। গৃহ্নীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষা-পূর্ব্বং বিধানতঃ।।" (ভক্তিসন্দর্ভে ২৯৮ সংখ্যায় ধৃত তত্ত্বসাগর-বচন)—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্।।"*

পুরশ্চর্য্যা—(হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন)—"পূজা ত্রৈকালিকী নিত্যং জপস্তর্পণমেব চ। হোমব্রাহ্মণভুক্তিশ্চ পুরশ্চরণমুচ্যতে।। গুরোর্লব্ধস্য মন্ত্রস্য প্রসাদেন যথাবিধি। পঞ্চাঙ্গোপাসনা-সিদ্ধ্যৈ পুরশ্চৈতদ্বিধীয়তে।।" প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন—এই ত্রিকালে নিত্য পূজা, নিত্য জপ, নিত্য তর্পণ, নিত্য হোম ও নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজন,—এই পঞ্চাঙ্গকে 'পুরশ্চরণ' বলে। গুরুর প্রসাদক্রমে প্রাপ্তমন্ত্রের সিদ্ধির জন্য প্রথমেই পঞ্চাঙ্গোপাসনার বিধান ; এইজন্যই ইহা পুরশ্চরণ-নামে কথিত।

পুরশ্চর্য্যা-বিধি (হঃ ভঃ বিঃ, ১৭ বিঃ-ধৃত আগম-বচন)—"বিনা যেন ন সিদ্ধঃ স্যান্মন্ত্রো বর্ষশতৈরপি। কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাঞ্ছিতং ফলম্।। পুরশ্চরণসম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ। অতঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া।। পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানং বীর্য্যমুচ্যতে। বীর্য্যহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ। পুরশ্চরণহীনো হি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"✤

শ্রীজীবপ্রভু ( "ভক্তিসন্দর্ভে" ২৮৩ সংখ্যা )—'যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চ্চনমার্গস্য আবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, তথাপি শ্রীনারদাদি-বর্ত্মানুসরদ্ভিঃ শ্রীভগবতা সহ সম্বন্ধবিশেষং দীক্ষাবিধানেন শ্রীগুরুচরণ-সম্পাদিতং চিকীর্ষদ্ভিঃ কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চ্চনমবশ্যং ক্রিয়তৈব।।" এবং ( ঐ ২৮৪ সংখ্যা )—"( দীক্ষাদ্যপেক্ষা ) যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎসঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চনমার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি।" রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়—"বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা।।"✱

সেবোন্মুখের কৃষ্ণনাম ঃ—
পদ্যাবলীতে (২৯) ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত 'নামকৌমুদী'-শ্লোক—

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ ।

---

** হে বামোরু! দীক্ষাহীন ব্যক্তির কৃত সকল অনুষ্ঠানই নিরর্থক। দীক্ষারহিত ব্যক্তি পশুযোনি লাভ করে (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল-বাক্য)। অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া সর্ব্বস্ব সমর্পণ করত দীক্ষাপূর্ব্বক (দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক) যথাবিধি বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণীয় (হঃ ভঃ বিঃ ও ভক্তিসন্দর্ভ ধৃত যামল-বচন)। যে-প্রকার কাংস্য-ধাতু রসবিধান-অনুসারে স্বর্ণত্ব লাভ করে, সেইপ্রকার দীক্ষা-বিধানদ্বারা মানবগণের দ্বিজত্ব লাভ হয়।*

*✤ যাহা ব্যতিরেকে শতবর্ষেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না এবং যাহা অনুষ্ঠান করিলে সাধক বাঞ্ছিত ফল লাভ করে, সেই পুরশ্চরণসম্পন্ন মন্ত্রই ফলপ্রদ—অতএব সিদ্ধিলাভের জন্য মন্ত্রবিদ্ ব্যক্তি পুরশ্চরণ করিবেন। পুরস্ক্রিয়াই মন্ত্রসমূহের প্রধান শক্তি বলিয়া কথিত। বীর্য্যহীন ব্যক্তি যেরূপ সকল কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণহীন মন্ত্রও তদ্রূপ বলিয়া প্রকীর্ত্তিত (হঃ ভঃ বিঃ ধৃত আগম-বচন)।*

*✱ যদিও ভাগবত-মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই এবং অর্চ্চন-বিনাও আত্মনিবেদনাদির একটীর দ্বারাও পুরুষার্থসিদ্ধি হয় বলিয়া অভিহিত হয়, তথাপি শ্রীনারদাদি মহাজনগণের পন্থানুসারী যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের সহিত শ্রীগুরুকর্ত্তৃক সম্পাদিত দীক্ষাবিধানদ্বারা সম্বন্ধবিশেষ স্থাপনে ইচ্ছুক, তাঁহারা দীক্ষানুষ্ঠানের পর অবশ্যই অর্চ্চন করিবেন। যদিও স্বরূপতঃ দীক্ষার অপেক্ষা নাই, তথাপি দেহাদি-সম্বন্ধহেতু কু-স্বভাববিশিষ্ট বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের তত্তৎ প্রবৃত্তি সঙ্কোচের জন্য শ্রীমদৃঋষি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অর্চ্চনমার্গে কোন কোন*

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ১১০ ॥

'কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব'-লক্ষণ ঃ—

**অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম ।**
**সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥" ১১১ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপ-নাশক, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া (মূক ব্যতীত) সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।

## অনুভাষ্য

নামের দীক্ষা-বিধির নিরপেক্ষতা—পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র অপ্রাকৃত জ্ঞানের উদয় করাইয়া প্রাকৃতাভিনিবেশ ধ্বংস করে। অপ্রাকৃত হইলে মন্ত্র ও দেবতায় অভিন্ন-বুদ্ধি হয়। নাম ও মন্ত্রে 'শব্দসামান্য' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর মনঃকল্পিত অন্য সাধারণ শব্দের সহিত সমান, এইরূপ) বুদ্ধি করিলে নরকে অবস্থিতি হয়। অপ্রাকৃত-বুদ্ধিতেই মন্ত্রদেবতার অর্চ্চন বিধেয়। দীক্ষা-পুরঃসর শাস্ত্রের বিধানানুসারেই মন্ত্র-গ্রহণ-বিধি ; কিন্তু কৃষ্ণনাম,—বদ্ধ ও মুক্ত উভয়েরই আদরণীয় ; অর্থাৎ বদ্ধজন কৃষ্ণনাম-গ্রহণে প্রাকৃতজ্ঞান হইতে মুক্ত হন, আবার মুক্ত হইয়াই শুদ্ধকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে পারেন। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হয় সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।।" (আদি ৭ম পঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ মহামন্ত্র হওয়ায় কোন পাঞ্চরাত্রিক বিধানের অনুগত নহেন।

নামের পুরশ্চর্য্যা-বিধি-নিরপেক্ষতা—মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা ; শ্রীনাম-মহামন্ত্রের তাদৃশ পুরশ্চরণ বিধির অপেক্ষা করিতে হয় না। একবার নামের উচ্চারণ-ফলেই যখন পুরশ্চর্য্যার প্রাপ্য সর্ব্বফল-লাভ ঘটে, তজ্জন্য শ্রীনামের পুর-শ্চরণের অপেক্ষা নাই।

নামের জিহবা-স্পর্শে উদ্ধার-সাধন—এখানে জিহবা-শব্দে 'সেবোন্মুখ' জিহবাকেই বুঝিতে হইবে, নতুবা জড়-ভোগোন্মুখ জিহবাতে অপরাধ বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণনাম কখনই উদিত হন না—(ভঃ রঃ সিঃ, পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তি-লহরীতে) —"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহবাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।" মধ্য, ১৭শ পঃ ১৩৪

প্রধান খণ্ডবাসিত্রয় ঃ—

**খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ।**
**শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিন জন ॥ ১১২ ॥**

প্রভুর মুকুন্দদাসকে রঘুনন্দনসহ সম্বন্ধ-জিজ্ঞাসা ঃ—

**মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন ।**
**"তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন ?? ১১৩ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। সুতরাং গৃহস্থ-লোকের পক্ষে বৈষ্ণবসেবার জন্য এককৃষ্ণনামপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেই সেবাকার্য্যসিদ্ধি হয় ; 'মন্ত্র-দীক্ষিত বৈষ্ণব'কে এস্থলে বিচারে আনা হয় নাই ; ইহার কারণ এই যে, বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষিত অনেকে তত্ত্বজ্ঞান-শূন্যতাবশতঃ মায়া-বাদাদি-দোষে দূষিত থাকিতে পারেন, কিন্তু নামাপরাধশূন্য কৃষ্ণনামোচ্চারণকারী বৈষ্ণবের সে-সব দোষ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। মন্ত্র-দীক্ষিত ব্যক্তি—বৈষ্ণবপ্রায়, কিন্তু যিনি নিরপরাধে একবার কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব',—গৃহস্থ-বৈষ্ণব সেইরূপ বৈষ্ণবকেই সেবা করিবেন।

## অনুভাষ্য

সংখ্যা—"অতএব কৃষ্ণের নাম, দেহ, বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ।।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৫৬-২৭৬ ও ২৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

অন্ত্য, ৩য় পঃ ৫৯-৬৯, ৭৫, ৮০, ১৭৬-১৮০, ১৮২-১৮৭; ২০শ পঃ ১১, ১৩ সংখ্যা, ভাঃ ১।১।১৪, ৬।২।২৯, ৩৯ দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ অয়ং মন্ত্রঃ কৃতচেতসাং (মুক্ত-কুলানাং) সুমহতাং (ত্রিগুণাতীতানাং, 'সুমনসাম্' ইতি পাঠে—মনস্বিনাম্) আকৃষ্টিঃ (আকর্ষকঃ, 'আকৃষ্টীকৃতচেতসাম্' ইতি পাঠে আকৃষ্টীকৃতং চেতো যেষাং তেষাম্), অংহসাং (প্রাকৃতাভি-নিবেশজ-চেষ্টানাং পুণ্যপাপানাম্) উচ্চাটনম্ (উন্মূলনম্), আ-চণ্ডালং (চণ্ডাল-পর্য্যন্তম্) অমূকলোকসুলভঃ (অমূকলোকানাং মূকব্যতিরিক্তানাং জনানাং বাক্শক্তিমতাম্ এব সুলভঃ সহজ-প্রাপ্যঃ ইত্যর্থঃ), মুক্তিশ্রিয়ঃ (মোক্ষাশ্রয়চিন্তামণি-স্বরূপস্য) বশ্যঃ (বশীকারকঃ) চ ; (স চায়ং নাম-মহামন্ত্রঃ) দীক্ষাং (পাপনাশ-দিব্যজ্ঞান-বিধায়কসাধনময়ীং) সৎক্রিয়াং (ফলসিদ্ধার্থাং দক্ষিণাং পুরশ্চর্য্যাং চ পঞ্চাঙ্গোপাসনাত্মিকাং ক্রিয়াং) মনাক্ (ঈষৎ) অপি ন ঈক্ষতে (নাপেক্ষতে, পরং তু) রসনাস্পৃক্ (সেবোন্মুখ-জিহবা-স্পর্শ-মাত্রেণ এব) ফলতি (ফলপ্রদো ভবতি)।

১১১। শ্রীল রূপপ্রভু তৎকৃত শ্রীউপদেশামৃতে—'কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত দীক্ষাস্তি চেৎ" অর্থাৎ সদ্গুরুর

*স্থলে কোন কোন মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত আছে, হে বিপ্রবর! এই মন্ত্র—দীক্ষা, পুরশ্চরণ এবং ন্যাসবিধান বিনাই জপমাত্রেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।*

কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয় ?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥" ১১৪ ॥

রঘুনন্দনকে কৃষ্ণভক্ত জানিয়া অমানী মানদ মুকুন্দের পুত্রবুদ্ধি-ত্যাগ ও গুরু-বুদ্ধি ঃ—

মুকুন্দ কহে,—"রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয় ।
আমি তার 'পুত্র',—এই আমার নিশ্চয় ॥ ১১৫ ॥
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে ।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন, আমার নিশ্চিতে ॥" ১১৬ ॥

মুকুন্দের সদুত্তর-শ্রবণে প্রভুর হর্ষ, 'সদ্‌গুরু' বা 'প্রকৃত পিতা'র সংজ্ঞা ঃ—

শুনি' হর্ষে কহে প্রভু,—"কহিলে নিশ্চয় ।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥" ১১৭ ॥

ভক্তের জয়গানে মত্ত ভগবান্ ঃ—

ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥ ১১৮ ॥

ভক্তগণ-সম্মুখে মুকুন্দের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন ঃ—

ভক্তগণে কহে,—"শুন মুকুন্দের প্রেম ।
নির্ম্মল, নিগূঢ় প্রেম, যেন শুদ্ধ হেম ॥ ১১৯ ॥

বাহ্যে লোক-ব্যবহার, অন্তরে কৃষ্ণ-নিষ্ঠা ঃ—

বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজ-সেবা ।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥ ১২০ ॥

এক দিবসের ঘটনা-বর্ণন ; মুকুন্দ ও বাদসাহের বৃত্তান্ত ঃ—

একদিন ম্লেচ্ছ-রাজা উচ্চ-টুঙ্গিতে ।
চিকিৎসার বাত্ কহে ইঁহার অগ্রেতে ॥ ১২১ ॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী ।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥ ১২২ ॥
শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
অতি-উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥ ১২৩ ॥
রাজার জ্ঞান,— রাজবৈদ্যের হইল মরণ ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥ ১২৪ ॥
রাজা বলে,—'ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি ?'
মুকুন্দ কহে,—'অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥' ১২৫ ॥
রাজা কহে,—'মুকুন্দ, তুমি পড়িলা কি লাগি' ?
মুকুন্দ কহে,—'রাজা, মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥' ১২৬ ॥

মুকুন্দের ছলনা ও আত্মগোপন-সত্ত্বেও রাজার তাঁহাকে 'মহাপুরুষ'-জ্ঞান ঃ—

মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই সব জানে ।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর 'মহাসিদ্ধ'-জ্ঞানে ॥" ১২৭ ॥

রঘুনন্দনের কৃষ্ণসেবার দৃষ্টান্ত ঃ—

"রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥ ১২৮ ॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে ।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥" ১২৯ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক তিনজনের সেবা-বিভাগ—(১) মুকুন্দের সেবা ঃ—

মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন ।
"তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন ॥ ১৩০ ॥

(২) রঘুনন্দনের সেবা ঃ—

রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন ।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ॥ ১৩১ ॥

(৩) নরহরির সেবা ঃ—

নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে ।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন জনে ॥" ১৩২ ॥

সার্ব্বভৌম ও বাচস্পতি, উভয়ের কৃষ্ণসেবা-নির্দ্দেশ ঃ—

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই ।
দুইজনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি ॥ ১৩৩ ॥
"'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ।
'দরশন'-স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥ ১৩৪ ॥
'দারুব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম ॥ ১৩৫ ॥

## অনুভাষ্য

নিকট যে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, মধ্যমাধিকারী তাঁহাকে মনে মনে আদর করিবেন,—ইহাই বিধি।

১২০। মুকুন্দ লোকচক্ষে রাজবৈদ্যগিরি চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত (অর্থাৎ বৈষ্ণব-গৃহস্থ-বেষে মহাভাগবত পরমহংস) ছিলেন ; সাধারণ লোক তাহা জানিতে পারে নাই।

১২১। উচ্চ-টুঙ্গিতে—উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে।

১২২। আড়ানী—আতপত্র অর্থাৎ রৌদ্র-নিবারক ছাতা, (প্রস্থের) আড়ভাবে বৃহৎ পাখা।

১২৭। মহাবিদগ্ধ—বিশেষ নীতি-চতুর ; মহাসিদ্ধ—অলৌকিক মুক্ত পুরুষ।

১২৯। অবতংসে—ভূষণ, কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ, তজ্জন্য।

১৩০-১৩২। শ্রীমহাপ্রভু মুকুন্দকে অত্যন্ত প্রিয় অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া জানিতেন ; তজ্জন্য ভ্রাতৃদ্বয় ও পুত্রের সেবাকার্য্য বিভাগ-কালে মুকুন্দের ধর্ম্ম ও ধনোপার্জ্জন, রঘুনন্দনের

সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথ ও বাচস্পতিকে গঙ্গা-সেবার্থ আজ্ঞা ঃ—

**সার্ব্বভৌম! কর 'দারুব্রহ্ম'-আরাধন ।**
**বাচস্পতি! কর জলব্রহ্মেরে সেবন ॥" ১৩৬ ॥**

প্রভুর মুরারির স্ব-সেব্যনিষ্ঠা-মহিমা-কীর্ত্তন ঃ—

**মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।**
**তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন,—"শুন ভক্তগণ ॥ ১৩৭ ॥**

পূর্ব্বে প্রভুকর্ত্তৃক মুরারিকে কৃষ্ণভজনে প্রলোভন ঃ—

**পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার ।**
**'পরম মধুর, গুপ্ত ! ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ১৩৮ ॥**
**স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয় ।**
**বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥ ১৩৯ ॥**
**সকল সদ্গুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর ।**
**বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥ ১৪০ ॥**
**মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস ।**
**চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস ॥ ১৪১ ॥**

কৃষ্ণোপাসনারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা কথন ঃ—

**সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয় ।**
**কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥' ১৪২ ॥**

প্রভুর প্রলোভনে মুরারির ক্ষণিক চিত্তপরিবর্ত্তন ঃ—

**এইমত বার বার শুনিয়া বচন ।**
**আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥ ১৪৩ ॥**

প্রভুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

**আমারে কহেন,—"আমি তোমার কিঙ্কর ।**
**তোমার আজ্ঞাকারী আমি, নহি স্বতন্তর ॥" ১৪৪ ॥**

রামোপাসনা-ত্যাগ-চিন্তায় মুরারির অনিদ্রা, ক্রন্দন ও মৃত্যুবাসনা ঃ—

**এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে ।**
**রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥ ১৪৫ ॥**
**কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ।**
**আজি রাত্র্যে প্রভু মোর করাহ মরণ ॥ ১৪৬ ॥**
**এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন ।**
**মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ ॥ ১৪৭ ॥**

প্রাতে আসিয়া রাম-ভজন-ত্যাগে ও প্রভু-আজ্ঞা-পালনে অসামর্থ্য জানাইয়া উভয় সঙ্কটে পড়িয়া মৃত্যুবাঞ্ছা ঃ—

**প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ ।**
**কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥ ১৪৮ ॥**
**'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা ।**
**কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥ ১৪৯ ॥**
**শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায় ।**
**তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥ ১৫০ ॥**
**তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময় ।**
**তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥' ১৫১ ॥**

মুরারির বাক্যে প্রভুর হর্ষ ও প্রশংসা ঃ—

**এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ ।**
**ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ ॥ ১৫২ ॥**
**সাধু, সাধু, গুপ্ত ! তোমার সুদৃঢ় ভজন ।**
**আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥ ১৫৩ ॥**

সেবক ও সেব্যের পরস্পরের প্রতি আদর্শ ব্যবহার ঃ—

**এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায় ।**
**প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥ ১৫৪ ॥**

প্রভুর মুরারির উপাস্য-নিষ্ঠা-পরীক্ষা, মুরারির পরীক্ষা-উত্তরণ ঃ—

**এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ।**
**তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে ॥ ১৫৫ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৬। হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর ; আর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।

১৩৮। (পূর্ব্বে) এই কথা বলিয়া আমি তাঁহাকে কৃষ্ণ-ভজনে অধিক লোভ দিয়াছিলাম যে, "হে গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্র-কুমার—পরম মধুর" ইত্যাদি।

### অনুভাষ্য

শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও নরহরির ভক্তসহ অবস্থানরূপ সেবা-ভেদ নিরূপণ করিলেন।

১৩৭-১৫৭। এতৎপ্রসঙ্গে অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৩০-৪৫ সংখ্যায় শ্রীজীবপিতা শ্রীঅনুপম বা বল্লভের শ্রীরাম-নিষ্ঠা আলোচ্য।

১৪৯। "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।।"

১৫৪। প্রভু—জীবের নিত্যসেব্য, আরাধ্য বা উপাস্যতত্ত্ব

কৃষ্ণ ; মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৮৬, ৭ম পঃ ৮, ১৩শ পঃ ১৪০ (পূর্ব্বার্দ্ধ) দ্রষ্টব্য ; অন্ত্য ৪র্থ পঃ ৪৬-৪৭ সংখ্যা—"সেই ভক্ত—ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। সেই প্রভু—ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন।। দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে। সেই ঠাকুর ধন্য—যে তারে চুলে ধরি' আনে।।"

১৫৫। জানিবার—পরীক্ষা করিবার ; আগ্রহ—কৃষ্ণভজন করাইতে নির্ব্বন্ধ।

দৈন্যের অবতার মুরারি—সাক্ষাৎ হনুমদ্বিগ্রহ ঃ—

**সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর ।**
**তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥ ১৫৬ ॥**
**সেই মুরারি-গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম ।**
**ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥" ১৫৭ ॥**

প্রভুর বাসুদেবদত্তকে প্রশংসা ঃ—

**তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন ।**
**তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥ ১৫৮ ॥**

প্রভুপদে বাসুদেবের কাতর-প্রাণে নিবেদন ঃ—

**নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ।**
**নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥ ১৫৯ ॥**
**"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ।**
**মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥ ১৬০ ॥**
**করিতে সমর্থ তুমি, হও দয়াময় ।**
**তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥ ১৬১ ॥**

অলৌকিক পরদুঃখদুঃখী গৌরদাস বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর ঃ—

**জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে ।**
**সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥ ১৬২ ॥**
**জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ ।**
**সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥" ১৬৩ ॥**

প্রিয়তম সেবকের প্রার্থনায় প্রভু বিচলিত ঃ—

**এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা ।**
**অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥ ১৬৪ ॥**

বাসুদেব-দত্তঠাকুর—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ঃ—

**"তোমার বিচিত্র নহে, তুমি—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ ।**
**তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥ ১৬৫ ॥**

কৃষ্ণ ও ভক্তের পরস্পরের ব্যবহার ঃ—

**কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য ।**
**ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥ ১৬৬ ॥**

ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই উদ্ধার-বিষয়ে সত্য আশ্বাস-দান ঃ—

**ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার ।**
**বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥ ১৬৭ ॥**

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তিমত্তা-বর্ণন ঃ—

**অসমর্থ নহে, কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল ।**
**তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল ?? ১৬৮ ॥**
**তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ', সে হইল 'বৈষ্ণব' ।**
**বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥ ১৬৯ ॥**

## অনুভাষ্য

১৬২-১৬৩। পাশ্চাত্য-রাজ্যে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্ব-পাপভার-গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু শ্রীগৌরপার্ষদমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ঠাকুর-হরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত-কোটিগুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেমভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন। শ্রীবাসুদেব দত্তঠাকুরের মধ্যে জড়ীয় স্বার্থত্যাগরূপ 'নিঃস্বার্থ', বিষ্ণু-সেবারূপ চিন্ময় 'পরার্থ' ও 'স্বার্থ' অপূর্ব্বভাবে একত্র সম্মিলিত। তিনি গৌরসুন্দরকে সাক্ষাৎ বাস্তব-বস্তু নিরস্ত-কুহক স্বয়ং ভগবজ্জ্ঞানে সমগ্র জীববৃন্দের কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ ভবরোগ (শুধু 'পাপ' নহে, সর্ব্বপ্রকার পাপ অপেক্ষাও ভীষণতম 'অপরাধ'রাশি) নিজস্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদের ভবরোগ-মোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে প্রার্থনা করিয়া যে দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, তাহা সমগ্র জগতে, শুধু জগতে কেন, সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী এবং জ্ঞানীরও কল্পনাতীত। মায়াবশে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-নিবন্ধন ভেদ-বুদ্ধিহেতু হিংসা-বৃত্তি-প্রধান জীবগণ দ্বৈতজগতে কর্ম্ম ও জ্ঞানের আদর্শকেই বহুমানন করে বলিয়া তাহাদের অধিকাংশই কুকর্ম্মী ও কুজ্ঞানী ; তাহারা বৈকুণ্ঠসেবক বাসুদেব-দত্তঠাকুরের নরক-ভোগবাঞ্ছা-শ্রবণে নৈসর্গিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বভাব-মূলে উল্লাস-প্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে একজন 'পুণ্যবান্ সৎকর্ম্মী' অথবা 'ব্রহ্মজ্ঞানী'র সমপর্য্যায়ে জ্ঞান করিয়া প্রচুর সম্মান বা প্রতিষ্ঠা প্রদান করিলেও, দত্তঠাকুর তদপেক্ষা যে অনন্তকোটিগুণে অধিক 'জীবে দয়া'-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা আদৌ অতিরঞ্জিত প্রশংসা-বাক্য বা অর্থবাদ নহে, অতি নিরপেক্ষ সত্য-কথা। বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় 'পরদুঃখদুঃখী' গৌরদাসগণের আগমনে পৃথ্বী ধন্যা,—শুধু প্রপঞ্চ নহে—সমগ্র জীবকুলও ধন্য হইয়া গিয়াছে। তাদৃশ গৌরভক্তের গুণগানেই বাগ্মিগণের জিহ্বার ফল নিহিত ; আর তাঁহার ন্যায় অকিঞ্চনা ভগবদ্ভক্তিবিশিষ্ট মহাভাগবতের গুণ-বর্ণন কার্য্যেই কবি ও ঐতিহাসিকের লেখনী জড়ানুসন্ধানরহিত হইয়া স্বীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা সম্পাদন করে,—মহাবদান্য-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস এতই "মহতোহপি মহীয়ান্" ও "গরীয়সোহপি গরীয়ান্"।

১৬৭-১৬৯। প্রভু বাসুদেবকে বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্ ; তিনি সমস্ত জীবকে জীবের জড়ভোগবাসনা হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন। তুমি যখন সমদৃক্ হইয়া উচ্চাবচ সকল-জীবের পক্ষ হইতে তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিলে, তখন তোমার প্রার্থনানুসারে পাপভোগ ব্যতীতই সকলের উদ্ধার হইবে ; তদ্বিনিময়ে তোমাকে তাহাদের জন্য পাপফল ভোগ করিতে হইবে না। তুমি যাঁহাদের মঙ্গল বাঞ্ছা

সর্ব্বফলপ্রদাতা গোবিন্দ-বন্দনা ঃ—

ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপ-ফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ১৭০ ॥

ভক্তেচ্ছায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক অনায়াসে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন-সাধন ঃ—

**তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।**
**সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥ ১৭১ ॥**

বিরজা বা কারণ-সমুদ্রে ভাসমান অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড ঃ—

**একই ডুম্বুর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে।**
**কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥ ১৭২ ॥**

ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধারের সহিত ডুমুর-ফল-পতনের উপমা ঃ—

**তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয়।**
**তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ॥ ১৭৩ ॥**

কৃষ্ণের নিকট একটী ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার—নিতান্ত তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য ব্যাপার ঃ—

**তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।**
**তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥ ১৭৪ ॥**

পরব্যোমের বহির্দ্দেশস্থ কারণ-সাগর-বর্ণন ঃ—

**অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম।**
**তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥ ১৭৫ ॥**
**তাতে ভাসে মায়া, লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।**
**গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥ ১৭৬ ॥**
**তার এক রাই-নাশে, হানি নাহি মানি।**
**ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥ ১৭৭ ॥**

মায়াসহ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসেও কৃষ্ণের ক্ষতি নাই ঃ—

**সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয়।**
**তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥ ১৭৮ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীটসকল হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফল ভাজন (ভোগ) বিস্তার (বিধান) করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্মই নির্দহন করেন, অহো সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

১৭১-১৭৯। এই পদ্য সকলের শব্দার্থ—সরল, কিন্তু ভাবার্থ—কঠিন ; ভাবার্থ এই যে—জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়াবন্ধনে পড়িলে, মায়া অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সেই জীববৃন্দকে কৃষ্ণ-বৈমুখ্যের ফলস্বরূপ কর্ম্মভোগ করান। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখলোকের কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কৃষ্ণ-সম্মুখ (কৃষ্ণোন্মুখ) ব্যক্তিদিগের সেই কর্ম্মবন্ধন কৃষ্ণের ইচ্ছায় একেবারে বিনষ্ট হয় ; ইহাতে যদি বিতর্ক করা যায় যে, 'ভক্ত হইলেই যদি কর্ম্মচ্ছেদ হইল এবং কোন ভক্ত বাঞ্ছা করিলেই যদি বিনা দণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইল, তবে ভক্তের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মাণ্ড থাকে, বা না থাকে, এরূপ হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে কৃষ্ণের জগৎ কিরূপে সুষ্ঠুভাবে নিয়মিত হইতে পারে?' প্রভু কহিলেন,—'কৃষ্ণের চিজ্জগৎ—অনন্ত ও অপরিমেয় ; স্বরূপ-শক্তির গণসকল তথায় কামধেনু-স্বরূপে পতিরূপ কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকে। সেই (স্বরূপশক্তি-বৈভব) চিজ্জগৎ—ত্রিপাদ। সেই চিজ্জগতের ছায়ারূপ মায়ার অধিকৃত এই জড়জগৎ—একপাদ। মায়া—স্বরূপশক্তির ছায়া-মাত্র, অতএব কোটি-কামধেনুপতি কৃষ্ণের পক্ষে একটী ছাগী-মাত্র। শুদ্ধভক্তের ইচ্ছাক্রমে বা করিবে, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব' হইবেন এবং বৈষ্ণবের প্রাক্তন দুষ্কৃতিসমূহের ফলভোগ হইতেও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহারা পাপ-পুণ্যের সেবা বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধ কৃষ্ণসেবক হইবেন। পাদ্মে,—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তি-রতাত্মনাম্।।" ভাঃ ৬।২।১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

## অনুভাষ্য

১৭০। যঃ (গোবিন্দঃ) তু ইন্দ্রগোপং (রক্তবর্ণক্ষুদ্রকীট-বিশেষম্) অথবা ইন্দ্রং (দেবাধিপতিং) স্বকর্ম্মবন্ধানুরূপফল-ভাজনং (স্বস্য কর্ম্মবন্ধানুরূপস্য ফলস্য ভাজনম্) আতনোতি (সম্যক্ বিদধাতি) কিন্তু ভক্তিভাজাং (হরিসেবাপরাণাং) চ কর্ম্মাণি (প্রারব্ধানি অপ্রারব্ধানি চ ভোগযোগ্যানি কর্ম্মফলানি) নির্দহতি (বিনাশয়তি), তম্ আদিপুরুষং (মূলদেবং) গোবিন্দম্ (অহং) ভজামি।

১৭২। অপ্রাকৃত ব্রহ্মধামের বহির্ভাগে—বিরজা নদী। তাহার পরপারে আলোকময় ব্রহ্মধামে মণ্ডিত সবিশেষ-বৈকুণ্ঠ-ধাম। বিরজা-নদীর অপর পারে—এই দেবীধাম বা প্রাকৃতরাজ্য ; দেবীধামে ত্রিগুণ বর্ত্তমান এবং বিরজা-নদীতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থা বিরাজমান।

১৭৫। আদি ২য় পঃ ৫৩ সংখ্যা, ৫ম পঃ ৫২-৫৫, মধ্য ২০শ পঃ ২৬৮-২৭৯, ২১শ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। বৈকুণ্ঠধামে মায়ার কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। বৈকুণ্ঠের সর্ব্বদিক্ কারণসমুদ্রে বেষ্টিত। প্রাকৃত দেবীধামের বিচিত্রতার কারণ-সলিলই কারণাব্ধি।

১৭৬। গড়খাই—বেষ্টন-জল। বিরজা-নদী বা কারণাব্ধি—

**কামধেনু-কোটি-পতির ছাগী যৈছে মরে।**
**ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে?? ১৭৯ ॥**

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮৭।১৪)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥" ১৮০ ॥

সকল ভক্তকে প্রভুর বিদায়-দান ঃ—

**এই মত সর্ব্বভক্তের কহি' সব গুণ।**
**সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥ ১৮১ ॥**

পরস্পরের ভাবি-বিরহাশঙ্কায় ভক্ত ও ভগবানের বিষাদ ঃ—

**প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।**
**ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥ ১৮২ ॥**

গদাধরকে টোটা-গোপীনাথ-সেবা-প্রদান ঃ—

**গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।**
**যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥ ১৮৩ ॥**

ছয়জন ভক্তসহ প্রভুর পুরীতে অবস্থান ঃ—

**পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর।**
**দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১৮৪ ॥**
**এইসব-সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।**
**জগন্নাথ-দরশন নিত্য প্রাতঃকালে ॥ ১৮৫ ॥**

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে একমাস নিমন্ত্রণ ঃ—

**প্রভু-পাশ আসি' সার্ব্বভৌম এক দিন।**
**যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥ ১৮৬ ॥**
**"এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল।**
**এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥ ১৮৭ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

শুদ্ধভক্তের অনুরোধে যদি একটী মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হইয়া যায়, তাহাতে কৃষ্ণের ক্ষতি উপলব্ধ হয় না ; তাহা দূরে থাকুক, যদি সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ছাগীরূপ মায়ার অস্তিত্বও লোপ হয়, তাহা হইলেও কোটী-কামধেনুপতিরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যেশ্বর কৃষ্ণের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না অর্থাৎ ছায়া নষ্ট হইলে কি স্বরূপ-বস্তুর ক্ষতি হইতে পারে?

১৮০। যাহার (দ্বারা) সত্ত্বরজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (অবিদ্যা বা মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া ( তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও) ; কেননা, আত্মশক্তিক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে ; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্যামী) ; তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক, —বেদ তোমার এই দুইপ্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন।

১৮৩। পাঠান্তরে—'জলেশ্বরে' ; এই পাঠ শুদ্ধ ও সার্থক বলিয়া বোধ হয় না, কেননা, জলেশ্বর-গ্রামে গদাধরপণ্ডিতের কোন লীলার উল্লেখ নাই। সমুদ্র-বালুকা-পথে যমেশ্বর-টোটায় শ্রীটোটা-গোপীনাথের মন্দির, তথায় গদাধরপণ্ডিত (গোস্বামী) গোপীনাথের সেবায় ও মহাপ্রভুর সেবায় আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন।

### অনুভাষ্য

গড়খাই-সদৃশ এবং অনন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—অসংখ্য ক্ষুদ্র রাইসর্ষপ-সদৃশ, আর মায়া—ভাণ্ডসদৃশ।

১৮০। জনলোকে ব্রহ্মসত্র-যজ্ঞে শুশ্রূষু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক ভগবৎস্তুতি বর্ণন করিতেছেন।

হে অজিত (মায়াদ্যনভিভূত,) জয় জয় (নিজোৎকর্ষমবশ্যমাবিষ্কুরু, কথং বা ন করোষীতি আদরে বীপ্সা) দোষগৃভীতগুণাং (দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতাঃ গুণাঃ যয়া তাং) অগজগদোকসাং (অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং জীবানাম্) অজাং (মায়াম্ অবিদ্যাং) জহি (নাশয়—যথা পুনরেষা সৃষ্ট্যাদৌ প্রবৃত্তান্ জীবান্ ন দুনোতীতি ভাবঃ), যৎ (যস্মাৎ) ত্বম্ আত্মনা (স্বরূপভূতেন পরমানন্দেনৈব তদভিন্নয়ৈব শক্ত্যা) সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ (সম্প্রাপ্তসমগ্রৈশ্বর্য্যঃ) অসি [বশীকৃতমায়ত্বাৎ, ত্বমেব] অখিলশক্ত্যববোধক (অখিলাঃ প্রাকৃতাপ্রাকৃতাঃ যাঃ শক্তয়ঃ তাসাং সর্ব্বাসাম্ অববোধক, ভোক্তঃ, অধীশ্বর, ইতি যাবৎ) ক্বচিৎ (কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে) অজয়া (মায়য়া সহ) আত্মনা (অঙ্গাভাসেন, স্বয়ং তু নির্লিপ্তঃ) চরতঃ (ঈক্ষণ-ক্রীড়তঃ) তে (তব ত্বাং—কর্ম্মণি ষষ্ঠী) নিগমঃ (বেদঃ) অনুচরেৎ (প্রতিপাদয়েৎ —"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যো ব্রাহ্মণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ", "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যঃ)।

১৮৩। যমেশ্বর—পুরুষোত্তমে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে বালুকোপরি যমেশ্বর-টোটা বা বাগান ; সেইস্থলে মহাপ্রভু গদাধর-পণ্ডিতকে বাসস্থান দিলেন।

'মাসব্যাপি নিমন্ত্রণ'-শ্রবণে প্রভুর আপত্তি ; এবং যতিধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া ভিক্ষার সময়-হ্রাস ঃ—

**এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ 'মাস' ভরি'।"**
**প্রভু কহে,—"ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥" ১৮৮ ॥**

ভট্টের ভিক্ষা-কাল বর্দ্ধন ও প্রভুর হ্রাস-চেষ্টাক্রমে একদিন মাত্র ভিক্ষায় প্রভুর সম্মতি ঃ—

**সার্ব্বভৌম কহে,—"ভিক্ষা করহ 'বিংশ' দিন।"**
**প্রভু কহে,—"এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥" ১৮৯ ॥**
**সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ,—দিন 'পঞ্চদশ'।**
**প্রভু কহে,—"তোমার ভিক্ষা 'এক' দিবস ॥" ১৯০ ॥**

বহুদৈন্যবিনয়ে ভট্টের ১০ দিন করিতে চেষ্টা ঃ—

**তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া।**
**'দশদিন ভিক্ষা কর' কহে বিনতি করিয়া ॥ ১৯১ ॥**

অবশেষে ৫ দিন ভিক্ষা স্বীকার ঃ—

**প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ-দিন ঘটাইল।**
**পাঁচ-দিন তাঁর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥ ১৯২ ॥**

দশজন সন্ন্যাসীর নিমন্ত্রণ-ব্যবস্থা ঃ—

**তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।**
**"তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশজন ॥ ১৯৩ ॥**

পরমানন্দ-পুরীকে ৫ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

**পুরী-গোসাঞির ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে।**
**পূর্ব্বে আমি কহিয়াছোঁ তোমার গোচরে ॥ ১৯৪ ॥**

স্বরূপকে কখনও প্রভুসঙ্গে, কখনও একাকী ৪ দিন ভিক্ষা-দান-স্বীকার ঃ—

**দামোদর-স্বরূপ,—এই বান্ধব আমার।**
**কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥ ১৯৫ ॥**

অবশিষ্ট ৮ জন সন্ন্যাসীকে ১৬ দিন ভিক্ষা-দান ঃ—

**আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।**
**এক এক দিন, এক এক জনে পূর্ণ হইল মাসে ॥ ১৯৬ ॥**

দশজন সন্ন্যাসীর একত্র ভিক্ষায় যথাযোগ্য মর্য্যাদা-সংরক্ষণে অসম্ভাবনা-হেতু অপরাধাশঙ্কা ঃ—

**বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।**
**সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥ ১৯৭ ॥**

কখনও একক, কখনও স্বরূপ-সঙ্গে নিমন্ত্রণ ঃ—

**তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।**
**কভু সঙ্গে আনিবে স্বরূপ-দামোদরে ॥" ১৯৮ ॥**

প্রভুর অনুমোদনে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

**প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।**
**সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ১৯৯ ॥**

ভট্টপত্নী ষাঠীর মাতা—প্রভুভক্ত ঃ—

**'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।**
**প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো, স্নেহেতে জননী ॥ ২০০ ॥**

যাঠীর মাতার রন্ধন ঃ—

**ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।**
**আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥ ২০১ ॥**

শাক-ফলাদি নানা নৈবেদ্য-সংগ্রহ ঃ—

**ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি'।**
**যেবা শাকফলাদিক, আনিল আহরি' ॥ ২০২ ॥**

স্বয়ং ভট্টের পত্নীকে রন্ধনে সহায়তা ঃ—

**আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।**
**ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাকের কর্ম্ম ॥ ২০৩ ॥**

রন্ধন-ভোগগৃহ-বর্ণন ঃ—

**পাকশালার দক্ষিণে—দুই ভোগালয়।**
**এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥ ২০৪ ॥**
**আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।**
**নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥ ২০৫ ॥**
**বাহ্যে এক দ্বার তার, প্রভু প্রবেশিতে।**
**পাকশালার এক দ্বার অন্ন প্রবেশিতে ॥ ২০৬ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। নিজ-ছায়ে—নিজছায়া লইয়া অর্থাৎ একলা।

### অনুভাষ্য

১৮৮-১৯২। ভক্তবৎসল হইয়াও প্রভুর আশ্রম-ধর্ম্ম-পালন।

১৯৩। দশজন সন্ন্যাসী,—১। পরমানন্দ-পুরী, ২। দামোদর-স্বরূপ, ৩। ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ৪। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী, ৫। বিষ্ণুপুরী, ৬। কেশব-পুরী, ৭। কৃষ্ণানন্দপুরী, ৮। নৃসিংহতীর্থ, ৯। সুখানন্দ-পুরী, ১০। সত্যানন্দ-ভারতী।

### অনুভাষ্য

১৯৬। আর অষ্ট সন্ন্যাসী—পরমানন্দ-পুরী ও দামোদর-স্বরূপ ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য আটজন। পূর্ণ হৈল মাসে—শ্রীমহাপ্রভুর ৫ দিন, পরমানন্দপুরীর ৫ দিন, দামোদর-স্বরূপের ৪ দিন, ৮ জন সন্ন্যাসীর ১৬ দিন,—একত্রে ৩০ দিন হওয়ায় একমাস পূর্ণ হইল।

২০২। ভরি'—পূর্ণ ; আহরি'—যোগাড় করিয়া।

বিচিত্র নৈবেদ্য-বর্ণন ঃ—

বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে ।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥ ২০৭ ॥
পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল ।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥ ২০৮ ॥
কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি ।
চারিদিক ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥ ২০৯ ॥
দশপ্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুখ্ত-ঝোল ।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়া, ঘোল ॥ ২১০ ॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্‌রা ।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্‌রা ॥ ২১১ ॥
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার ।
ফুলবড়ী-ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥ ২১২ ॥
নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী ।
ফুলবড়ী, পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী ॥ ২১৩ ॥
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয় ।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥ ২১৪ ॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া, মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলি, নারিকেল, আর যত পিষ্ট ॥ ২১৫ ॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী ।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥ ২১৬ ॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন, মৃৎকুণ্ডিকা ভরি' ।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ আম্র তাহা ধরি ॥ ২১৭ ॥
রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥ ২১৮ ॥

আসন ও নৈবেদ্য-সজ্জা ঃ—

শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য্য সব করাইল ।
শুভ্র-পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥ ২১৯ ॥
দুই-পাশে, সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী ।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২০ ॥
অমৃতগুটিকা, পিঠা-পানাদি আইল ।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥ ২২১ ॥

মধ্যাহ্ন-স্নানান্তে একক প্রভুর আগমন ঃ—

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া ।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥ ২২২ ॥

পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক ভট্টের প্রভুকে গৃহমধ্যে আনয়ন ঃ—

ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ-প্রক্ষালন ।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥ ২২৩ ॥

নৈবেদ্য-দর্শনে প্রভুর বিস্ময় ও ভোগ-প্রশংসা ঃ—

অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গী করিয়া ॥ ২২৪ ॥
"অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন ।
দুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?? ২২৫ ॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥ ২২৬ ॥

তুলসী-মঞ্জরী-দর্শনে কৃষ্ণের ভোগানুমান ঃ—

কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ,—অনুমান করি ।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥ ২২৭ ॥
ভাগ্যবান্ তুমি, তোমার সফল উদ্যোগ ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥ ২২৮ ॥
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ—অতি মনোরম ।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইঁহা করিয়াছেন ভোজন ॥ ২২৯ ॥

ভোগপ্রশংসান্তে প্রভুর স্ব-ভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥ ২৩০ ॥

---

### অনুভাষ্য

২০৭। উভারিল—ঢালিয়া দিল।

২০৭-২২১। গ্রন্থকার শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী ভোগের সুষ্ঠু-বর্ণনদ্বারা স্বীয় অত্যুৎকৃষ্ট রন্ধন ও পরিবেশন-নৈপুণ্যাদি প্রকাশ করিতেছেন ; মধ্য ৩য় পঃ ৪৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। দুগ্ধতুম্বী—দুগ্ধে পক্ব লাউ ; বেসর—সর্ষপবাটা দিয়া যে তরকারি হয়, উৎকল দেশে তাহাকে 'বেসর' বলে ; শাক্‌রা,—মিষ্টতা-যুক্ত তরকারী।

২১৩। ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী—বেগুন-ভাজা ; কুষ্মাণ্ড-মান-চাকী—ছোট ছোট চাক্‌তি করিয়া কুমড়া ও মান-কচু-ভাজা।

২১৪। মধুরাম্ল—চাট্‌নী বা মিষ্ট টক্ বা অম্বল ; বড়াম্ল—ডালের বড়া দিয়া যে অম্বল, তাহা ; ভৃষ্ট-মাষ-মুগ্দ-সূপ—ভাজা-কলাইর ডাল ও ভাজা-মুগের ডাল।

২১৫। মাষ-বড়া—কলাইর ডালের বড়া।

২১৬। দুগ্ধ লক্‌লকী—চুষীপুলি।

২১৯। শুভ্রপীঠ—সাদা পিঁড়ির উপরে একটী সূক্ষ্মবস্ত্র-খণ্ডদ্বারা আসন পাতা হইল।

২২১। জগন্নাথ-প্রসাদের সহিত স্বগৃহে পাচিত অপ্রসাদি বা অনর্পিত নৈবেদ্য মিশ্রিত করিয়া একাকার করিলেন না, তাহাতে সাবধান ছিলেন ; উভয়ের পরস্পর মিশ্রণ না হয়, এইরূপভাবে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে রাখিলেন।

কৃষ্ণের পীঠাসন তুলিয়া পৃথক্‌পাত্রে প্রসাদ-প্রার্থনা ঃ—

**কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখহ উঠাঞা ।**
**মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥" ২৩১ ॥**

ভট্টের প্রভু-কৃপা-প্রভাব-বর্ণন ঃ—

**ভট্টাচার্য্য বলে,—"প্রভু, না করহ বিস্ময় ।**
**যেই খাবে, তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥ ২৩২ ॥**
**উদ্যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে ।**
**যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন, সেই তাহা জানে ॥ ২৩৩ ॥**

প্রভুকে ভোগের আসন অঙ্গীকার করিতে অনুরোধ,
প্রভুর কৃষ্ণাসনে মর্য্যাদা-বুদ্ধিহেতু
তৎস্বীকারে অসম্মতি ঃ—

**এই ত' আসনে বসি' করহ ভোজন ।"**
**প্রভু কহে,—"পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥" ২৩৪ ॥**

কৃষ্ণভুক্ত অন্ন ও আসন, উভয়ই প্রসাদ ঃ—

**ভট্ট কহে,—"অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ ।**
**অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ ??" ২৩৫ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক ভট্টের সৎসিদ্ধান্ত-প্রশংসা ও অঙ্গীকার ঃ—

**প্রভু কহে,—"ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।**
**কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥ ২৩৬ ॥**

ভগবদ্ভুক্ত-প্রসাদ-স্বীকারেই দুষ্পারা মায়ার জয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৪।৪৬)—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর প্রচুর অন্নগ্রহণে আপত্তি ; ভট্টের তাহাতে অনুযোগ ঃ—

**তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায় ।"**
**ভট্ট কহে,—"জানি, খাও যতেক যুয়ায় ॥ ২৩৮ ॥**
**নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ।**
**এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥ ২৩৯ ॥**

প্রভুর দ্বারকা, মথুরা ও ব্রজলীলায় ভোজন-প্রকার ঃ—

**দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষীর ঘরে ।**
**অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে ॥ ২৪০ ॥**
**ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ ।**
**সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥ ২৪১ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৭। তোমাকে মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।

## অনুভাষ্য

২২৯। সৌরভ্য—সুঘ্রাণ ; বর্ণ—শুভ্র বর্ণ।

২৩৫। অন্ন ও পীঠ বা পিঁড়ি—উভয়ই কৃষ্ণভুক্ত নির্ম্মাল্য; ভোগের অন্নকে 'ভগবদুচ্ছিষ্ট' জানিয়া ভোজন করিয়া সম্মান এবং ভগবানের আসন-কার্য্যে লাগিয়াছে জানিয়া 'পীঠ'কে তদবশেষ 'প্রসাদ'বুদ্ধিতে গ্রহণ করিলে আর অপরাধ কি-প্রকারে হইবে?

২৩৭। ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথন বা উদ্ধবগীতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভগবদিচ্ছায় দ্বারকাতে মহা উৎপাতসমূহ আরম্ভ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চে প্রকট-লীলার সংগোপন এবং অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিবার বাঞ্ছা অবগত হইয়া প্রিয়তম সেবক উদ্ধব গাঢ়প্রীতিভরে কৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ (ভবদুপভুক্ত-মাল্য-সুরভিবস্ত্রভূষণৈঃ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ) উচ্ছিষ্টভোজিনঃ (উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলং যেষাং তে) দাসাঃ বয়ং (কিঙ্করাঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) তব মায়াং (দুরত্যয়াং প্রকৃতিং) জয়েম (জেতুং শক্নুয়াম)।

২৪০। অষ্টাদশ মাতা—দেবকী,রোহিণী প্রভৃতি।

২৪১। ব্রজে জ্যেঠা—( শ্রীরূপপ্রভু শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় )—"উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ" অর্থাৎ 'উপনন্দ' ও 'অভিনন্দ'—কৃষ্ণের এই দুইজন জ্যেষ্ঠতাত।

খুড়া—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দ-নন্দনৌ" অর্থাৎ 'সন্নন্দ ও 'নন্দন' বা 'সুনন্দ' ও 'পাণ্ডব'—ইহারা কৃষ্ণের খুল্লতাত।

মামা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"যশোধর-যশোদেব-সুদেবাদ্যাস্তু মাতুলাঃ" অর্থাৎ 'যশোধর', 'যশোদেব' এবং 'সুদেব' প্রভৃতি কৃষ্ণের মাতুল।

পিসা—(ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়)—"মহানীলঃ সুনীলশ্চ রমণাবেতয়োঃ ক্রমাৎ" অর্থাৎ 'মহানীল' ও 'সুনীল'—কৃষ্ণের এই দুই জন পিতৃস্বসৃপতি, তাঁহারা 'সানন্দা' ও 'নন্দিনী'-নাম্নী পিসীদ্বয়ের পতি।

সখাবৃন্দ—( ঐ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় পরিশিষ্টে )—"বিশাল-বৃষভৌ জস্বী-দেবপ্রস্থ-বরূথপাঃ। মন্দারঃ কুসুমাপীড়-মণিবন্ধকরাস্তথা।। মন্দরশ্চন্দনঃ কুন্দঃ কলিন্দ-কুলিকাদয়ঃ। 'কনিষ্ঠকল্পাঃ' সেবায়াং সখায়ো বিপুলাগ্রহাঃ।।" "শ্রীদামা দামা সুদামা বসুদাম তথৈব চ। কিঙ্কিণী-ভদ্রসেনাংশু-স্তোককৃষ্ণঃ বিলাসিনঃ। পুণ্ডরীক-বিটঙ্কাক্ষ-কলবিঙ্ক-প্রিয়ঙ্করাঃ। এতে 'প্রিয়-সখাঃ' শান্তাঃ কৃষ্ণপ্রাণসমা মতাঃ।।" "সুবলার্জ্জুন-গন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বল-কোকিলাঃ। স-নন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্ম্মসখা মতাঃ।।"

তৎপরিমাণ-তুলনায় ভট্টার্পিত অন্ন—সামান্য ঃ—

**গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি ।**
**তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥ ২৪২ ॥**

ভট্টের দৈন্য ঃ—

**তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি—ক্ষুদ্র জীব ছার ।**
**এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥" ২৪৩ ॥**

ভট্টবাক্য-শ্রবণে প্রভুর প্রসাদ-সেবন ঃ—

**এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে ।**
**জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥ ২৪৪ ॥**

ভট্ট-জামাতা—ষাঠীপতি প্রভুনিন্দক 'অমোঘ' ঃ—

**হেনকালে 'অমোঘ',—ভট্টাচার্য্যের জামাতা ।**
**কুলীন, নিন্দক তেঁহো ষাঠী-কন্যার ভর্ত্তা ॥ ২৪৫ ॥**

যষ্ঠি-হস্তে ভট্ট-দর্শনে অমোঘের ভয় ঃ—

**ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে ।**
**লাঠী-হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥ ২৪৬ ॥**

ভট্টের অন্যমনস্কতায় প্রভুর পাত্রে বহু অন্ন-দর্শনে প্রভুকে নিন্দন ঃ—

**তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন-মন ।**
**অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥ ২৪৭ ॥**
**"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন ।**
**একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ!!" ২৪৮ ॥**

ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া চাহিতেই অমোঘের পলায়ন ঃ—

**শুনি' ভট্টাচার্য্য তবে উলটি' চাহিল ।**
**তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥ ২৪৯ ॥**

যষ্ঠি-হস্তে ভট্টের পশ্চাদ্ধাবন ঃ—

**ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ।**
**পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥ ২৫০ ॥**

প্রভুনিন্দক অমোঘকে ভট্টের তীব্র ভর্ৎসনা ও শাপ ঃ—

**তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ।**
**নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥ ২৫১ ॥**

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে ভট্টপত্নীর ক্ষোভ ঃ—

**শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে ।**
**'ষাঠী রাণ্ডী হউক'—ইহা বলে বারে বারে ॥ ২৫২ ॥**

প্রভুর উভয়কে সান্ত্বনা-দানান্তে প্রসাদ-সেবন ঃ—

**দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ।**
**দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥ ২৫৩ ॥**

প্রভুর আচমন ঃ—

**আচমন করাঞা ভট্ট দিল মুখবাস ।**
**তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি রসবাস ॥ ২৫৪ ॥**
**সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ।**
**দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥ ২৫৫ ॥**

অমোঘ-কৃত নিন্দাজন্য ক্ষমা-প্রার্থনা ঃ—

**নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে ।**
**এই অপরাধ, প্রভু, ক্ষমা কর মোরে ॥ ২৫৬ ॥**

অদোষদর্শী প্রভু ঃ—

**প্রভু কহে,—"নিন্দা নহে, 'সহজ' কহিল ।**
**ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল ??" ২৫৭ ॥**

প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভট্টের অনুব্রজ্যা ঃ—

**এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ।**
**ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥ ২৫৮ ॥**

ভট্টের বহু দৈন্য ও শরণাগতি ঃ—

**প্রভু-পদে বহু আত্মনিবেদন কৈল ।**
**তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥ ২৫৯ ॥**

গৃহে পত্নীসহ ভট্টের গভীর খেদোক্তি ঃ—

**ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য ষাঠীর মাতা-সনে ।**
**আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥ ২৬০ ॥**

চৈতন্য-নিন্দকের বধই তৎকৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঃ—

**"চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনি' যাহা হৈতে ।**
**তারে বধ কৈলে, হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥ ২৬১ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৪৩। মাধুকরী—মধুকর-বৃত্তিদ্বারা লব্ধ গ্রাস।

২৪৯। অবধান—মনোযোগ।

২৫৪। এলাচি রসাবাস—রস ও সৌগন্ধযুক্ত এলাচ।

### অনুভাষ্য

২৪২। তার লেখায়—তাহার তুলনায় বা অনুপাতে।

২৬১। বৈষ্ণব-নিন্দার ফল—(হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ ধৃত স্কান্দে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে)—"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ।। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরবসংজ্ঞিতে।। হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে 'পতনানি ষট্'।।" (ঐঃ হঃ ভঃ বিঃ, ১০ম বিঃ-ধৃত দ্বারকামাহাত্ম্যে প্রহ্লাদ-বলি-সংবাদে)—"করপত্রৈশ্চ ফাল্যন্তে সুতীব্রৈর্যমশাসনৈঃ। নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে পাপাঃ বৈষ্ণবানাং মহাত্মানাম্।।" *

---

* *হে নৃপবর! যিনি বৈষ্ণবকে উপহাস করেন, তাহার অর্থ, ধর্ম্ম, যশঃ, সন্তান প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। যে সমস্ত মূঢ়গণ মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে নিন্দা করে, তাহারা পিতৃপুরুষগণসহ মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবকে প্রহার, নিন্দা, বিদ্বেষ, প্রণামাদি-দ্বারা অভিনন্দন না করা,*

তদসমর্থপক্ষে প্রাণ-ত্যাগ ; কিন্তু স্বয়ং ও জামাতা, উভয়েই 'শৌক্র ব্রাহ্মণ' বলিয়া হত্যার অযোগ্য ঃ—

**কিম্বা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন ।**
**দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ ॥ ২৬২ ॥**

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিন্দক-সঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, তাহাদের মুখদর্শনও অবিধেয় ঃ—

**পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব ।**
**পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥ ২৬৩ ॥**

হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দ্বেষী পতি—পত্নীর নিশ্চয়ই পরিত্যাজ্য ঃ—

**ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হইল 'পতিত' ।**
**'পতিত' হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥" ২৬৪ ॥**

স্মৃতিবচন—

"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ ॥" ২৬৫ ॥

অমোঘের বিসূচিকা-রোগ ঃ—

**সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল ।**
**প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥ ২৬৬ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬২-২৬৩। অমোঘ—ব্রাহ্মণ, তাহাকে বধ করা যাইতে পারে না ; নিজেও ব্রাহ্মণ, আত্মহত্যাও অনুচিত, দুই কার্য্যই অযোগ্য। সুতরাং সেই নিন্দুকের মুখ না দেখাই কর্ত্তব্য।

২৬৫। পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে। (ভাঃ ৭।১১।২৮) "সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়-সত্যবাক্। অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ।।"

### অনুভাষ্য

বিষ্ণুনিন্দা-ফল,—(ভক্তিসন্দর্ভে ৩১৩ সংখ্যায় ধৃত ভাঃ ৭।১।১৬, ২২ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। "যে নিন্দন্তি হৃষীকেশং তদ্ভক্তং পুণ্যরূপিণম্। শতজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্যতি নিশ্চিতম্।। তে পর্য্যন্তে মহাঘোরে কুম্ভীপাকে ভয়ানকে। ভক্ষিতাঃ কীটসঙ্ঘেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।। শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্। তদীয়দূষকজনান্ ন পশ্যেৎ পুরুষাধমান্। তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।।" শ্রীজীবপ্রভু 'ভক্তিসন্দর্ভে'—নামাপরাধান্তর্গত 'সাধুনিন্দা'-ফল-বর্ণনপ্রসঙ্গে ২৬৫ সংখ্যায় ধৃত (ভাঃ ১০।৭৪।৪৪)—"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা। ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।' ততোঽপগমশ্চাসমর্থস্য এব ; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছেত্তব্যা ; তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ। যথোক্তং দেব্যা—(ভাঃ ৪।৪।১৭) 'কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াদ্ যদকল্প ঈশে ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতাং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।।" ইতি। *

২৬২। ভাঃ ১।৭।৫৩ শ্লোক—"ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ"—ইহার শ্রীধরটীকায় ধৃত স্মৃতিবচনে ব্রহ্মবন্ধু বধ-সমর্থন-ব্যবস্থা—"আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।।" আবার (ভাঃ ১।৭।৫৭)—"বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ।।"✣—শ্লোকে ব্রহ্মবন্ধুর দৈহিক বধ নিষিদ্ধ।

২৬৪। (ভাঃ ৫।৫।১৮)—"ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্" অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণভজন করেন না, অথচ কৃষ্ণবিমুখতা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে

---

*বৈষ্ণবপ্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে আনন্দিত না হওয়া—এই ছয়টী পতনের কারণ। যে-সমস্ত পাপাত্মা মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহারা যমশাসনবশতঃ সুতীব্র করপত্রতুল্য অস্ত্রদ্বারা খণ্ডিত হয়।*

** যাহারা শ্রীহৃষীকেশ এবং তাঁহার পবিত্র ভক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদের শতজন্মার্জ্জিত পুণ্য নিশ্চিতরূপে বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহারা যেকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্য বিদ্যমান থাকে, সেকাল পর্য্যন্ত ভয়ানক মহাঘোর কুম্ভীপাক নরকে কীটসমূহদ্বারা ভক্ষিত হইতে থাকে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অবমাননা অপেক্ষা শ্রীবৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর অপরাধ। সুতরাং বিষ্ণুভক্তগণের অপবাদকারী পুরুষাধমদিগকে দর্শন করিবে না এবং সেই প্রতারকদিগের সহিত একত্রে বাস করিবে না। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে সাধুনিন্দা-ফল বর্ণন-প্রসঙ্গে—"শ্রীভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যিনি সেই স্থান পরিত্যাগ না করেন, তিনিও সুকৃতি-চ্যুত হইয়া অধোগতি লাভ করেন।"—এস্থলে যে সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়ার বিধান, তাহা কেবল অসমর্থ-পক্ষে। সমর্থ-পক্ষে কিন্তু উক্ত নিন্দকের জিহ্বা ছেদনীয়া, তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজপ্রাণ-পরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। যথা শ্রীশিবানী বলিয়াছেন,—'কোন দুর্দ্দান্তব্যক্তি ধর্ম্মরক্ষক মহাপুরুষকে নিন্দা করিলে যদি উক্ত নিন্দকের বিনাশে অথবা নিজপ্রাণ-পরিত্যাগে সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। আর সমর্থ হইলে সেই দুর্জ্জনের কটুভাষিণী জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিবে—ইহাই ধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়া থাকে।'*

*✣ 'ব্রাহ্মণ অধম হইলেও হনন করা উচিত নয়, আততায়ী বধের যোগ্য' (ভাঃ ১।৭।৫৩)। ইহার শ্রীধরপাদ-কৃত টীকায়,—'হনন-ইচ্ছায় আগমনকারী বেদান্তপারগ আততায়ীকে হনন করিলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মহত্যা হয় না।' মস্তকমুণ্ডন, ধন-প্রতিগ্রহণ এবং স্বস্থান হইতে নির্ব্বাসন—এইপ্রকারেই ব্রাহ্মণাধমদিগের বধ হইয়া থাকে ; তাহাদিগের জন্য মস্তক-ছেদনাদি অন্য দৈহিক বধ-বিধান নাই।*

চৈতন্য-বিদ্বেষীর মৃত্যু-সম্ভাবনা-শ্রবণে ভট্টের হর্ষ ঃ—

**অমোঘ মরেন—শুনি' কহে ভট্টাচার্য্য ।**
**"সহায় হইল দৈব, কৈল মোর কার্য্য ॥ ২৬৭ ॥**

ঈশ্বরাপরাধ-ফল তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট ঃ—

**ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণে ।**
**এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥ ২৬৮ ॥**

মহাভারতে বনপর্ব্বে (২৪১।১৫)—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥ ২৬৯ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৪।৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥" ২৭০ ॥

গোপীনাথ-সমীপে প্রভুর ভট্ট-সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

**গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু-দরশনে ।**
**প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥ ২৭১ ॥**

গোপীনাথ-মুখে সপত্নীক ভট্টের প্রভুনিন্দা-শ্রবণহেতু উপবাস ও অমোঘের মুমূর্ষা-শ্রবণ ঃ—

**আচার্য্য কহে,—"উপবাস কৈল দুইজন ।**
**বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবন ॥ ২৭২ ॥**

প্রভুর ব্যস্তভাবে গমন ও অমোঘকে সুদপদেশ ঃ—

**শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাঞা ।**
**অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥ ২৭৩ ॥**

প্রভুর 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা নির্দেশ ঃ—

**"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ।**
**কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥ ২৭৪ ॥**
**'মাৎসর্য্য'-চণ্ডাল কেনে ইঁহা বসাইলা ।**
**পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥ ২৭৫ ॥**

'জাড্য'রূপ অপরাধ বিমুক্ত হইলেই শুদ্ধনামোদয় ঃ—

**সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয় ।**
**'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥ ২৭৬ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৯। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া যত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

২৭০। আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ—এ সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### অনুভাষ্য

পত্নীকে রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি পতিত, সুতরাং পতি নহেন। বহির্দৃষ্টিতে,—কৃষ্ণে সমর্পিতাত্মা পত্নীরূপী কোন ভক্ত যদি নিষ্কপটভাবে শুদ্ধকৃষ্ণভজনার্থে দ্বিজপত্নীদিগের ন্যায় কৃষ্ণের অভক্ত বা বিরোধী 'পতি'-অভিমানী ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে অবস্থান করেন, তবে তৎকর্ত্তৃক কোন বিধিই লঙ্ঘিত হয় না ; এ-বিষয়ে স্বয়ং ভগবানেরই উক্তি (ভাঃ ১০।২৩।৩১-৩২)—"কৃষ্ণেচ্ছায় পতি, পিতা, ভ্রাতা, পুত্র এবং লোকেও তাঁহাদিগকে অসূয়া করিতে পারিবে না ; কৃষ্ণের অনুজ্ঞায় দেবগণও তাঁহার আচরণ সর্ব্বথা অনুমোদন করিবেন; বস্তুতঃ এই জড়জগতে অঙ্গে-অঙ্গে পরস্পর সঙ্গ হইলেই যে প্রীতি বা স্নেহবৃদ্ধি হয়, তাহা নহে ; কৃষ্ণে শুদ্ধভাবে সতত মনঃসংযোগ করিলেই অচিরে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে।"

২৬৫। ভাঃ ৭।১১।২৮ শ্লোকের শ্রীধরটীকা-ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য-বাক্য—"আ শুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতক-দূষিতঃ।"

২৬৯। কর্ণ-চালিত দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ ঘোষ-যাত্রায় আসিয়া স্বকর্ম্মফলে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকর্ত্তৃক সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলে দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ বনবাসী যুধিষ্ঠিরের নিকট শরণাপন্ন হইয়া গন্ধর্ব্ব-কবল হইতে উদ্ধার প্রার্থনা করায়, দুর্য্যোধনাদির পূর্ব্বকৃত অত্যাচার স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ-গ্রহণেচ্ছু ভীমসেনের উক্তি,—

মহতা (অতিশয়েন) প্রযত্নেন (প্রয়াসেন) হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ (গজরাজিরথৈঃ পত্তিভিঃ পদাতিভিঃ ; 'সন্নহ্য গজরাজিভিঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ) যৎ (দুর্য্যোধনাদি-কৌরব-পরাজয়কার্য্যম্) অনুষ্ঠেয়ং (সম্পাদনীয়ম্ অদ্য) গন্ধর্ব্বৈঃ (চিত্রসেনচালিতৈঃ কর্ত্তৃভূতৈঃ) তৎ অনুষ্ঠিতং (সম্পাদিতং—কৌরবাদয়ঃ শত্রবঃ পরাজিতা ইত্যর্থঃ)।

২৭০। ভোজরাজ কংস ভগ্নী দেবকীর কন্যারূপিণী যোগমায়ার বিনাশে অসমর্থ হইয়া তাঁহার মুখে স্বীয় পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুর আবির্ভাব-সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক অসুর-স্বভাব বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণানন্তর বিষ্ণুভক্ত-সাধু-ঋষিগণকে হিংসা করিবার জন্য দানবগণকে আজ্ঞা প্রদান করায় শ্রীশুকদেবকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের নিকট তাদৃশ বিষ্ণুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ-ফল-বর্ণন,—

মহদতিক্রমঃ (মহতাং বিষ্ণুবৈষ্ণবানাম্ অতিক্রমঃ কায়িক-মানসিক-বাচনিকানাদরঃ, অতঃ বৈষ্ণবাপরাধঃ) পুংসঃ (নরস্য) আয়ুঃ, শ্রিয়ং, যশঃ, ধর্ম্মং, লোকান্ (ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্) আশিষঃ (নিজবাঞ্ছিতানি এব) চ সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি (সাধ্যসাধনানি কল্যাণানি) হন্তি (বিনাশয়তি)। অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৪৬ ও ১৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমোঘকে কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আজ্ঞা ঃ—

**উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম ।**
**অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥" ২৭৭ ॥**

অমোঘের তৎক্ষণাৎ ইহ-রোগ ও ভবরোগ-মুক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম-লাভ ঃ—

**শুনি' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা ।**
**প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥ ২৭৮ ॥**

অমোঘের প্রভুপদে ক্ষমা প্রার্থনা ঃ—

**কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ ।**
**প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥ ২৭৯ ॥**
**প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে বিনয় ।**
**"অপরাধ ক্ষম মোরে, প্রভু, দয়াময় ॥ ২৮০ ॥**

স্ব-কৃত অপরাধ-স্মরণে নিজগণ্ডে চপেটাঘাত ঃ—

**এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে ।"**
**এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥ ২৮১ ॥**

গণ্ডদেশ-স্ফীতিদর্শনে গোপীনাথের বারণ ঃ—

**চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল ।**
**হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥ ২৮২ ॥**

প্রভুর তাহাকে সান্ত্বনা ও ভট্ট-সম্বন্ধে স্নেহাশীর্ব্বাদ ঃ—

**প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র ।**
**"সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥ ২৮৩ ॥**

শুদ্ধভক্ত ভট্ট-পরিবারে প্রভুর প্রীতি ঃ—

**সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর ।**
**সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥ ২৮৪ ॥**

অমোঘকে কৃষ্ণনাম লইতে আদেশ ঃ—

**অপরাধ নাহি তব, লও কৃষ্ণনাম ।"**
**এত বলি' প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥ ২৮৫ ॥**

ভট্টসমীপে আসিয়া প্রভুর উপবেশন ঃ—

**প্রভু দেখি' সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে ।**
**প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥ ২৮৬ ॥**

শিশুতুল্য অমোঘের অপরাধ-হেতু ক্রোধ বা উপবাসের অকর্ত্তব্যতা ঃ—

**প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ ।**
**কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥ ২৮৭ ॥**

ভোজন করিতে ভট্টকে অনুরোধ ঃ—

**উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ ।**
**শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥ ২৮৮ ॥**

ভট্টের প্রসাদ-সম্মান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা-প্রতিজ্ঞা ঃ—

**তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া ।**
**যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥" ২৮৯ ॥**

অমোঘের প্রতি ভট্টের ক্রোধপ্রকাশ ঃ—

**প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা ।**
**"মরিত' অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥" ২৯০ ॥**

শিশু-জ্ঞানে অমোঘকে ক্ষমা করিতে উপদেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"অমোঘ শিশু, তোমার বালক ।**
**বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥ ২৯১ ॥**

অমোঘের অপরাধ-মোচনান্তে বৈষ্ণবত্ব-হেতু ভট্টকে প্রসন্ন হইতে অনুরোধ ঃ—

**এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, তার গেল 'অপরাধ' ।**
**তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥" ২৯২ ॥**

ভট্টের ক্রোধত্যাগ ঃ—

**ভট্ট কহে,—"চল, প্রভু, ঈশ্বর-দরশনে ।**
**স্নান করি' হেথা মুঞি আসিলাঙ এখনে ॥" ২৯৩ ॥**

## অনুভাষ্য

২৭৪-২৭৭। 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বা 'বিষ্ণু'—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের এই আবির্ভাবত্রয়। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ' এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবদুপাসকের নামই 'বৈষ্ণব'। পূর্ণাবির্ভাব তত্ত্বই 'ভগবান্' এবং 'অসম্যগাবির্ভাব' তত্ত্বই 'ব্রহ্ম'। কেবল-ব্রাহ্মণের মুখে 'নামাভাস' উদিত হয়। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধজ্ঞানযোগযুক্ত ব্রাহ্মণই 'অভিধেয়'-বৃত্তিযুক্ত বা সেবাসূত্রে আবদ্ধ হইলে অর্থাৎ ভজন করিলে 'ভাগবত' বা 'বৈষ্ণব' হইতে পারেন। তখনই অবিদ্যা-জনিত 'কল্মষ' বা 'অপরাধ' দূর হইয়া তাঁহার মুখে শুদ্ধনাম উদিত হন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিবর্ত্ত-বাদাবলম্বনে ব্রহ্মের যে পাঁচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা কখনই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের নির্দ্দেশক নহে। বিবর্ত্তবাদী আপনাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া অভিমান করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই 'ব্রাহ্মণতা' আবদ্ধ বলিয়া স্থির করেন, পরন্তু জীবের স্বরূপে 'ব্রহ্মজ্ঞ'-ধর্ম্মই নিত্য বর্ত্তমান। বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণই 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা 'বৈষ্ণব' হন। সুতরাং বৈষ্ণবের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব যে নিত্য অনুস্যূত, তাহাতে সন্দেহ নাই। গরুড়-পুরাণে—"ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে। সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ। সর্ব্ববেদান্ত-বিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।।" অতএব বৃত্তব্রাহ্মণতার অভাবে ভক্তিপথে কেহই প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

প্রকৃত ব্রাহ্মণ-হৃদয়ে অদ্বয়জ্ঞান বর্ত্তমান থাকায় উহাতে দ্বৈতবুদ্ধিক্রমে নিত্যারাধ্য বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের বিরোধী খণ্ড স্বার্থসিদ্ধি অথবা নিজ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-বাঞ্ছাজনিত মাৎসর্য্য, ঈর্ষা বা দ্বন্দ্বভাব থাকিতে পারে না ; যে-স্থলে তাহা বর্ত্তমান,

ভট্টের প্রসাদসেবা-দর্শনার্থ গোপীনাথকে
অপেক্ষা-জন্য আদেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা।**
**ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা॥" ২৯৪॥**

ভট্টের প্রসাদ-সেবন ঃ—

**এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।**
**ভট্ট স্নান-স্মরণ করি' করিলা ভোজনে॥ ২৯৫॥**

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত মহাশান্ত-প্রকৃতি অমোঘ ঃ—

**সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।**
**প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত॥ ২৯৬॥**

প্রভুর এইরূপ লীলা ঃ—

**ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।**
**যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন॥ ২৯৭॥**

ভট্টগৃহে প্রভুর ভোজন ও ভট্টের প্রভুপ্রীতি ঃ—

**ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।**
**তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ॥ ২৯৮॥**
**সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।**
**সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত॥ ২৯৯॥**

ভট্টপত্নীর প্রভুপ্রীতি, ভক্তসম্বন্ধে অপরাধ-ক্ষমা ঃ—

**ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।**
**ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ॥ ৩০০॥**

ভট্টগৃহে ভোজনলীলা-শ্রবণে চৈতন্য-লাভ ঃ—

**শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।**
**অচিরাৎ পায় সে চৈতন্য-চরণ॥ ৩০১॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥ ৩০২॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে
ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

---

**অনুভাষ্য**

সে-স্থলে অচ্যুতাত্মতার অভাবে নিশ্চয়ই (ভাঃ ১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রংশ বা অধঃপাত ঘটে।

২৯৪। ইঁহো—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৯৬। শাখা-নির্ণয়ামৃতে—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্।।"

৩০০। অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ-প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিসম্বন্ধ। লৌকিকদৃষ্টিতে অমোঘ সার্ব্বভৌমের সহিত পাল্য জামাতৃ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে তৎপালক ভট্টকেই গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এইজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

---

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেকপ্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে, গৌড়ীয়-ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে-বৎসরও গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রক্ষালনাদি-কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, ভক্তগণ দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিতানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় লইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমী-দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র-রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলা-নদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ (মরদরাজ?) ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু

ভট্টের প্রসাদসেবা-দর্শনার্থ গোপীনাথকে অপেক্ষা-জন্য আদেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা।**
**ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥" ২৯৪ ॥**

ভট্টের প্রসাদ-সেবন ঃ—

**এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।**
**ভট্ট স্নান-স্মরণ করি' করিলা ভোজনে ॥ ২৯৫ ॥**

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত মহাশান্ত-প্রকৃতি অমোঘ ঃ—

**সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।**
**প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥ ২৯৬ ॥**

প্রভুর এইরূপ লীলা ঃ—

**ঐছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন।**
**যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥ ২৯৭ ॥**

ভট্টগৃহে প্রভুর ভোজন ও ভট্টের প্রভুপ্রীতি ঃ—

**ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।**
**তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥ ২৯৮ ॥**
**সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।**
**সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥ ২৯৯ ॥**

ভট্টপত্নীর প্রভুপ্রীতি, ভক্তসম্বন্ধে অপরাধ-ক্ষমা ঃ—

**ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।**
**ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥ ৩০০ ॥**

ভট্টগৃহে ভোজনলীলা-শ্রবণে চৈতন্য-লাভ ঃ—

**শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।**
**অচিরাৎ পায় সে চৈতন্য-চরণ ॥ ৩০১ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩০২ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদঃ।

**অনুভাষ্য**

সে-স্থলে অচ্যুতাত্মতার অভাবে নিশ্চয়ই (ভাঃ ১১।৫।৩)—"ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।" অর্থাৎ স্বস্থান হইতে ভ্রংশ বা অধঃপাত ঘটে।

২৯৪। ইঁহো—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।

২৯৬। শাখা-নির্ণয়ামৃতে—"অমোঘপণ্ডিতং বন্দে শ্রীগৌরেণাত্মসাৎকৃতম্। প্রেমগদ্গদসান্দ্রাঙ্গং পুলকাকুলবিগ্রহম্।।"

৩০০। অমোঘ প্রভুর নিন্দা করায় অপরাধী হইয়াছিলেন। অপরাধফলে তাঁহার প্রাণান্তক বিসূচিকা-ব্যাধি হয়। ব্যাধিগ্রস্ত হইবার পর অমোঘ অপরাধ-প্রশমনের সুযোগ পান নাই। সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নী প্রভুর নিতান্ত কৃপার পাত্র ছিলেন।

**অনুভাষ্য**

তাঁহাদের সম্বন্ধে, প্রভু এই অপরাধী অমোঘের প্রতি দণ্ডবিধানের পরিবর্ত্তে তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি সার্ব্বভৌম-পত্নীর প্রগাঢ় ভক্তিসম্বন্ধ। লৌকিকদৃষ্টিতে অমোঘ সার্ব্বভৌমের সহিত পাল্য জামাতৃ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ; সুতরাং তাহার অপরাধ ক্ষমা না করিলে তৎপালক ভট্টকেই গৌণভাবে দণ্ডবিধান করা হয়। এইজন্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া প্রভু স্বীয় ঐশ্বর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ঔদার্য্য প্রকাশ করিলেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

# ষোড়শ পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—মহাপ্রভু বৃন্দাবনে যাইতে চাহিলে রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম অনেকপ্রকার বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। ক্রমে, গৌড়ীয়-ভক্তগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে আসিলেন। এবার বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীসকল শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য বঙ্গদেশ হইতে আনিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলে মহাপ্রভু মালা পাঠাইয়া তাঁহাদের সম্মান করিলেন। সে-বৎসরও গুণ্ডিচা-মন্দিরে প্রক্ষালনাদি-কার্য্য পূর্ব্ববৎ হইয়াছিল। চাতুর্ম্মাস্য অতিবাহিত হইলে, ভক্তগণ দেশে চলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিতানন্দপ্রভুকে প্রতিবৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন। কুলীনগ্রামীর প্রশ্নমতে পুনরায় 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ বলিলেন। এ বৎসর বিদ্যানিধি নীলাচলে থাকিয়া 'ওড়নষষ্ঠী' দর্শন করিলেন। ভক্তগণ বিদায় লইলে, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেন এবং বিজয়া দশমী-দিবসে প্রস্থান করিলেন। প্রতাপরুদ্র-রাজা মহাপ্রভুর গমনপথে অনেকপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিত্রোৎপলা-নদী পার হইলে রামানন্দ, মঙ্গরাজ (মরদরাজ?) ও হরিচন্দন মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। গদাধর-পণ্ডিতকে মহাপ্রভু নীলাচলে যাইতে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহা শুনিলেন না। কটক হইতে মহাপ্রভু

পণ্ডিত-গোস্বামীকে শপথ দিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে পাঠাইলেন এবং ভদ্রক হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। (অতঃপর) ওড্রদেশ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়া নৌকাযোগে যবনাধিকারীর সাহায্যে পাণিহাটি পর্য্যন্ত গেলেন। তদনন্তর প্রভু রাঘবপণ্ডিতের বাটী হইতে কুমারহট্ট হইয়া কুলিয়া-গ্রামে আসিয়া অনেকের অপরাধ ভঞ্জন করিলেন। তথা হইতে রামকেলিতে গিয়া শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে অঙ্গীকার করিলেন। রামকেলি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া গৃহে পাঠাইলেন। পুনরায়, নীলাচলে আসিয়া প্রভু একক বৃন্দাবনে যাইবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌড়ে গমন করিয়া লোকোদ্ধার-রত গৌরসুন্দর ঃ—

**গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।**
**ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১ ॥**

**জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।**
**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥**

প্রভুর বৃন্দাবনগমনেচ্ছা ; রাজার বিষাদ ঃ—

**প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।**
**শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥ ৩ ॥**

ভট্ট ও রায়কে ডাকিয়া প্রভুকে নিরস্ত করিতে প্রার্থনা ঃ—

**সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, আনি' দুই জন।**
**দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥ ৪ ॥**

**"নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।**
**তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥ ৫ ॥**

**তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।**
**গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥" ৬ ॥**

প্রভুর বৃন্দাবন-গমনার্থ রায় ও ভট্টসহ পরামর্শ ঃ—

**রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, দুইজনা-স্থানে।**
**তবে যুক্তি করে প্রভু,—'যাব বৃন্দাবনে' ॥ ৭ ॥**

বিচ্ছেদ-ভয়ে উভয়ের প্রভুকে ভুলাইয়া নিরস্ত-করণ ঃ—

**দুঁহে কহে,—"রথযাত্রা কর দরশন।**
**কার্ত্তিক আইলে, তবে করিহ গমন ॥" ৮ ॥**

**কার্ত্তিক আইলে কহে,—"এবে মহা-শীত।**
**দোলযাত্রা দেখি' যাও—এই ভাল রীত ॥" ৯ ॥**

**আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায়।**
**যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ॥ ১০ ॥**

ভগবান্ স্বতন্ত্র হইলেও ভক্তবশ ঃ—

**যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু, নহে নিবারণ।**
**ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥ ১১ ॥**

৩য় বর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভু-দর্শনেচ্ছা ঃ—

**তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।**
**নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥ ১২ ॥**

প্রবীণ অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে সকলের গমন ও অদ্বৈতের পুরী-যাত্রা ঃ—

**সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।**
**প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥ ১৩ ॥**

প্রভুর নিষেধ-সত্ত্বেও প্রভু-প্রেমিক নিতাইর প্রভু-দর্শনার্থ পুরী-যাত্রা ঃ—

**যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।**
**নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৪ ॥**

**তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।**
**নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ১৫ ॥**

গৌড়ীয়গণের যাত্রা ঃ—

**আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।**
**বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন ভাই ॥ ১৬ ॥**

পাণিহাটীর রাঘব, কুলীনগ্রামের সত্যরাজাদির গমন ঃ—

**রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাঞা।**
**কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥ ১৭ ॥**

খণ্ড হইতে নরহরি প্রভৃতির যাত্রা ঃ—

**খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।**
**সর্ব্বভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥ ১৮ ॥**

সকলের তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালক পথজ্ঞ শিবানন্দ ঃ—

**শিবানন্দ-সেন করে ঘাটি সমাধান।**
**সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥ ১৯ ॥**

**সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসা-স্থান।**
**শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥ ২০ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। গৌড়োদ্যানে স্বীয় দর্শনামৃত-সেচনদ্বারা গৌররূপ পর্জ্জন্য ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকসঙ্ঘরূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন।

### অনুভাষ্য

১। গৌরমেঘঃ (শ্রীগৌরজলধরঃ) স্বালোকনামৃতৈঃ (নিজদর্শনসুধাভিঃ) গৌড়োদ্যানং (গৌড়দেশরূপম্ উদ্যানং) সিঞ্চন্ (বর্ষন্) ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ (সংসারদাব-বহ্নিনা দগ্ধাঃ যাঃ জনতাঃ লোকপুঞ্জাঃ তা এব বীরুধঃ লতাঃ তাঃ) সমজীবয়ৎ (জীবয়ামাস)।

১৯। ঘাটি-সমাধান—অর্থকৃচ্ছ্রতা-পূরণ, অথবা নির্দ্দিষ্ট পথ ও নদীঘাটের যাত্রিগণের প্রদেয় 'কর'-প্রদান।

প্রভুদর্শনে বৈষ্ণবগৃহিণীগণের গমন—

(১) অদ্বৈতপত্নীর যাত্রা ঃ—

**সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ।**
**চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥ ২১ ॥**

(২) শ্রীবাস-পত্নী এবং (৩) শিবানন্দ-পত্নীর যাত্রা ঃ—

**শ্রীবাস-পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী ।**
**শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥ ২২ ॥**

শিবানন্দ-পুত্র চৈতন্যদাসের যাত্রা ঃ—

**শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্যদাস ।**
**তেঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥ ২৩ ॥**

(৪) চন্দ্রশেখর-পত্নীর যাত্রা ঃ—

**আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ।**
**তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥ ২৪ ॥**

প্রভু-সেবার্থে সঙ্গে প্রভুপ্রিয় দ্রব্যাদি-গ্রহণ ঃ—

**সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ।**
**প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥ ২৫ ॥**

শিবানন্দের সর্ব্বকার্য্য-সম্পাদন ঃ—

**শিবানন্দ-সেন করে সব সমাধান ।**
**ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা-স্থান ॥ ২৬ ॥**
**ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ।**
**পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥ ২৭ ॥**

রেমুণায় সকলের গোপীনাথ-দর্শন, মাধবপুরীর অনুসরণে অদ্বৈতের নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

**রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ-দরশন ।**
**আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন, নর্ত্তন ॥ ২৮ ॥**

পূর্ব্বপরিচয়হেতু সেবকগণের নিত্যানন্দকে অভিনন্দন ঃ—

**নিত্যানন্দের পরিচয় সব লোক-সনে ।**
**বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥ ২৯ ॥**

সকলের তথায় রাত্রিযাপন ও ক্ষীরপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

**সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা ।**
**বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥ ৩০ ॥**
**ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ ।**
**ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥ ৩১ ॥**

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক শ্রীপুরীর, গোপালের এবং গোপীনাথের আগমন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

**মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ।**
**তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥ ৩২ ॥**

পূর্ব্ব-যাত্রায় মহাপ্রভুর মুখে শুনিয়া বর্ণন, ভক্তগণের হর্ষ ঃ—

**তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ।**
**মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥ ৩৩ ॥**
**সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ।**
**শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৪ ॥**

সকলের কটকে আগমন, সাক্ষিগোপাল-দর্শন ও নিতাইর সাক্ষিগোপাল-কাহিনী-বর্ণন ঃ—

**এইমত চলি' চলি' কটক আইলা ।**
**সাক্ষিগোপাল দেখি' সবে সে দিন রহিলা ॥ ৩৫ ॥**
**সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ।**
**শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥ ৩৬ ॥**

প্রভুদর্শন-ব্যগ্র সকলেরই দ্রুতগতিতে পুরীতে আগমন ঃ—

**প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তর ।**
**শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচল ॥ ৩৭ ॥**

গৌড়ীয়-ভক্তগণের আঠারনালায় আগমন-সংবাদ-শ্রবণে ভক্তাভ্যর্থনার্থ প্রভুর গোবিন্দহস্তে মালা-প্রেরণ ঃ—

**আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া ।**
**দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হস্ত দিয়া ॥ ৩৮ ॥**

নিতাই ও অদ্বৈতের মালা পরিধান ঃ—

**দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল ।**
**অদ্বৈত, অবধূত-গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥ ৩৯ ॥**

তথা হইতেই সকলের গমনমুখে নৃত্য-কীর্ত্তনারম্ভ ঃ—

**তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ।**
**নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥ ৪০ ॥**

---

### অনুভাষ্য

২৬। ঘাটিয়াল—পথের পরিদর্শক ; ইহারা যাত্রিগণের নিকট অন্যায়পূর্ব্বক অবৈধভাবে অধিক অর্থ সংগ্রহ করে ; শিবানন্দ তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়া অধিক দাবী ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেন।

৩২-৩৪। মহাপ্রভুর মুখে—মহাপ্রভু পূর্ব্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন (মধ্য ৪র্থ পঃ ১৮ সংখ্যা) ; শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতগৃহে কিছুদিন থাকিয়া তিনি নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দের সহিত নীলাচল-পথে রেমুণায় আসিয়া তাঁহাদিগকে—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, বৃন্দাবনের গিরিধারী গোপাল ও রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের আখ্যান বর্ণন করিয়াছিলেন (মধ্য, ৪র্থ পঃ ১৯-১৯০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৩৬। সাক্ষিগোপালের কথা—মধ্য, ৫ম পঃ ৮।১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩৮। আঠারনালা—শ্রীপুরুষোত্তম-নগরের প্রান্তভাগে সেতু-বিশেষ।

স্বরূপাদিদ্বারে প্রভুর পুনঃ মালা-প্রেরণ ঃ—

**পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণে ।**
**আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দনে ॥ ৪১ ॥**

নরেন্দ্র-সরোবরে মিলিয়া সকলকে মালাপ্রদান ঃ—

**নরেন্দ্র আসিয়া, তাঁহা সবারে মিলিলা ।**
**মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥ ৪২ ॥**

স্বয়ং সিংহদ্বারে আসিয়া সর্ব্বভক্তসহ প্রভুর মিলন ঃ—

**সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায় ।**
**আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥ ৪৩ ॥**

জগন্নাথ-দর্শনান্তে সর্ব্বভক্তসহ গৃহে গমন ঃ—

**সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন ।**
**সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥ ৪৪ ॥**

সকলকে বাণীনাথ ও কাশীমিশ্র-আনীত প্রসাদ-প্রদান ঃ—

**বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ।**
**স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥ ৪৫ ॥**

প্রত্যেককে পূর্ব্ববর্ষের অধ্যুষিত বাসস্থানাদি প্রদান ঃ—

**পূর্ব্ব-বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান ।**
**তাঁহা সবা পাঠাঞা করাইল বিশ্রাম ॥ ৪৬ ॥**

ভক্তগণের প্রভুসহ পুরীতে চারিমাস অবস্থান ঃ—

**এইমত ভক্তগণ রহিলা চারিমাস ।**
**প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥ ৪৭ ॥**

রথযাত্রা-কালে সকলের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

**পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল ।**
**সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥ ৪৮ ॥**

সত্যরাজাদির জগন্নাথকে প্রভুর আদিষ্ট পট্টডোরী-প্রদান ঃ—

**কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল ।**
**পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥ ৪৯ ॥**

রথাগ্রে নর্ত্তনান্তে সকলে উপবনে বিশ্রাম ঃ—

**বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে ।**
**বাপী-তীরে তাঁহা যাই' করিল বিশ্রামে ॥ ৫০ ॥**

রাঢ়ীয় বিপ্র কৃষ্ণদাসের প্রভুকে অভিষেক ও প্রভুর সুখ ঃ—

**রাঢ়ী এক বিপ্র, তেঁহো—নিত্যানন্দ-দাস ।**
**মহা-ভাগ্যবান্ তেঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥ ৫১ ॥**
**ঘট ভরি' প্রভুর তেঁহো অভিষেক কৈল ।**
**তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল ॥ ৫২ ॥**

সকলের বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ-সম্মান ঃ—

**বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল ।**
**সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥ ৫৩ ॥**

সকলের হেরা-পঞ্চমী-যাত্রা-দর্শন ঃ—

**পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন ।**
**হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥ ৫৪ ॥**

ঝড়বৃষ্টিমধ্যে প্রভুর একাকী অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণ ঃ—

**আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।**
**তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥ ৫৫ ॥**

চৈতন্যভাগবতে উহা বর্ণিত ঃ—

**বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ।**
**শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥ ৫৬ ॥**

মালিনীদেবীর প্রভু-সেবা ঃ—

**প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ।**
**'ভক্ত্যে দাসী'-অভিমান, 'স্নেহেতে জননী' ॥ ৫৭ ॥**

চন্দ্রশেখরের প্রভু-সেবা ঃ—

**আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ।**
**মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥**

চাতুর্ম্মাস্যান্তে নিতাইসহ গোপনে যুক্তি ঃ—

**চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা ।**
**কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥ ৫৯ ॥**

অদ্বৈতের রহস্যময়ী তর্জ্জা-পঠন ঃ—

**আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে ।**
**আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥ ৬০ ॥**

প্রভু তর্জ্জার বক্তব্য স্বীকার করায় অদ্বৈতের আনন্দ ঃ—

**তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন ।**
**অঙ্গীকার জানি' আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥ ৬১ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫০। বাপী—ইঁদারা (?), জলাশয়।

৫৫-৫৬। চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৮ম অঃ—একদিন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে করিলেন,—'যদি অন্য কোন সন্ন্যাসী প্রভুর সঙ্গে না আইসেন, তবে প্রভুকে ভাল করিয়া খাওয়াইব।' অন্যান্য সন্ন্যাসিসকল মধ্যাহ্ন-ক্রিয়ায় বাহির হইয়াছেন, এমন সময় ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা আসিতে না পারায়, প্রভু একক আসিয়া শ্রীঅদ্বৈতের অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিলেন।

৬০। তর্জ্জা—পয়ারাদি ছন্দোময় কথা, যাহা অন্য লোকে সহজে বুঝিতে পারে না।

### অনুভাষ্য

৫০। উদ্যানে—জগন্নাথবল্লভে ; বাপীতীরে—নরেন্দ্র-সরোবরতটে।

গৌর ও অদ্বৈতের পরস্পর সংলাপাদি—অন্যের অবোধ্য ;
প্রভুর অদ্বৈতকে বিদায় দান ঃ—

**কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল।**
**আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥ ৬২ ॥**

নিতাইকে প্রতি বর্ষে পুরীতে না আসিয়া গৌড়ে
নাম-প্রেম-প্রচারার্থ আদেশ ঃ—

**নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—"শুনহ শ্রীপাদ।**
**এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥ ৬৩ ॥**
**প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।**
**গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥ ৬৪ ॥**

নিতাইর দ্বারে প্রভুর দুষ্কর-কর্ম্ম-সম্পাদন ঃ—

**তাঁহা সিদ্ধি করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে।**
**আমার 'দুষ্কর' কর্ম্ম, তোমা হৈতে হয়ে ॥" ৬৫ ॥**

মহাপ্রভুর ভক্ত প্রভু-নিত্যানন্দ ঃ—

**নিত্যানন্দ কহে,—"আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ'।**
**'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত' প্রমাণ ॥ ৬৬ ॥**
**অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।**
**যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥" ৬৭ ॥**

নিতাই ও অন্যান্য সকল ভক্তকেই বিদায়-দান ঃ—

**তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন।**
**এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥ ৬৮ ॥**

সত্যরাজাদির পূর্ব্ববর্ষবৎ প্রভুকে স্বকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

**কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।**
**"প্রভু, আজ্ঞা কর,—কর্ত্তব্য আমার সাধন ॥" ৬৯ ॥**

প্রভুর উত্তর ঃ—

**প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।**
**দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥" ৭০ ॥**

সত্যরাজাদির প্রভুকে 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

**তেঁহো কহে,—"কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ?"**
**তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥ ৭১ ॥**

প্রভুর 'মধ্যম-বৈষ্ণব'-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

**"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।**
**সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥" ৭২ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬২। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তর্জ্জাদ্বারাই বা কি প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীশচীনন্দনের হাস্যেই বা কি অর্থ হইল,—তাহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

৬৪-৬৫। গৌড়দেশে মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিতে শ্রীপ্রভু-নিত্যানন্দ বিনা আর কেহই আ-চণ্ডালে নাম-প্রেম-দানরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন না।

৬৬-৬৭। নিত্যানন্দ কহিলেন,—আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ' ; এই দুইবস্তু কখনও পৃথক্ নয় ; তবে তুমি—নীলাচলে এবং আমি—গৌড়ে, এইরূপ যে পৃথক্ অবস্থান, সে কেবল তোমার অচিন্ত্যশক্তিতেই ঘটে।

### অনুভাষ্য

৭২। যে-বৈষ্ণবের মুখে 'নিরন্তর' শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'কোমলশ্রদ্ধ সকৃৎকৃষ্ণনামোচ্চারণকারী কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 'মধ্যম ভাগবত' বলিয়া জানিবে,—তাঁহার চরণ ভজন করিবে। শ্রীরূপগোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—'প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্" অর্থাৎ মধ্যমাধিকারী ভাগবতের পরস্পরের প্রতি 'প্রণাম'রূপ ব্যবহার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। নিরন্তর,—'অন্তর' অর্থাৎ ব্যবধান যাহাতে নাই। অন্তর বা ব্যবধান—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও শৈথিল্য-রূপ চেতন-বৃত্তিচালন-রাহিত্য অর্থাৎ জাড্য ; যথা শ্রীরূপপ্রভু (ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।"

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৯-৭৫। কুলীনগ্রামীর পূর্ব্ব-বৎসরের প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ 'যাঁর মুখে একবার শুনি কৃষ্ণনাম' ইত্যাদি শুনিয়াও কুলীনগ্রামী এবার আবার সেই প্রশ্ন করিলে, প্রভু কহিলেন,—যাঁহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনিতে পাও তাঁহাকে 'বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ' জানিয়া তাঁহার চরণ নিরন্তর ভজন কর। পরবর্ত্তিবর্ষে কুলীনগ্রামিগণ সেই একই প্রশ্ন করিলে, প্রভু-সেবার উত্তর করিলেন,—যাঁহাকে দর্শন করিবা-মাত্র দর্শকের মুখে কৃষ্ণনাম সহজে আইসে, তাঁহাকে তুমি

### অনুভাষ্য

অথবা, 'অন্তর'-শব্দে—'দেহ' (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি), 'দ্রবিণ' (অশুক্ল অর্থ-সংগ্রহচেষ্টা), 'জনতা' (অসৎসঙ্গ বা দুঃসঙ্গ), 'লোভ' (জিহ্বা-লাম্পট্য বা লৌল্য) এবং পাষণ্ডতা (বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, পিত্তল প্রভৃতি 'ধাতু'-বুদ্ধি, গুরুতে 'মর্ত্ত্য'বুদ্ধি, বৈষ্ণবে 'জাতি' বা 'পার্থিব'-বুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদকে সামান্য 'জল'-বুদ্ধি, বিষ্ণুর নাম-মন্ত্রে বা বৈষ্ণবের সদ্গুরুদত্ত নামে 'জাগতিক শব্দ-সামান্য'বুদ্ধি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুতে বা বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে এবং তাঁহাদের স্ব-স্ব-শক্তিবর্গকে অপর ত্রিগুণাশ্রিত দেবতাবৃন্দের সহিত সম-বুদ্ধি, ফলতঃ অনাত্মা বা অচিৎ-এর আশ্রয়ে অথবা অচিৎ হইতে আত্মা বা চেতনের উপলব্ধি-চেষ্টা, কিংবা অপ্রাকৃত বাস্তব-বস্তুকে প্রাকৃত, খণ্ড, ইন্দ্রিয়-পরিমেয় বস্তুর সমপর্য্যায়ে জ্ঞান ; অথবা, অপর কথায় বলিতে গেলে, দ্বৈতবুদ্ধিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে 'অনাত্মীয়' বলিয়া জ্ঞান)—এই সমস্তই অপরাধের জনক। ভক্তিসন্দর্ভে

পরে পুনরায় তাঁহাদের 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ-জিজ্ঞাসায় প্রভুর উত্তর ঃ—

**বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।**
**বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল ॥ ৭৩ ॥**

প্রভুর 'উত্তমাধিকারী বা মহাভাগবত'-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

**যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।**
**তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥ ৭৪ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক ত্রিবিধ অধিকারে বৈষ্ণব-লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

**ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ।**
**'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম' ॥ ৭৫ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

'বৈষ্ণব-প্রধান' বলিয়া জানিবে। এই প্রকার তিন বৎসরে তিনপ্রকার উত্তর বিচার করিয়া দেখিলে প্রভুর বাক্যে, 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' এবং 'বৈষ্ণবতম' এই তিনপ্রকার 'বৈষ্ণবে'র লক্ষণ পাওয়া যায়। এই তিনপ্রকার বৈষ্ণবের সেবাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। প্রভুর কথার তাৎপর্য্য এই যে,—যাঁহারা কেবল বৈষ্ণবী-দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ একবারও নিরপরাধে কৃষ্ণ-নাম করেন নাই, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবসেবা প্রযোজ্য নয় ; কেবল 'সুহৃৎ', 'অতিথি' বলিয়া তাঁহাকে সম্মান করা আবশ্যক।

### অনুভাষ্য

শ্রীজীবপ্রভুর উক্তি (২৬৫ সংখ্যায়)—"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতম্" ইত্যাদৌ দেহদ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশ অপরাধা লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্।" (ভাঃ ১১।২।৪৬)—"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।" সনাতন-শিক্ষায় মধ্য ২২শ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্। 'মধ্যম অধিকারী' সেই মহাভাগ্যবান্।। রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তিতরতম।" মধ্যম-ভাগবতের শ্রীনামে প্রীতি বর্দ্ধিত হওয়ায় শ্রীনামকে পরমপ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধন করিয়া ভগবানে 'প্রেম' স্থাপন করেন ; অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রীতিবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে 'অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস' বলিয়া বুঝিতে পারেন। আবার, কখনও কখনও শ্রীনামে অপেক্ষাকৃত স্বল্পরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাঁহার অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া কৃপা করেন। শুদ্ধভক্তে ও ভগবানে সম্পূর্ণ প্রীতিরহিত বিদ্বেষিজনকে, 'কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-স্বরূপানুভূতিরহিত আবৃত-চেতনবৃত্তি ও কেবল-প্রাকৃত' জানিয়া তাহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। মধ্যম অধিকারী শুদ্ধভক্তির উপাদান বা উপকরণগুলিকেও 'অপ্রাকৃত' বলিয়া বুঝিতে পারেন।

৭৪। যে-বৈষ্ণবকে দেখিলে দ্রষ্টার মুখে কৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই

পুণ্ডরীক ব্যতীত আর সকলেরই গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।**
**বিদ্যানিধি সে-বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥ ৭৬ ॥**

স্বরূপসহ পুণ্ডরীকের সখ্যভাব ঃ—

**স্বরূপ-সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি।**
**দুই-জনায় কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥ ৭৭ ॥**

প্রেমনিধির গদাধরকে পুনর্মন্ত্রদান ও 'ওড়ন-ষষ্ঠী' দর্শন ঃ—

**গদাধর-পণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।**
**ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥ ৭৮ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

৭৮। ওড়নষষ্ঠী—শীতাগমের প্রথম ষষ্ঠীকে 'ওড়নষষ্ঠী' বলে। সেইদিন জগন্নাথের অঙ্গে শীতবস্ত্র অর্পিত হয়। সেই শীতবস্ত্র—'মাড়ুয়া'-বসন অর্থাৎ তন্তুবায়ের মাড়যুক্ত অধৌত বসন। দেবতাকে 'মাড়ুয়া' বসন দেওয়ায় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি সে সম্বন্ধে একটু 'খুঁটিনাটী' প্রকাশপূর্ব্বক উৎকলভক্তদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা প্রকাশ করায়, তাহার উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

### অনুভাষ্য

আসে তাঁহাকে স্বরূপসিদ্ধ 'মহাভাগবত' বলিয়া জানিবে। তিনি সম্পূর্ণ উদ্বুদ্ধ, উদ্দীপিত বা অনাবৃত-চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট বা কৃষ্ণের অবিমিশ্র শুদ্ধপ্রেমসেবা-নিরত হওয়ায় সর্ব্বদা জাগ্রদবস্থায় অবস্থান করেন। তিনি ভগবজ্জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্বিত হওয়ায় সর্ব্বত্র কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণদর্শনকারী ; তাঁহার শ্রীমুখেই শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনাম সুষ্ঠুভাবে অনুক্ষণ কীর্ত্তিত হইতে থাকেন। তিনি স্বয়ং দিব্যনেত্র-বিশিষ্ট বলিয়া কৃষ্ণবিস্মৃতি বা কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত অপর জীবের নিমীলিত অজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া অর্থাৎ জাড্য হইতে মুক্ত করিয়া দিব্যনেত্র প্রদানপূর্ব্বক চেতনবৃত্তি-বিশিষ্ট করাইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে সমর্থ। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে' এবং মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৭৯ সংখ্যা—"লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে। তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।।" প্রভৃতি বাক্য ইঁহাদেরই সম্বন্ধে কথিত। শ্রীরূপ-গোস্বামী 'উপদেশামৃতে'—"শুশ্রূষয়া ভজন-বিজ্ঞমনন্যমন্য-নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা।" প্রভুর শ্রীমুখ-কথিত "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের সম্পূর্ণ আচরণকারী এবং মধ্য ৯ম পঃ ৩৬-৩৭ সংখ্যানুসারে তিনি আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ বা 'মহাভাগবত'—তিনিই শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনকারী। অতএব তাদৃশ জড়ীয় উচ্চাবচ-দর্শন-রহিত বা অন্য-নিন্দাদিশূন্য-হৃদয় ব্যক্তির নিকটই 'মধ্যম ভাগবত' সর্ব্বদা শ্রবণেচ্ছু হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সেবা করিয়া সন্তোষ বিধান করিলেই অবশেষে

পুণ্ডরীক ও জগন্নাথের মণ্ডময় বসনঘটিত বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

**জগন্নাথ পরে তথা 'মাড়ুয়া' বসন।**
**দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥ ৭৯ ॥**
**সেই রাত্র্যে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।**
**দুই-ভাই চড়া'ন তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥**

চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঃ—

**গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।**
**বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ৮১ ॥**

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন ও দর্শনাদি ঃ—

**এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।**
**প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥ ৮২ ॥**

তন্মধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ বিশেষ ঘটনা-বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

**তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।**
**বিস্তারিয়া তাহা শেষ করিব নিঃশেষ ॥ ৮৩ ॥**

ভক্তসঙ্গে ৪ বৎসর নীলাচল-লীলা, ২ বৎসর দক্ষিণ-যাতায়াত ঃ—

**এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।**
**দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥ ৮৪ ॥**

বৃন্দাবনে যাইতে প্রভুর দুই বৎসর যাবৎ ইচ্ছা,
কিন্তু রায়ের চেষ্টায় নিরস্ত ঃ—

**আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।**
**রামানন্দ-হঠে প্রভু না পরে চলিতে ॥ ৮৫ ॥**

৫ম বৎসরে গৌড়ীয়-ভক্তগণের রথদর্শনান্তে
গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।**
**রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥ ৮৬ ॥**

ভট্ট ও রায়-সমীপে প্রভুর গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবন-
গমনে সম্মতি-প্রার্থনা ঃ—

**তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।**
**আলিঙ্গন করি' কহে মধুর-বচনে ॥ ৮৭ ॥**
**"বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।**
**তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥ ৮৮ ॥**
**অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।**
**তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥ ৮৯ ॥**

গৌড়দেশে প্রভুর পূজ্যবস্তুদ্বয়—(১) শচীদেবী ও
(২) গঙ্গাদেবী ঃ—

**গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়'।**
**'জননী' 'জাহ্নবী',—এই দুই দয়াময় ॥ ৯০ ॥**
**গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।**
**তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥" ৯১ ॥**

ভট্ট ও রায়ের সম্মতি, কিন্তু বর্ষাহেতু বিজয়া-দশমী
পর্য্যন্ত অপেক্ষার্থ অনুরোধ ঃ—

**শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।**
**প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥ ৯২ ॥**
**দুঁহে কহে,—"এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।**
**বিজয়া-দশমী আইলে, অবশ্য চলিবা ॥" ৯৩ ॥**

প্রভুর বর্ষা-যাপন ও বিজয়া-দশমী-দিবসে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

**আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।**
**বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥ ৯৪ ॥**

সঙ্গে জগন্নাথের প্রসাদাদি গ্রহণ ঃ—

**জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিল।**
**কড়ার চন্দন, ডোর, সব সঙ্গে লৈল ॥ ৯৫ ॥**

প্রভাতে যাত্রা, পুরীবাসি-ভক্তগণের প্রভুকে অনুসরণ ঃ—

**জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।**
**উড়িয়া-ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা ॥ ৯৬ ॥**

পুরীবাসি-ভক্তগণকে নিবারণান্তে সঙ্গি-ভক্তগণসহ
ভবানীপুরে গমন ঃ—

**উড়িয়া-ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা।**
**নিজগণ-সঙ্গে প্রভু 'ভবানীপুর' আইলা ॥ ৯৭ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, ১০ম ও ১১শ অঃ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ভবানীপুর—জান্‌কাদেইপুর অর্থাৎ জানকীদেবীপুরের অগ্রে 'ভবানীপুর'।

## অনুভাষ্য

তৎকৃপা-প্রভাবে সেই মধ্যমাধিকারীই 'উত্তমাধিকারী' হইবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন। ভাঃ ১১।২।৪৫—"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।।" 'সনাতন-শিক্ষা'য় মধ্য ২২ পঃ—"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী। 'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী।। শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। 'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার।।" 'ভগবান্', 'ভক্তি' ও 'ভক্ত'—এই ত্রিবিধ বস্তুতে মহাভাগবতের অপ্রাকৃত অসঙ্কুচিত প্রেমময়ী দৃষ্টি ; তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন দর্শন নাই—"সবে কৃষ্ণ ভজে,—এই মাত্র জানে"। সুতরাং তিনি কৃষ্ণেরই স্বাঙ্গীকৃত বস্তু।

৭৮। চৈতন্যভাগবেত অন্ত্য একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮০-৮১। বলাই—শ্রীবলরাম ; আচার্য্য—আচার্য্যনিধি।

৮৫। হঠ—বল-প্রয়োগ ; প্রসভ।

৯৪। পয়ান—প্রয়াণ ; যাত্রা ।

রায়ের পশ্চাদাগমন, বাণীনাথের প্রসাদ-প্রেরণ ঃ—

**রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ।**
**বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাঞা ॥ ৯৮ ॥**

তথায় রাত্রি-যাপন, প্রাতে ভুবনেশ্বরে আগমন ঃ—

**প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা ।**
**প্রাতঃকালে চলি' প্রভু 'ভুবনেশ্বর' আইলা ॥ ৯৯ ॥**

তথা হইতে কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল-দর্শন ঃ—

**'কটকে' আসিয়া কৈল 'গোপাল' দরশন ।**
**স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১০০ ॥**

প্রভুর ভক্তগণকে রায়ের নিমন্ত্রণ, উপবনে প্রভুর স্থান ঃ—

**রামানন্দ-রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল ।**
**বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥ ১০১ ॥**

বৃক্ষতলে প্রভুর বিশ্রামকালে প্রতাপরুদ্রকে রায়ের সংবাদ-দান ঃ—

**ভিক্ষা করি' বকুলতলে করিলা বিশ্রাম ।**
**প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥ ১০২ ॥**

রাজার তৎক্ষণাৎ আগমন এবং প্রভুকে প্রণাম ও স্তুতি ঃ—

**শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা ।**
**প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥ ১০৩ ॥**
**পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল ।**
**স্তুতি করে, পুলকাঙ্গে পড়ে অশ্রুজল ॥ ১০৪ ॥**

রাজার শুদ্ধভক্তিদর্শনে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

**তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ।**
**উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১০৫ ॥**
**পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম ।**
**প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥ ১০৬ ॥**

রায়ের রাজাকে প্রবোধ-দান, প্রভুর অ-মায়ায় তাঁহাকে কৃপা ঃ—

**সুস্থ করি, রামানন্দ রাজারে বসাইলা ।**
**কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥ ১০৭ ॥**

তদবধি প্রভুর নাম—"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" ঃ—

**ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায় ।**
**"প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা" নাম হৈল যায় ॥ ১০৮ ॥**

পরিকরগণের প্রভু-বন্দন, রাজার প্রভুসমীপে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

**রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ।**
**রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥ ১০৯ ॥**

নিজরাজ্যে রাজার ঘোষণা-পত্র-প্রচার ঃ—

**বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল ।**
**নিজ-রাজ্যে যত 'বিষয়ী', তাহারে পাঠাইল ॥ ১১০ ॥**
**'গ্রামে-গ্রামে' নূতন আবাস করিবা ।**
**পাঁচ-সাত গৃহ সব সামগ্র্যে ভরিবা ॥ ১১১ ॥**
**আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ।**
**রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥" ১১২ ॥**

দুই মহাপাত্রকে আদেশ ঃ—

**দুই মহাপাত্র,—'হরিচন্দন', 'মঙ্গরাজ' (?) ।**
**তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—"করিহ সর্ব্ব কায ॥ ১১৩ ॥**
**এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদীতীরে ।**
**যাঁহা স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥ ১১৪ ॥**

রাজার গভীর গৌরপ্রেম ঃ—

**তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি' ।**
**নিত্য স্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি ॥ ১১৫ ॥**

রামানন্দকে প্রভু-সমীপে যাইতে অনুরোধ ঃ—

**চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস ।**
**রামানন্দ, যাহ তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥" ১১৬ ॥**

সন্ধ্যায় স্ত্রীগণের প্রভুর গমন-দর্শন ঃ—

**সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল ।**
**হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥ ১১৭ ॥**

সন্ধ্যায় প্রভুর কটক হইতে যাত্রা ঃ—

**প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা ।**
**সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥ ১১৮ ॥**

মহানদীতে স্নান, রাণীগণের প্রণাম ঃ—

**'চিত্রোৎপলা-নদী' আসি' ঘাটে কৈল স্নান ।**
**মহিষীসকল দেখে করয়ে প্রণাম ॥ ১১৯ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। বিষয়ী—যে রাজকর্ম্মচারী গ্রামের তহশীল আদায় করে।

১১৬। চতুর্দ্বার—কটক হইতে মহানদী পার হইয়া চতুর্দ্বার-গ্রামে যাওয়া যায় ; তাহাকেই সাধারণতঃ 'চৌদার' বলে।

১১৯। চিত্রোৎপলা-নদী—কটক হইতে যে-স্থানে মহানদীকে পাওয়া যায়, তাহাকে 'চিত্রোৎপলা-নদী' বলে। উৎকল-পণ্ডিতগণ কোন তন্ত্র হইতে এই কথাটি বলিয়া থাকেন,—'কলৌ চিত্রোৎপলা গঙ্গা।'

### অনুভাষ্য

৯৫। কড়ার—পিঙ্গলবর্ণ, প্রলেপ (?) ; ডোর—রজ্জু।

১০৬। স্নান—স্নাত।

১০৮। যায়—যাহাতে, যে জন্য।

১১৩। মঙ্গরাজ—'মরদরাজ' (?)।

প্রভুদর্শনে সকলের ভাবাবেশ ঃ—

**প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময় ।**
**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥ ১২০ ॥**

অদ্ভুত করুণা-বিগ্রহ ঃ—

**এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ।**
**কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥ ১২১ ॥**

নদী অতিক্রমণান্তে চতুর্দ্বারে আসিয়া প্রত্যহ পড়িছা-প্রেরিত জগন্নাথের প্রসাদ-সেবন ঃ—

**নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার ।**
**জ্যোৎস্নাবতী রাত্র্যে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥ ১২২ ॥**
**রাত্র্যে তথা রহি' প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল ।**
**হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥ ১২৩ ॥**
**রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে ।**
**বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥ ১২৪ ॥**
**স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি' ।**
**উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি' 'হরি' 'হরি' ॥ ১২৫ ॥**

সঙ্গে রায়প্রমুখ তিনজন রাজকর্ম্মচারী ঃ—

**রামানন্দ, মঙ্গরাজ (?) , শ্রীহরিচন্দন ।**
**সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥ ১২৬ ॥**

প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার প্রধান সঙ্গিগণ ঃ—

**প্রভুসঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর ।**
**জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥ ১২৭ ॥**
**হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ।**
**গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত-দামোদর ॥ ১২৮ ॥**
**রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ।**
**প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন ॥ ১২৯ ॥**

তিলার্দ্ধ প্রভুবিচ্ছেদ-কাতর গদাধরের অতুলনীয় গৌরপ্রেম ঃ—

**গদাধর-পণ্ডিত তবে সঙ্গেতে চলিলা ।**
**'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ'—প্রভু নিষেধিলা ॥ ১৩০ ॥**

প্রভুর সঙ্গলোভে ধামবাসরূপ ক্ষেত্রসন্ন্যাস-ত্যাগেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

**পণ্ডিত কহে,—"যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল ।**
**ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥" ১৩১ ॥**

প্রভুসঙ্গ-লোভে সেবা-পরিত্যাগ ও সেবা-প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনেও পণ্ডিত অবিচলিত ঃ—

**প্রভু কহে,—"ইঁহা কর গোপীনাথ-সেবন ।"**
**পণ্ডিত কহে,—"কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥"১৩২॥**

নিজ ভাবি কলঙ্কাশঙ্কা দেখাইয়া প্রভুর পুরী হইতেই পণ্ডিতকে তৎপশ্চাদনুসরণে নিবারণ ঃ—

**প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ ।**
**ইঁহা রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥" ১৩৩ ॥**

গদাধরের অভিমান ঃ—

**পণ্ডিত কহে,—"সব দোষ আমার উপর ।**
**তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥ ১৩৪ ॥**
**আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি' ।**
**'প্রতিজ্ঞা'-'সেবা'-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী ॥"১৩৫॥**

পুরী হইতে কটকে আসিয়া প্রভুর পণ্ডিতকে নিকটে আহ্বান ঃ—

**এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা ।**
**কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥ ১৩৬ ॥**

গদাধরের কেবলা-গৌরপ্রীতি ঐশ্বর্য্যমুগ্ধের বোধাতীত ঃ—

**পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায় ।**
**'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥ ১৩৭ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩০। ক্ষেত্রসন্ন্যাস,—যাঁহারা স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ (বিষ্ণু) তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বা নবদ্বীপ-ধামে অথবা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। এই আশ্রমই কলিকালের উপযুক্ত 'বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম'। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এইরূপ 'ক্ষেত্রসন্ন্যাস' উক্ত হইয়াছে।

১৩৫। শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেবায় জীবন যাপন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। প্রভুর সঙ্গে গৌড়দেশে যাইতে হইলে সেই 'প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-দোষ' এবং 'সেবা-ত্যাগ-দোষ'—এই দুইটী দোষ হয় ; অনুরাগমার্গে এই সকল দোষ মহাত্মগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

## অনুভাষ্য

১১৬। নব্য বাস—নূতন বাসোপযোগী গৃহ।

১৩৪। একেশ্বর—অদ্যাপি চট্টগ্রাম-বিভাগে 'একাকী' অর্থে 'একেশ্বর' কথার অপভ্রংশ 'অশ্বর' কথাটী প্রচলিত।

জীবনে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবনরূপ প্রতিজ্ঞা বিফল করাইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গলোভে ভগবৎ-সেবাকেও অতি অনায়াসেই হেলায় ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীগদাধরের শ্রীগৌরাঙ্গপ্রীতি তাঁহারই সমান মর্ম্মী, অন্তরঙ্গ বান্ধব ব্যতীত অপর কোন ভক্তেরই বোধগম্য নহে।

প্রভুর অন্তরে সন্তোষ হইলেও বাহিরে কৃত্রিম-কোপোক্তি ঃ—

**তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ ।**
**তাঁহার হাতে ধরি' কহে করি' প্রণয়-রোষ ॥ ১৩৮ ॥**

এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি, অতঃপর পণ্ডিতকে পুরীতে গিয়া গোপীনাথ-সেবনার্থ শপথ-প্রদান ঃ—

**" 'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ' ।**
**সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥ ১৩৯ ॥**

ভক্তের কৃষ্ণসুখদান ও কৃষ্ণের ভক্তসুখদান ঃ—

**আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ নিজ-সুখ ।**
**তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥ ১৪০ ॥**
**মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল ।**
**আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥" ১৪১ ॥**

প্রভুর নৌকারোহণ, পণ্ডিতের মূর্চ্ছা ঃ—

**এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ।**
**মূর্চ্ছিত হঞা তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥ ১৪২ ॥**

পণ্ডিতকে লইয়া যাইতে সার্ব্বভৌমকে প্রভুর আদেশ ঃ—

**পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা ।**
**ভট্টাচার্য্য কহে,—"উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥ ১৪৩ ॥**

পণ্ডিতকে ভট্টের প্রবোধ দান ঃ—

**তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ-প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ।**
**ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥ ১৪৪ ॥**

ভক্ত-প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ ভগবানের স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৯।৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥১৪৫

প্রভুকর্ত্তৃক পণ্ডিতের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ঃ—

**এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ।**
**তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥" ১৪৬ ॥**

পণ্ডিতকে লইয়া ভট্টের পুরীতে আগমন ঃ—

**এইমত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা ।**
**দুইজনে শোকাকুল নীলাচল আইলা ॥ ১৪৭ ॥**

কৃষ্ণার্থে ভক্তের অনায়াসে স্বধর্ম্মত্যাগ, কৃষ্ণের তাহাতে ঋণ ঃ—

**প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ।**
**ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না যায় সহন ॥ ১৪৮ ॥**

ভগবদ্বিরহে ভক্তের কাতরতাই স্বাভাবিকী, কিন্তু ভক্তবিরহে ভগবানের কাতরতাই 'প্রেমবিবর্ত্ত' ; তৎশ্রবণে জীবের চৈতন্য লাভ ঃ—

**'প্রেমের বিবর্ত্ত' ইহা শুনে যেই জন ।**
**অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥ ১৪৯ ॥**

যাজপুরে মহাপাত্রদ্বয়কে প্রভুর বিদায়-প্রদান ঃ—

**দুই রাজপাত্র যেই প্রভুসঙ্গে যায় ।**
**'যাজপুর' আসি' প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥ ১৫০ ॥**

---

### অনুভাষ্য

১৪৫। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমাগত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট ভাগবতধর্ম্ম ও অন্যান্য সাধারণ-ধর্ম্ম বর্ণন করিবার পর ইচ্ছামৃত্যু মহাভাগবত ভীষ্মদেব, উত্তরায়ণকাল আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া, স্বীয় মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া সম্মুখবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

স্বনিগমম্ (অস্ত্রধারণং বিনৈব পাণ্ডবান্ রক্ষয়িষ্যামীতি নিজ-প্রতিজ্ঞাম্) অপহায় (পরিত্যজ্য) মৎপ্রতিজ্ঞাং (শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি সঙ্কল্পম্) ঋতং (সত্যম্) অধি (অধিকং) কর্ত্তুং রথস্থঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] অবপ্লুতঃ (সহসা অবতীর্ণঃ সন্ এব) ধৃত-রথচরণঃ (ধৃতং রথচরণং চক্রং যেন সঃ) চলদ্গুঃ (সংরম্ভেণ চলন্তী কম্পমানা গৌঃ ধরা যস্মাৎ সঃ) গতোত্তরীয়ঃ (গতং পথি পতিতম্ উত্তরীয়ং তেনৈব সংরম্ভেণ যস্য সঃ) ইভং (গজং) হন্তুং (বিনাশয়িতুং) হরিঃ (সিংহঃ) ইব অভ্যয়াৎ (অগ্রতঃ অধাবৎ), [সঃ মে পতির্ভূয়াৎ ইতি পরেণান্বয়ঃ]।

১৫০। যাজপুর—কটক-জেলার একটী মহকুমা, বৈতরণী-নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত ; বামকূলে ঋষিগণের যজ্ঞ-কার্য্য

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—কৃষ্ণ-চন্দ্র এই নিজপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাই অধিক সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক ত্যক্তোত্তরীয় হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।

### অনুভাষ্য

হইতে এইস্থানের নাম 'যাজপুর' হইয়াছে ; কাহারও মতে 'যযাতি-নগর' হইতে যাজপুর' নাম হইয়াছে। মহাভারত বন-পর্ব্বে ১১৪ অঃ—"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী। যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ। অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে।।" এখানে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি আছেন; তন্মধ্যে শ্রীবরাহদেবের মূর্ত্তিই বিশেষ পূজ্য। শক্তির উপাসকগণ 'বারাহী', 'বৈষ্ণবী' ও 'ইন্দ্রাণী' প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করেন। আবার, অনেকগুলি শিবমূর্ত্তি ও দশাশ্বমেধ-ঘাট আছেন। এইস্থানকে 'নাভিগয়া', 'বিরজা-ক্ষেত্র' প্রভৃতি সংজ্ঞাও দেওয়া হয়।

সঙ্গী রায়ের সহিত প্রভুর সর্ব্বদা কৃষ্ণকথালাপ ঃ—

**প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।**
**কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥ ১৫১ ॥**

রাজাদেশে প্রতিগ্রামে রাজ-কর্ম্মচারিগণের প্রভুকে অভ্যর্থনা ঃ—

**প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।**
**নব্য-গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥ ১৫২ ॥**

রেমুণায় (?) রায়কে বিদায়-প্রদান ঃ—

**এইমত চলি' প্রভু 'রেমুণা' আইলা।**
**তথা হৈতে রামানন্দ-রায়ে বিদায় দিলা ॥ ১৫৩ ॥**

রায়ের মূর্চ্ছা, প্রভুর ক্রন্দন ঃ—

**ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।**
**রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৫৪ ॥**

রায়ের প্রভু-বিচ্ছেদ অবর্ণনীয় ঃ—

**রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।**
**কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥ ১৫৫ ॥**

উড়িষ্যা-সীমায় আগমন ; রাজকর্ম্মচারীর প্রভুসেবা ঃ—

**তবে 'ওড্রদেশ-সীমা' প্রভু চলি' আইলা।**
**তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥ ১৫৬ ॥**
**দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।**
**আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ ১৫৭ ॥**

প্রভুকে রাজকর্ম্মচারীর হিন্দু ও মোছলেম-রাজ্যসীমা-নির্দ্দেশ ও পথবিবরণ প্রদান ঃ—

**"মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।**
**তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥ ১৫৮ ॥**
**পিছলদা পর্য্যন্ত সব তাঁর অধিকার।**
**তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥ ১৫৯ ॥**

মোছলেম শাসকসহ সন্ধির পর প্রভুর গমন-বিষয়ে সহায়তা অঙ্গীকার ঃ—

**দিন কত রহ—সন্ধি করি' তাঁর সনে।**
**তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥" ১৬০ ॥**

মোছলেম শাসকের জনৈক গুপ্তচরের নিজ-স্বামিসকাশে প্রভু ও তৎসঙ্গিগণের ক্রিয়া ও মহিমা বর্ণন ঃ—

**সেই কালে সে যবনের এক অনুচর।**
**'উড়িয়া-কটকে' আইল করি' বেশান্তর ॥ ১৬১ ॥**
**প্রভুর সেই অদভুত চরিত্র দেখিয়া।**
**হিন্দু-চর কহে, সেই যবন-পাশ গিয়া ॥ ১৬২ ॥**
**"এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।**
**অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥ ১৬৩ ॥**
**নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।**
**সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৬৪ ॥**
**লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।**
**তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥ ১৬৫ ॥**
**সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।**
**'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায় ॥ ১৬৬ ॥**
**কহিবার কথা নহে,—দেখিলে সে জানি।**
**তাঁহার প্রভাবে তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানি ॥" ১৬৭ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৩। এইপ্রকারে মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে আসিতে আসিতে বালেশ্বরের নিকট রেমুণায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভদ্রক হইতে যে রামানন্দ-রায়কে বিদায় দিলেন ;—এইরূপ বর্ণন অনেক স্থানে আছে।

### অনুভাষ্য

১৫৩। তথা হৈতে—পাঠান্তরে, 'ভদ্রক হইতে' ; 'তথা হৈতে'-দ্বারা 'রেমুণা হইতে' বুঝাইলে, মধ্য ১ম পঃ ১৪৯ সংখ্যার লিখিত "রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত" পাঠের সহিত অমিল হয়। কাহারও মতে,—'রেমুণা' তৎকালে ভদ্রক-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল ; কিন্তু সে-বিষয়ে প্রমাণাভাব। কাহারও মতে,—পূর্ব্বোক্ত 'ভদ্রক'-স্থানে 'রেমুণা' পাঠ সঙ্গত ; কিন্তু ভদ্রক হইতে রায়ের ফিরিয়া যাওয়াই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'ভদ্রক'—'বালেশ্বর হইতে চারিযোজন দক্ষিণে অবস্থিত এবং 'রেমুণা'—প্রায় অর্দ্ধযোজন (৫ মাইল) পশ্চিমে অবস্থিত।

১৫৬। ওড্রদেশ-সীমা,—সুবর্ণরেখা-নদীই বঙ্গদেশ ও

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৯। পিছল্‌দা—তমলুকের নিকটবর্ত্তী রূপনারায়ণ-নদের ধারে পিছল্‌দা-নামক গ্রাম।

১৬১। উড়িয়া-কটক—উৎকল-দেশীয় রাজার রাজ্য-সীমায় যে 'সৈন্যকটক' অর্থাৎ ছাউনী ছিল, তাহাই 'উড়িয়া-কটক' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

### অনুভাষ্য

উৎকলের সীমা ; শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের পার্শ্ব দিয়া উহা উড়িষ্যায় প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে।

১৬১। করি' বেশান্তর—নিজে 'যবন' হইয়া যাবনিক-বেশের পরিবর্ত্তে হিন্দুর বেশ গ্রহণ করিয়া।

১৬২। চর—বিপক্ষের হউক বা প্রজাবর্গেরই হউক, গুপ্ত-ভাবে আভ্যন্তরীণ সকল কথা জানিয়া নিজ-পরিচয় গোপন করিয়া অন্য-পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি স্বীয় নিয়োগ বা প্রেরণকারীকে যথাযথ সংবাদ দেয়।

সেই গুপ্তচরের প্রেমাবেশ ঃ—

**এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায় ।**
**হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥ ১৬৮ ॥**

গুপ্তচরমুখে প্রভুর কথা-শ্রবণে মোছলেম শাসকের প্রভুসমীপে অমাত্য-প্রেরণ ঃ—

**এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল ।**
**আপন-'বিশ্বাস' উড়িয়া-স্থানে পাঠাইল ॥ ১৬৯ ॥**

অমাত্যের প্রভুপদ-বন্দনা ও প্রেমাবেশ ঃ—

**'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভু-চরণ বন্দিল ।**
**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥ ১৭০ ॥**

রাজকর্ম্মচারি-সমীপে তাহার কাতরভাবে নিবেদন ও সন্ধি প্রার্থনা ঃ—

**ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি' ।**
**"তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥ ১৭১ ॥**
**তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' এথাকে আসিয়া ।**
**যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥ ১৭২ ॥**
**বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, কর্য়াছে বিনয় ।**
**তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ-ভয় ॥" ১৭৩ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক মোছলেম-শাসকের চিত্ত-পরিবর্ত্তনে রাজকর্ম্মচারীর বিস্ময় ঃ—

**শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময় ।**
**"মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয় !! ১৭৪ ॥**
**আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল ।**
**দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥" ১৭৫ ॥**

মোছলেম শাসককে প্রভুদর্শনে সম্মতিদান ঃ—

**এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন ।**
**"ভাগ্য তাঁর—আসি' করুক প্রভু দরশন ॥ ১৭৬ ॥**
**প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হঞা ।**
**আসে তেঁহো পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লঞা ॥" ১৭৭ ॥**

অমাত্যের এই আনন্দ সংবাদ-দান, মোছলেমের ছদ্ম-হিন্দুবেশে প্রভুদর্শনার্থ আগমন ঃ—

**'বিশ্বাস' যাঞা তাঁহারে সকল কহিল ।**
**হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥ ১৭৮ ॥**
**দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া ।**
**দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥ ১৭৯ ॥**

প্রভুর নিকটে আসিয়া মোছলেমের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

**মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান ।**
**যোড়হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥ ১৮০ ॥**

স্বীয় মোছলেম-জন্মে ধিক্কার ও নির্ব্বেদোক্তি ঃ—

**"অধম যবনকুলে কেনে জন্মাইলে ।**
**বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইলে ॥ ১৮১ ॥**

প্রভুর পদপ্রাপ্তি ব্যতীত মৃত্যু-বাঞ্ছা ঃ—

**'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান ।**
**ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥" ১৮২ ॥**

তাহার খেদোক্তি-শ্রবণে রাজকর্ম্মচারীরও প্রভুস্তুতি ঃ—

**এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা ।**
**প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥ ১৮৩ ॥**

ভগবন্নামশ্রবণ-ফলেই অন্ত্যজেরও শুচিত্ব-লাভ ঃ—

**"চণ্ডাল—পবিত্র, যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে ।**
**হেন-তোমার এই জীব পাইল দরশনে ॥ ১৮৪ ॥**

ভগবদ্দর্শন-ফলে মোছলেমের উদ্ধার তত বেশী বিস্ময়কর নহে ঃ—

**ইঁহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময় ?**
**তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥" ১৮৫ ॥**

ভগবন্নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণেই অন্ত্যজেরও শুদ্ধি, সাক্ষাৎ দর্শনে ত' কথাই নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-যৎপ্রহ্বনাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥১৮৬

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৯। বিশ্বাস—গৌড়দেশীয় যবনরাজার 'বিশ্বাসখানা' বলিয়া একটী 'দপ্তর' ছিল ; তাহাতে অত্যন্ত বিশ্বস্ত কায়স্থগণই কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজার যখন যেখানে প্রধান কার্য্য পড়িত, তথায়ই কায়স্থ 'বিশ্বাস'গণ প্রেরিত হইতেন।

১৮৬। হে ভগবন্, যাঁহার নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, উচ্চারণ ও স্মরণ করিবামাত্র চণ্ডাল ও যবন-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও সবন-যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কি না হয় ?

### অনুভাষ্য

১৮৬। শ্রীকপিলদেবের মুখে শুদ্ধভক্তিযোগ-শ্রবণে মাতা দেবহূতির মোহাবরণ দূরীভূত হইলে তিনি শুদ্ধ সাংখ্যজ্ঞান-প্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীকপিলদেবকে স্তব করিতেছেন ঃ—

হে ভগবন্, ক্বচিৎ যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ (যস্য ভগবতঃ তব নাম্নঃ আদৌ শ্রবণম্, অনু তদনন্তরং কীর্ত্তনঞ্চ তস্মাৎ), যৎপ্রহ্বণাৎ (যস্য তব শিরসা নমস্কারাৎ), যৎস্মরণাৎ (যস্য তব ভগবতঃ স্মরণেন ) চ শ্বাদঃ (সর্ব্বাধমশ্বপচকুলোদ্ভূতঃ) অপি সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) সবনায় (সোমযাগায়) কল্পতে (যোগ্যো

মোছলেম-শাসককে কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম-গ্রহণে আদেশ ঃ—

**তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি'।**
**আশ্বাসিয়া কহে,—"তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১৮৭ ॥**

ম্লেচ্ছ শাসকের পাপ-মোচন ও প্রভুর সেবা-যাচ্ঞা ঃ—

**সেই কহে,—"মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার।**
**এক আজ্ঞা দেহ,—সেবা করি যে তোমার ॥ ১৮৮ ॥**
**গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা কর্য়াছি অপার।**
**সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥" ১৮৯ ॥**

লৌকিক-লীলাভিনয়কারী প্রভুর জন্য মুকুন্দের যাত্রা-পথে সহায়তা-প্রার্থনা ঃ—

**তবে মুকুন্দ দত্ত কহে,—"শুন, মহাশয়।**
**গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥ ১৯০ ॥**
**তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার।**
**এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥" ১৯১ ॥**

ম্লেচ্ছ-শাসকের স্বীকার ও সদৈন্যে সকলকে প্রণামান্তে বিদায়-গ্রহণ ঃ—

**তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।**
**সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হঞা ॥ ১৯২ ॥**

রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার মিলন ও বন্ধুত্ব ঃ—

**মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি।**
**অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥ ১৯৩ ॥**

ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক প্রাতে প্রভুর যাত্রার সহায়তা-বিধান, প্রভুকে সগৌরবে আহ্বান ঃ—

**প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাঞা।**
**প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাঞা ॥ ১৯৪ ॥**

রাজকর্ম্মচারিসঙ্গে প্রভুর গমন ও ম্লেচ্ছের প্রভু-বন্দন ঃ—

**মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে।**
**ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ-বন্দনে ॥ ১৯৫ ॥**

সর্ব্বসুবিধা-বিশিষ্ট করিয়া একটী নূতন নৌকা-প্রদান ঃ—

**এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।**
**স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥ ১৯৬ ॥**

রাজকর্ম্মচারীকে প্রভুর নদীতটে বিদায়-দান, তাহার ক্রন্দন ঃ—

**মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।**
**কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি' যায় ॥ ১৯৭ ॥**

প্রভুভক্ত সেই ম্লেচ্ছের প্রভুরক্ষা-বিধানপূর্ব্বক 'মন্ত্রেশ্বর'-নদ পার হইয়া 'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত গমন ঃ—

**জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।**
**দশ নৌকা ভরি' সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ ১৯৮ ॥**
**'মন্ত্রেশ্বর'-দুষ্টনদে পার করাইল।**
**'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥ ১৯৯ ॥**

পিছল্‌দায় তাঁহাকে বিদায়-দান, তাঁহার অদ্ভুত আর্ত্তি ঃ—

**তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।**
**সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥ ২০০ ॥**

চৈতন্যলীলা-শ্রবণকারীই সার্থকজন্মা ঃ—

**অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।**
**যেই ইহা শুনে তাঁর জন্ম, দেহ—ধন্য ॥ ২০১ ॥**

প্রভুর সেই নৌকায় পাণিহাটীতে রাঘবভবনে আগমন, মাঝিকে কৃপা ঃ—

**সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা পাণিহাটি'।**
**নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ-কৃপা-সাটী ॥ ২০২ ॥**

প্রভুর আগমনে জনসঙ্ঘ ঃ—

**'প্রভু আইলা' বলি' লোকে হৈল কোলাহল।**
**মনুষ্য ভরিল সব, কিবা জল, স্থল ॥ ২০৩ ॥**

জনতাহেতু অতিকষ্টে প্রভুকে রাঘবের স্বগৃহে আনয়ন ঃ—

**রাঘব-পণ্ডিত আসি' প্রভু লঞা গেলা।**
**পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্ট্যে আইলা ॥ ২০৪ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯। মন্ত্রেশ্বর—ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকট বৃহৎ নদের নামই 'মন্ত্রেশ্বর'; সেই নদ দিয়া নৌকা রূপনারায়ণ-নদ-তীরবর্ত্তী 'পিছল্‌দা'-গ্রামে লাগিল; পিছল্‌দা-গ্রামের একদিক্—মন্ত্রেশ্বরের সাহত সংলগ্ন।

২০২। পানিহাটী—গঙ্গা-তীরে শ্রীপাট খড়দহের অনতি-দূরে 'পানিহাটী' গ্রাম।

## অনুভাষ্য

ভবতি), তে (তব) দর্শনাৎ পুনঃ কুতঃ নু (কিং বক্তব্যং, কৃতার্থাস্মীত্যর্থঃ)।

১৮৭। তাঁরে—সেই ম্লেচ্ছ শাসককে।

১৯২। সেই—ম্লেচ্ছ শাসক।

১৯৩। মিতালি—দ্রব্যাদি উপহার প্রদান করিয়া মিত্রতা।

১৯৯। দুষ্টনদ—জলদস্যু-সঙ্কুল দুর্গম জলপথ; নদীর অতিপরিসরত্বহেতু এবং বেগ-জন্যও দুর্গমত্ব।

রাঘব-ভবনে এক দিন থাকিয়া কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে আগমন ঃ—

**একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ।**
**প্রাতে কুমারহট্টে আইলা,—যাঁহা শ্রীনিবাস ॥ ২০৫ ॥**

তৎপরে তন্নিকটেই অগ্রে শিবানন্দ-গৃহে, পশ্চাৎ বাসুদেব-গৃহে আগমন ঃ—

**তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর ।**
**বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥ ২০৬ ॥**

অতঃপর বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে আসিয়া বিপুল লোকসঙ্ঘ-দর্শনে গোপনে কুলিয়ায় আগমন ঃ—

**'বাচস্পতি-গৃহে' প্রভু যেমতে রহিলা ।**
**লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে 'কুলিয়া' আইলা ॥ ২০৭ ॥**

কুলিয়ায় প্রভুর মাধবদাস-গৃহে বাস এবং অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

**মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন ।**
**লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥ ২০৮ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৫-২১০। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম—'হালিসহর'। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিলে কিছুদিনের মধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত নবদ্বীপের বাস ত্যাগপূর্ব্বক কুমারহট্টে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুমার-হট্ট হইতে প্রভু কাঞ্চনপল্লীতে অর্থাৎ কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দ-সেনের গৃহে গমন করিলেন এবং তদনন্তর শিবানন্দের গৃহের নিকটবর্ত্তি-স্থানে বাসুদেব দত্তের গৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে শ্রীনবদ্বীপের পশ্চিমপারে 'শ্রীবিদ্যানগরে' প্রভু গমন করিলেন। (জনসঙ্ঘহেতু) বিদ্যানগর হইতে আসিয়া কুলিয়া-গ্রামে মাধব-দাসের গৃহে থাকিলেন। তথায় সাতদিন থাকিয়া দেবানন্দ প্রভৃতির অপরাধভঞ্জন করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী এইস্থানে শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে ঐরূপে আগমনের কথা উল্লেখ করায় বহু লোকের মনে এরূপ সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার নিকটেই বা কোন 'কুলিয়া' থাকিবে! এই মিথ্যা আশঙ্কায় কোন 'নবীন কুলিয়ার পাট' উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ অনুমান হয়। বস্তুতঃ, মহাপ্রভু বাসুদেবের ঘর হইতেই শান্তিপুরাচার্য্যের গৃহে গিয়া-ছিলেন। তথা হইতে যে তিনি নবদ্বীপের অপর (পশ্চিম) পারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে ও কুলিয়া-গ্রামে গিয়াছিলেন, এরূপ উক্তি 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে', 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে', 'শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকে' 'প্রেমদাসের ভাষায়' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত-কাব্যে' স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে; শ্রীকবিরাজ-গোস্বামী এই যাত্রার রীতিমত বর্ণন করেন নাই বলিয়া ঐ সকল উৎপাত ও সন্দেহ-মূলক ঘটনা হইয়াছে।

## অনুভাষ্য

২০৭। বাচস্পতিগৃহে প্রভুর পাঁচ দিন অবস্থান—মধ্য ১ম পঃ ১৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বাচস্পতি-গৃহ—কোলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জহ্নুদ্বীপান্তর্গত 'বিদ্যানগরে'; সেই স্থানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস—চৈঃ ভাঃ —মধ্য, ২১শ অঃ ও অন্ত্য ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

কুলিয়া—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৯ম অঙ্কে (রায়ের প্রেরিত এবং নবদ্বীপ হইতে কটকে প্রত্যাগত পুরুষগণের রাজার প্রতি উক্তি)—"ততঃ কুমারহট্টে শ্রীবাসপণ্ডিত-বাট্যামভ্যাযযৌ। * * ততোঽদ্বৈতবাটীমভ্যেত্য হরিদাসেনাভিবন্দিতস্তথৈব তরণীবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া-নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যা-মুত্তীর্ণবান্। ** এবং সপ্তদিনানি তত্র স্থিত্বা পুনস্তটবর্ত্মনা এবং চলিতবান্।" শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে—"অন্যেদ্যুঃ স শ্রীনব-দ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে। শ্রীমান্ সর্ব্বপ্রাণিনাং তত্তদঙ্গৈর্নেত্রানন্দং সম্যগাগত্য তেনে।।"* চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ—"সর্ব্বপারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর। আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তাঁর (বিদ্যাবাচস্পতির) ঘর।। নবদ্বীপাদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি-ঘরে আইলা ন্যাসিচূড়ামণি।। অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি' 'হরি' 'হরি'। চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।। পথ নাহি পায় কেহো লোকের গহলে। বনডাল ভাঙ্গি' লোক দশদিকে চলে।। লোকের গহলে যত অরণ্য আছিল। ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল।। ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে। খেয়ারী করিতে পার পড়িল সঙ্কটে।। সত্বরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয়। করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়।। নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে। নানামতে পার হয় যে যেমতে পারে।। হেনমতে গঙ্গা পার হই' সর্ব্বজন। সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ।। ** লুকাঞা গেলা প্রভু কুলিয়া-নগর। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।। ** সর্ব্বলোক 'হরি' বলি' বাচস্পতি-সঙ্গে। সেই ক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে।। কুলিয়া-নগরে আইলেন ন্যাসি-মণি। সেইক্ষণে সর্ব্বদিকে হৈল মহাধ্বনি।। সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায়-

* *অনন্তর শ্রীমন্মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাস-পণ্ডিতের গৃহে আগমন করিলেন। তদনন্তর সেস্থান হইতে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর গৃহে আগমন করিলে তিনি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। তথা হইতেই নৌকাপথে নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া-নামক গ্রামে শ্রীমাধবদাসের গৃহে উত্তরণ করিলেন। এইরূপে সপ্তদিবস সেস্থানে অবস্থান করিয়া পুনরায় গঙ্গারতটপথে চলিতে লাগিলেন (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক)। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্যদিবস শ্রীনবদ্বীপভূমির পশ্চিমে গঙ্গার পারে কোনও স্থানে (কুলিয়া-গ্রামে) সমাগত হইয়া তত্তৎ অঙ্গদ্বারা সমস্ত প্রাণিগণের নয়নানন্দ বিস্তার করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্য)।*

বহু অপরাধীর মোচনহেতু কুলিয়াই 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' ঃ—

**সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা ।**
**সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥ ২০৯ ॥**

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও শচীসহ মিলন ঃ—

**'শান্তিপুরাচার্য্য'-গৃহে ঐছে আইলা ।**
**শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥ ২১০ ॥**

রামকেলিতে আগমন ও 'কানাইর নাটশালা' হইতে পুনরায় শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**তবে 'রামকেলি'-গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা ।**
**'নাটশালা' হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥ ২১১ ॥**
**শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ-দিন বাস ।**
**বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ॥ ২১২ ॥**

পূর্ব্বে ১ম পরিচ্ছেদে সূত্রমধ্যে নানা ঘটনা বর্ণিত, বাহুল্য-ভয়ে পুনর্ব্বর্ণনে বিরত ঃ—

**অতএব ইঁহা তার না কৈলুঁ বিস্তার ।**
**পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥ ২১৩ ॥**
**তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন ।**
**নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥ ২১৪ ॥**
**সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলুঁ ।**
**অতএব পুনঃ তাহা ইঁহা না লিখিলুঁ ॥ ২১৫ ॥**

শান্তিপুরে শ্রীরঘুনাথের প্রভুসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

**পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা ।**
**রঘুনাথ-দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥ ২১৬ ॥**

শ্রীরঘুনাথের পিতৃ-পরিচয় ঃ—

**'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন',—দুই সহোদর ।**
**সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥ ২১৭ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১২। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

## অনুভাষ্য

কুলিয়ায়। শুনি' মাত্র সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়।। বাচস্পতির গ্রামে (বিদ্যানগরে) ছিল যতেক গহল। তার কোটি কোটিগুণে পূরিল সকল।। লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে। না জানি কতেক পার হয় কতমতে।। লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে। সভে পার হয়েন পরম কুতূহলে।। গঙ্গায় হঞা পার আপনা আপনি। কোলোকোলি করি' সভে করে হরিধ্বনি।। ক্ষণেকে কুলিয়া-গ্রাম—নগর-প্রান্তর। পরিপূর্ণ হৈল স্থল, নাহি অবসর।। ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি। তেঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি।। ** কুলিয়ায় প্রকাশে যতেক পাপী ছিল। উত্তম, মধ্যম, নীচ,—সবে পার হৈল।। কুলিয়া-গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। হেন নাহি, যারে প্রভু না করিল ধন্য।।" নিত্যানন্দপ্রভুর নবদ্বীপে বাসকালে পারিষদগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন—(যথা, চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অঃ)—"খানাযোড়া, বড়গাছি, আর দো-গাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন 'কুলিয়া'।।" চৈতন্যমঙ্গলে—'গঙ্গাস্নান করি' প্রভু রাঢ়-দেশ দিয়া। ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা নগর 'কুলিয়া'।। মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ। বারকোণা-ঘাট, নিজ বাড়ীর সমীপ।।" প্রেমদাস—"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' নামে স্থান।" শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস-কৃত ভক্তিরত্নাকরে (১২শ তরঙ্গে) "কুলিয়া পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস। পূর্ব্বে 'কোলদ্বীপ'-পর্ব্বতাখ্য—এ প্রচার।।" তৎকৃত 'নবদ্বীপ-পরিক্রমা'য়—"কুলিয়া-পাহাড়পুর গ্রাম। পূর্ব্বে কোলদ্বীপ-পর্ব্বতাখ্যানন্দ নাম।।" অদ্যাপি 'বাহির-দ্বীপ' নামে পরিচিত স্থান, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপ, কোলেরগঞ্জ, কোল-আমাদ, কোলের দহ, গদখালি প্রভৃতি স্থানই 'কুলিয়া' ছিল, সুতরাং 'কুলিয়ার পাট' বলিয়া আধুনিক কল্পিত যে গ্রামটি, তাহা কখনই প্রাচীন কুলিয়া নহে।

২০৮। মাধবদাস—শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশে যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ও তাঁহার জ্ঞাতিগণ বিল্ব-গ্রাম ও পাটুলি হইতে নবদ্বীপান্তর্গত 'কুলিয়া-পাহাড়পুর' বা 'পাড়পুরে' আসিয়া বাস করেন। যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠপুত্র—মাধব-দাস, মধ্যম—হরিদাস এবং কনিষ্ঠ—কৃষ্ণসম্পত্তি চট্টোপাধ্যায়; তাঁহাদের সাধারণ নাম যথাক্রমে—'ছকড়ি', 'তিনকড়ি' ও 'দুকড়ি' ছিল। মাধবদাসের পৌত্র বংশীবদন এবং তৎপৌত্র রামচন্দ্রাদির বংশধরগণ বাঘ্নাপাড়া ও বৈঁচী প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

২০৯। মধ্য, ১ম পঃ ১৫৩-১৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১১। শ্রীরূপ-সনাতনের দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলিতে আগমন, মিলন ও আলাপ—মধ্য, ১ম পঃ ১৬৬-২২৬ সংখ্যা এবং 'কানাইর নাটশালা'-গমন—মধ্য, ১ম পঃ ২২৭-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১২। শান্তিপুরে দশ দিন—মধ্য, ১ম পঃ ২৩২-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৪-২১৫। নৃসিংহানন্দ—আদি ১০ম পঃ ৩৫ সংখ্যা এবং মধ্য, ১ম পঃ ১৫৫-১৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২১৭। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—হুগলী-জেলায় সপ্তগ্রামের নিকট শ্রীকৃষ্ণপুর-গ্রাম-নিবাসী শৌক্র-কায়স্থকুলোদ্ভূত সহোদর-

**মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য ।**
**সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥ ২১৮ ॥**
**নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায় ।**
**অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥ ২১৯ ॥**

প্রভুসহ পরিচয়ের আদি কারণ ঃ—

**নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার ।**
**চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ'-ব্যবহার ॥ ২২০ ॥**
**মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে কর্য্যাছেন সেবনে ।**
**অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥ ২২১ ॥**

শ্রীরঘুনাথের পরিচয় ঃ—

**সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস ।**
**বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥ ২২২ ॥**

শান্তিপুরে রঘুর প্রভুপদ-দর্শন ঃ—

**সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ।**
**তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥ ২২৩ ॥**

প্রভুপদে রঘুনাথের শরণ-গ্রহণ ঃ—

**প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।**
**প্রভু পাদস্পর্শন কৈল করুণা করিয়া ॥ ২২৪ ॥**

পিতৃ-সম্বন্ধে স্নেহময় অদ্বৈতের কৃপায় রঘুর প্রভুপদ-সঙ্গ ঃ—

**তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন ।**
**অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥ ২২৫ ॥**
**আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত ।**
**প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত ॥ ২২৬ ॥**

প্রভুকে ছাড়িয়া প্রভু-বিরহোন্মত্ত রঘু ঃ—

**প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ।**
**তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥ ২২৭ ॥**

পূর্ব্বে বারম্বার পলায়ন-চেষ্টা ও পিতৃকর্ত্তৃক বন্ধন ঃ—

**বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে ।**
**পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে ॥ ২২৮ ॥**

১১ জন প্রহরীর ব্যবস্থা, তজ্জন্য প্রভু-দর্শনাভাবে দুঃখ ঃ—

**পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে ।**
**চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥ ২২৯ ॥**
**একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ।**
**নীলাচল যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥ ২৩০ ॥**

এক্ষণে প্রভুর শান্তিপুরে আসিতেই পিতৃসমীপে তদ্দর্শন-যাচ্ঞা ঃ—

**এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুর আইলা ।**
**শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥ ২৩১ ॥**
**"আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ ।**
**অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥" ২৩২ ॥**

পিতার পুত্রকে প্রভুসমীপে প্রেরণ ঃ—

**শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া ।**
**পাঠাইল বলি' 'শীঘ্র আসিবে ফিরিয়া' ॥ ২৩৩ ॥**

শান্তিপুরে আসিয়া প্রহরীবন্ধন-মোচনার্থ চিন্তা ঃ—

**সাতদিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে ।**
**রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥ ২৩৪ ॥**

## অনুভাষ্য

দ্বয়। ইঁহাদিগের বংশগত উপাধি বিশেষরূপে জানা যায় না, তবে ইঁহারা সৎকুলীন ছিলেন। জ্যেষ্ঠের নাম—'হিরণ্য' মজুমদার এবং কনিষ্ঠের নাম—'গোবর্দ্ধন' মজুমদার। গোবর্দ্ধনের তনয়ই শ্রীরঘুনাথ দাস। ইঁহাদের পুরোহিত বলরাম আচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপাপাত্র (অন্ত্য, ৩য় পঃ ১৬৫-১৬৬ সংখ্যা) এবং গুরু-পুরোহিত যদুনন্দন আচার্য্য—শ্রীবাসুদেব দত্তের অনুগৃহীত (অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১ সংখ্যা); ইঁহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা—অন্ত্য, ৩য় পঃ ও ১৬৫, ১৭১-১৭৪,, ১৮৮-১৮৯, ১৯৮, ২০১ ও ২০৬ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৭-৩৪, ৩৭-৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; প্রভুর শ্রীমুখে ইঁহাদের আচরণ বর্ণন—অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৯৫-১৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সপ্তগ্রাম—ই, আই, আর, লাইনে হুগলী-জেলার অন্তর্গত 'ত্রিশবিঘা' রেলষ্টেশনের সন্নিহিত সরস্বতী-নদীর তটে অবস্থিত প্রাচীন বন্দর ও নগর। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পাঠানগণ ইহা লুণ্ঠন করে এবং সরস্বতী-নদীর স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এই বহু প্রাচীন বন্দরটি একপ্রকার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এখানে পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ব্যবসায়-সূত্রে অর্ণবপোতে আগমন করিতেন। তদানীন্তন দক্ষিণবঙ্গে সপ্তগ্রাম একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট নগররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এই নগরে বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বররূপে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন, দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহাদের বাৎসরিক খাজনা-আদায় বার লক্ষ মুদ্রা ছিল। আদি, ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যায় 'উদ্ধারণ দত্ত'-প্রসঙ্গে অনুভাষ্যের প্রথমাংশ দ্রষ্টব্য।

২১৮-২১৯। শ্রীমহাপ্রভুর কালে নবদ্বীপ সমৃদ্ধনগর থাকিলেও উহা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের আশ্রিত বিদ্যানুশীলন-রত ব্রাহ্মণেরই বাসস্থল ছিল মাত্র। সেই শুদ্ধবিপ্রগণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের প্রতিপাল্য থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত অর্থ, ভূমি ও গ্রামাদি-দ্বারা অধ্যাপনা ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অসাধারণ মর্য্যাদা ছিল এবং তাঁহাদিগের মুক্তহস্তে দানবিষয়ে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা ছিল না।

**'রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব!**
**কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব??' ২৩৫ ॥**

প্রভুর বদ্ধজীব-লীলাভিনয়কারী রঘুনাথকে শিক্ষা-দান ঃ—

**সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ-প্রভু জানি' তাঁর মন।**
**শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥ ২৩৬ ॥**

যুক্তবৈরাগ্য গ্রহণ ও ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ ঃ—

**"স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।**
**ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥ ২৩৭ ॥**
**মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।**
**যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥ ২৩৮ ॥**
**অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।**
**অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥ ২৩৯ ॥**

প্রভুর বৃন্দাবন হইতে আসিয়া নীলাচলে থাকা-কালে সাক্ষাৎ করিতে আজ্ঞা ঃ—

**বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।**
**তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥ ২৪০ ॥**

অহৈতুকী কৃষ্ণকৃপা-প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্যতা ঃ—

**সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।**
**কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥" ২৪১ ॥**

প্রভু হইতে বিদায় লইয়া গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ ঃ—

**এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।**
**ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥ ২৪২ ॥**
**বাহ্য বৈরাগ্য, বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।**
**যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥ ২৪৩ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—হৃদয়ে বিষয়-চিন্তা এবং গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, কিন্তু বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্নগুলি-ধারণ,—এইসকলই 'মর্কট-বৈরাগী'র লক্ষণ।

২৪২-২৪৩। রঘুনাথদাস শান্তিপুর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরণ করিতে লাগিলেন। অন্তরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তিনি বাহিরে কোন বৈরাগ্য-চেষ্টা বা বাতুলতা রাখিলেন না, অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য গৃহ-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

## অনুভাষ্য

২৩৬-২৪৪। অন্ত্য, ৬ষ্ঠ পঃ ১৩-১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৮। মর্কট-বৈরাগ্য—বাহ্যদর্শনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট বানর-গণ যেরূপ গৃহাদি অথবা বস্ত্রাদি-বর্জ্জিত হইয়া, বিরাগবিশিষ্ট পুরুষের সহিত 'সমান' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, অথচ ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইতে নিবৃত্ত হয় না, তাদৃশ 'লোকদেখান' বৈরাগ্যকেই 'মর্কট-বৈরাগ্য' বলে। যে-বৈরাগ্য শুদ্ধভক্তি হইতে তৎসহজাতরূপে উৎপন্ন না হইয়া কৃষ্ণেতরবস্তুর প্রতি কামনার বা বাসনার ব্যাঘাত হইতে জাত, যাহা শুদ্ধভক্তির অনুকূলরূপে যাবজ্জীবন স্থায়ী না থাকিয়া 'ক্ষণিক' বা 'ফল্গু', তাহাই 'শ্মশান-বৈরাগ্য' বা 'মর্কট-বৈরাগ্য'। কৃষ্ণসেবা-কল্পে নিতান্ত অপরিহার্য্য বিষয়ের ভোগ স্বীকারমাত্র করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক বাস করিলে মানব কর্ম্মফলাধীন হয় না। ভঃ রঃ সিঃ—পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ-ধৃত নারদীয়-বচন—"যাবতা স্যাৎ স্ব-নির্ব্বাহ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ।।" এই শ্লোকের 'স্ব-নির্ব্বাহঃ'-শব্দে শ্রীজীবপ্রভু স্বীয় 'দুর্গমসঙ্গমনী'-টীকায় "স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহঃ" বলিয়াছেন। পুনরায়, (ভঃ রঃ সিঃ ২য় লঃ পূর্ব্ব-বিঃ ১২৫ ও ১২৬ সংখ্যায়) 'ফল্গু'-বৈরাগ্য—"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং 'ফল্গু' কথ্যতে।।" অর্থাৎ "শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল। 'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল।।" 'যুক্ত-বৈরাগ্য',—"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্য-মুচ্যতে।।" অর্থাৎ "আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ, সকলি মাধব।।"

২৩৯। মানব-বিশ্বাসে সাধারণতঃ যেরূপ ব্যবহার—সুষ্ঠু, তাহা তাদৃশ লোকসমাজে দেখাইয়া হৃদয়ে প্রাকৃত-বস্তুসমূহের অভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্নিষ্ঠ হইয়া ভগবদ্ভক্তি কর ; এরূপভাবে নিষ্কপটহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা হইতে থাকিলে কৃষ্ণই তোমাকে সংসারবন্ধন হইতে উদ্ধার করিবেন। "অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার"—এই কথাটী পূর্ব্বোক্ত "যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা" কথাটীরই ব্যাখ্যা-মাত্র। নিষ্ঠা—কৃষ্ণনিষ্ঠা অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুর কামনা বা তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া অহৈতুক-কৃষ্ণানুশীলনে নিশ্চয়যুক্ত অবস্থান। লোক-ব্যবহার,—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ২য় লঃ ধৃত পঞ্চরাত্র-বচন—"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে। হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা।।"

২৪৩। লোকদৃষ্টিতে বিষয়গ্রহণরাহিত্যরূপ উন্মত্ততা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাসক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূলভাবে যথোপযোগী কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথের আচরণে পিতামাতার সুখ, প্রহরি-বেষ্টন-শৈথিল্য ঃ—

**দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।**
**তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥ ২৪৪ ॥**

নিতাই অদ্বৈতাদি সকল-ভক্তসমীপে প্রভুর পুরী হইয়া বৃন্দাবন-গমনে অনুজ্ঞা-যাচ্ঞা ঃ—

**ইঁহা প্রভু এক এক করি' সব ভক্তগণ।**
**অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥ ২৪৫ ॥**
**সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি।**
**"সবে আজ্ঞা দেহ'—আমি নীলাচলে যাই ॥ ২৪৬ ॥**

ঐ বৎসর পুরীতে যাইতে সকলকে নিষেধাজ্ঞা ঃ—

**সবার সহিত ইঁহা আমার হইল মিলন।**
**এ বর্ষ 'নীলাদ্রি' কেহ না করিহ গমন ॥ ২৪৭ ॥**
**ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি 'বৃন্দাবন' যাব।**
**সবে আজ্ঞা দেহ', তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥" ২৪৮ ॥**

শচীর নিকট সদৈন্যে অনুমতি গ্রহণ ঃ—

**মাতার চরণে ধরি' বহু বিনয় কৈল।**
**বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥ ২৪৯ ॥**

মাতাকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপে প্রেরণ, পুরী-যাত্রা ঃ—

**তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাঞা।**
**নীলাদ্রি চলিলা, সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥ ২৫০ ॥**

পুরীতে আগমন ঃ—

**সেই সব লোক পথে করেন সেবন।**
**সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন ॥ ২৫১ ॥**

জগন্নাথ-দর্শন, সর্ব্বত্র আগমন-সংবাদ-প্রচার ঃ—

**প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল।**
**'মহাপ্রভু আইলা'—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥ ২৫২ ॥**

ভক্তগণের প্রভু-সাক্ষাৎকার ঃ—

**আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।**
**প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥ ২৫৩ ॥**
**কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।**
**বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥ ২৫৪ ॥**

সকলকে পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রার বিঘ্ন-বর্ণন ঃ—

**গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা।**
**সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ২৫৫ ॥**
**"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।**
**নিজ-মাতার, গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥ ২৫৬ ॥**
**এত মতে করি' কৈলুঁ গৌড়েরে গমন।**
**সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥ ২৫৭ ॥**
**লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।**
**লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥ ২৫৮ ॥**
**যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ।**
**যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥ ২৫৯ ॥**

রামকেলি-গ্রামে রূপ-সনাতনের সহিত মিলন ও তাঁহাদের পরিচয়-বর্ণন ঃ—

**কষ্টে-সৃষ্টে করি' গেলাঙ রামকেলি-গ্রাম।**
**আমার ঠাঞি আইলা 'রূপ' 'সনাতন' নাম ॥ ২৬০ ॥**
**দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা-পাত্র।**
**ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥ ২৬১ ॥**
**বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।**
**তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥ ২৬২ ॥**
**তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে।**
**আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥ ২৬৩ ॥**

রূপ-সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ ঃ—

**'উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে।**
**অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥' ২৬৪ ॥**

বিদায়গ্রহণকালে সনাতনের প্রভুকে সতর্কীকরণ ঃ—

**এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।**
**গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৫ ॥**

বহু বিভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট লোকসহ বৃন্দাবন-দর্শনের অনৌচিত্য ঃ—

**'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ-কোটি।**
**বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥' ২৬৬ ॥**

---

### অনুভাষ্য

২৪৪। শ্রীরঘুনাথের বাহ্য বৈরাগ্যচিহ্নসমূহ শিথিল দেখিয়া পিতা-মাতার সংসার-প্রবণ-হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ দেখা দিল। রঘুনাথের আবরণ- (বেষ্টন) রূপে পাঁচজন পদাতিক, চারিজন ভৃত্য এবং দুইজন ব্রাহ্মণ,—মোট এগার-জনের নিয়োগ আর আবশ্যক বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইল না। তাঁহাকে সংসারে ক্রমশঃ কার্য্যভারাদি গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রহরী-সংখ্যা কমাইয়া দিলেন।

২৬৪। তোমরা প্রাকৃতরাজ্যে 'পরম উত্তম' হইয়াও আপনাদিগকে 'সর্ব্বাধম' বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, তজ্জন্য তোমরা সাক্ষাৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর হইলেও কৃষ্ণ অগৌণে প্রাকৃত-লোকের বহির্দৃষ্টি বা অক্ষজ-জ্ঞানসুলভ বদ্ধজীব-লীলাভিনয়-কারী তোমাদের এই 'সংসার-বন্ধন' (?) মোচন করিয়া স্বীয় নিত্যদাস্যে নিয়োগ করিবেন।

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৫। প্রহেলী—প্রহেলিকা, তর্জ্জা।

তৎসত্ত্বেও প্রভুর লোকসঙ্ঘসহ যাত্রা, পরে সনাতনবাক্য বিচারপূর্ব্বক লোকসঙ্গ-ত্যাগ ঃ—

**তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান ।**
**প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা'-গ্রাম ॥২৬৭॥**
**রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ।**
**সনাতন মোরে কিবা 'প্রহেলী' কহিল ॥ ২৬৮ ॥**
**ভালমত' কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে ।**
**লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে' ॥২৬৯॥**

নিগূঢ় ভজনস্থল বৃন্দাবনে অতি অন্তরঙ্গ মর্ম্মী ভক্ত ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকের অনধিকার ঃ—

**'দুর্ল্লভ' 'দুর্গম' সেই 'নির্জ্জন' বৃন্দাবন ।**
**একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥ ২৭০ ॥**

পূর্ব্ব মহাজন মাধবপুরীর একাকী বৃন্দাবনে গমন ঃ—

**মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা একেশ্বরে ।**
**দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ হইল তাঁরে ॥ ২৭১ ॥**

প্রভুর বহু লোকসঙ্ঘে অনাদর ঃ—

**বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাঙ তথারে ।**
**বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥ ২৭২ ॥**
**একা যাইব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ।**
**তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥ ২৭৩ ॥**
**বৃন্দাবন যাব কাঁহা 'একাকী' হঞা !**
**সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাঞা ! ২৭৪ ॥**

বৃন্দাবন-গমন ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুর পুনরায় গঙ্গাতটে আগমন ঃ—

**ধিক্, ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাঙ অস্থির ।**
**নিবৃত্ত হঞা পুনঃ আইলাঙ গঙ্গাতীর ॥ ২৭৫ ॥**

অল্পভক্তসহ পুরীতে আগমন ঃ—

**ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে-স্থানে ।**
**আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয়-জনে ॥ ২৭৬ ॥**

সকলের নিকট নির্ব্বিঘ্নে বৃন্দাবন-গমনে যুক্তি-যাচ্ঞা ঃ—

**নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে ।**
**সবে মেলি' যুক্তি দেহ' হঞা পরসন্নে ॥ ২৭৭ ॥**

পরিত্যাগ-ক্ষুব্ধ দুঃখিত গদাধরকে প্রণয়-তোষণ ঃ—

**গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল ।**
**সেইহেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥" ২৭৮ ॥**

প্রভুপ্রতি দক্ষিণা-ভাবযুক্ত পণ্ডিতের সদৈন্য-প্রেমোক্তি ঃ—

**তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ।**
**প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥ ২৭৯ ॥**

যেস্থানে প্রভু, সেই স্থানই বৃন্দাবন, বৃন্দাবন ব্যতীত কৃষ্ণের মধুরলীলা নাই ঃ—

**"তুমি যাঁহা-যাঁহা রহ, তাঁহা 'বৃন্দাবন' ।**
**তাঁহা যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥ ২৮০ ॥**

লোকশিক্ষার্থই প্রভুর বৃন্দাবনে গমন ঃ—

**তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে ।**
**সেই ত' করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥ ২৮১ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭২। বাদিয়া অর্থাৎ বেদেগণ বাজি করিবার জন্য স্থান পাতিলে যেরূপ লোকসংঘট্ট হয়, সেইরূপ লোকসংঘট্ট লইয়া যে আমি বৃন্দাবন যাইতেছি, ইহা ভাল নয়।

## অনুভাষ্য

২৭১। মধ্য, ৪র্থ পঃ ২০-৩৩ সংখ্যা এবং ১৭২ ও ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮০-২৮১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইতঃপূর্ব্বেই রথাগ্রে নর্ত্তন-কালে স্বগণ-মধ্যে নিজভাব প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ই শ্রীরাধাকান্তের লীলাভূমি বৃন্দাবন ; তথাপি লোকশিক্ষার জন্য তিনি প্রপঞ্চোদিত ভৌম-বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রাকৃত দৃষ্টিযুক্ত বিষয়ভোগমত্ত সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, ভৌম-বৃন্দাবন—অপ্রাকৃত নহে, ইহা অন্য জড়দেশ-সদৃশ ভোগরত ইন্দ্রিয় ও ভোগোপকরণ অর্থের সাহায্যে গম্য স্থানবিশেষ। যেরূপ অপরাপর তাদৃশ জড়বস্তুর সঙ্গপ্রভাবে জড়ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-ভোগ্যজ্ঞানে বা জড়বুদ্ধিতে 'বৃন্দাবন' (?) দর্শন করিতে গেলে, কোন পারমার্থিক নিত্য মঙ্গল অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণসেবা হয় না, উহা "মোর মন—বৃন্দাবন" এই শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে ও "আহুশ্চ তে" এই শ্রীভাগবত-পদ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। (ভাঃ ১০।৮৪।৮)—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।" বাস্তবিক জড়-লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই মহাপ্রভু ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাস্থল বৃন্দাবন-গমন-দর্শনাদি লীলা আচরণ করিয়াছেন ; বদ্ধজীব তাহা ভুলিয়া বৃন্দাবনকে প্রপঞ্চের অন্যতম 'বিষয়-ভোগক্ষেত্র' বলিয়া মনে করিলে, তাহার মহাপ্রভুর শিক্ষার সহিত বিরোধ করা হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ যে-প্রকার শ্রীধামের ধারণা করিয়া আপনাদিগকে 'ব্রজবাসী' বা 'ধামবাসী' বলিয়া অভিমান বা প্রচার করিয়াও প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় বৃন্দাবন-বাসের পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়-তর্পণক্ষেত্র ঘোর সংসারেই বাস করিয়া জঞ্জাল বৃদ্ধি করেন, শুদ্ধভাগবতগণের তাদৃশ ভাব বা ধারণা নাই। শ্রীদামোদরস্বরূপ নিত্য ব্রজবাসী হইলেও তাঁহার চরিত্রে ভৌম-বৃন্দাবনে যাইবার প্রসঙ্গ শুনা যায় নাই ; শ্রীপুণ্ডরীক

বর্ষার চারিমাস পুরীতে থাকিতে অনুরোধ ঃ—

**এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারিমাস ।**
**এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥ ২৮২ ॥**

পরে স্বতন্ত্র প্রভুর যথেচ্ছ যাইতে ভক্তগণের অনাপত্তি ঃ—

**পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন ।**
**আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,—কে করে বারণ ॥" ২৮৩ ॥**

সকল ভক্তেরই ঐ প্রার্থনা ঃ—

**শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ।**
**"সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥" ২৮৪ ॥**

সকলের ইচ্ছামতে প্রভুর চারিমাস পুরীতে অবস্থান ঃ—

**সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ।**
**শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥ ২৮৫ ॥**

টোটায় নিজগৃহে পণ্ডিতের প্রভুকে ভিক্ষাদান ঃ—

**সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ।**
**তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥ ২৮৬ ॥**

পণ্ডিতের প্রেম ও প্রভুর তদ্বশ্যতা—
মর্ত্ত্যজীবের অচিন্ত্য ঃ—

**ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ।**
**মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥ ২৮৭ ॥**
**এইমত গৌরলীলা অনন্ত, অপার ।**
**সংক্ষেপে কহিয়ে, কথন না যায় বিস্তার ॥ ২৮৮ ॥**

সাক্ষাৎ অনন্তেরও গৌরলীলার অন্ত
পাইতে অসামর্থ্য ঃ—

**সহস্র-বদনে কহে আপনে 'অনন্ত' ।**
**তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥ ২৮৯ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৯০ ॥**

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমন-বিলাসো নাম ষোড়শ-পরিচ্ছেদঃ।

---

## অনুভাষ্য

বিদ্যানিধি, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহাতি, শ্রীমাধবী দেবী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী প্রভৃতিরও তাদৃশ যাত্রা কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পরন্তু শুদ্ধভক্তিবিহীন বহু প্রাকৃত-সহজিয়া, কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষীরও ভৌম-বৃন্দাবনে বাস, দর্শন বা গমনাদির প্রসঙ্গ সাধারণ লোকমুখে আখ্যাত হয়। শ্রীধামে বাস ভক্তিহীনের নিকট স্বর্গাপবর্গদায়ক বা পাপ-পুণ্য-বৈরাগ্য-প্রাপ্য-ফলপ্রদ হইলেও "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনেন" শ্লোকের অভিপ্রেত দিব্য-নির্ম্মল-নেত্রযুক্ত শুদ্ধ-ভক্তেরই অপ্রাকৃত শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস—যথার্থ ও সত্য ; পরবর্ত্তিযুগে খেতরি-গ্রামে ঠাকুর নরোত্তম, যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও তৎপরবর্ত্তি-যুগে গৌড়-দেশে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, কালনায় শ্রীভগবান্দাস, নবদ্বীপধামে শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, কলিকাতায় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীনামৈকনিষ্ঠ ভক্তগণ অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবন ব্যতীত অন্য ধামে কখনও বাস করেন নাই।

ইতি অনুভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮৭। গদাধর-পণ্ডিতের নিকট প্রভুর ভিক্ষাকালে পণ্ডিতের যে স্নেহ এবং প্রভু যে সেই স্নেহযুক্ত প্রসাদান্ন আস্বাদন করেন—এই দুই বিষয়ই মনুষ্যের শক্তিতে বর্ণন করা যায় না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

# সপ্তদশ অধ্যায়

*কথাসার*—সেই বৎসর শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা দেখিয়া মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য স্থির করিলেন। শ্রীরামানন্দ ও শ্রীস্বরূপ বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যকে ও তৎসঙ্গী (ভৃত্য) একটী ব্রাহ্মণকে সঙ্গে দিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে কটকে যাত্রা করিয়া কটক দক্ষিণে রাখিয়া নির্জ্জন-বনপথে চলিলেন এবং বনপথে ব্যাঘ্র-হস্তী প্রভৃতিকে প্রেমে কৃষ্ণনাম গান করাইলেন। যেখানে গ্রাম পাইতেন, সেখানে ভিক্ষা করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত হইত। গ্রামশূন্য (জনহীন) স্থলে সঞ্চিত-তণ্ডুল পাক হইত এবং বন্য-শাকাদি সংগৃহীত হইত। বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যের সুব্যবহারে প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এইরূপে ঝারিখণ্ডের বনপথে চলিয়া প্রভু বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। মণি-কর্ণিকার ঘাটে স্নান করিবার সময় তপন মিশ্রের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎকার হইল। প্রভুকে তিনি নিজঘরে লইয়া গিয়া যত্ন করিয়া রাখিলেন। বারাণসীতে প্রভুর পূর্ব্বপরিচিত ভক্ত বৈদ্য-চন্দ্রশেখর (এক্ষণে) প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এক মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ প্রভুর ব্যবহার দেখিয়া সন্ন্যাসিপ্রধান প্রকাশানন্দ-সরস্বতীকে তাহা কহিলে, তিনি প্রভুর অনেক নিন্দা করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আসিয়া প্রভুকে সেই কথা বলিলে এবং প্রকাশানন্দাদি সন্ন্যাসিগণের মুখে 'কৃষ্ণনাম' না আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তদুত্তরে মায়াবাদকে 'অপরাধ' বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং মায়াবাদীর সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন। (অতঃপর প্রভু) কাশী হইতে প্রয়াগপথে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণের ঘরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া ভিক্ষা করিলেন। পরে শ্রীবৃন্দাবনের দ্বাদশ-বনে মহাপ্রেমে প্রভু শারী-শুক-বার্ত্তা শ্রবণ করত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-পথে গমনকালে পশুপক্ষিগণকে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

**গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।**
**প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্ বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥ ১ ॥**

**জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।**
**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥**

শরৎকালে গমনেচ্ছু প্রভুর স্বরূপ-রায়সহ মন্ত্রণা ঃ—

**শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি।**
**রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥ ৩ ॥**

**"মোর সহায় কর যদি, তুমি দুই জন।**
**তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৪ ॥**

দ্বিতীয়সঙ্গী না লইয়াই গমনেচ্ছা ঃ—

**রাত্র্যে উঠি' বনপথে পলাঞা যাব।**
**একাকী যাইব, কাহোঁ সঙ্গে না লইব ॥ ৫ ॥**

**কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায়।**
**সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥ ৬ ॥**

ভক্তের নিকট ভগবানের তৎপ্রসাদ-যাচ্ঞা ঃ—

**প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা, না মানিবা 'দুঃখ'।**
**তোমা-সবার 'সুখে', পথে হবে মোর 'সুখ' ॥" ৭ ॥**

স্বরূপ ও রায়ের প্রভুকে নিবেদন ঃ—

**দুইজন কহে,—"তুমি ঈশ্বর 'স্বতন্ত্র'।**
**যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ 'পরতন্ত্র' ॥ ৮ ॥**

ভক্তের সুখেই ভগবৎপ্রীতি ঃ—

**কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে।**
**'তোমার সুখে আমার সুখ'—কহিলা আপনে ॥ ৯ ॥**

ভগবৎপ্রীতিতেই ভক্তসুখ ঃ—

**আমা-দুঁহার মনে তবে বড় 'সুখ' হয়।**
**এক নিবেদন যদি ধর, দয়াময় ॥ ১০ ॥**

একজন বৈষ্ণব-বিপ্রকে সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

**'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।**
**ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি' ॥ ১১ ॥**

**বনপথে যাইতে নাহি 'ভোজ্যান্ন'-ব্রাহ্মণ।**
**আজ্ঞা কর,—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥" ১২ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবন যাইতে যাইতে (পথিস্থিত) বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিদিগকে কৃষ্ণ-জল্পনায় প্রেমোন্মত্ত করত শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করাইয়াছিলেন।

১২। ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ—যাঁহার অন্ন ভোজ্য অর্থাৎ যাঁহার অন্নভোজনে দোষ নাই, এরূপ ব্রাহ্মণ।

### অনুভাষ্য

১। গৌরঃ বৃন্দাবনং গচ্ছন্ (গন্তুঃ বহির্গতঃ সন্) বনে (ঝারি-খণ্ডারণ্যপথে) ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ (ব্যাঘ্রগজমৃগ-পক্ষ্যাদীন্) প্রেমোন্মত্তান্ (কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্টান্) সহ-উন্নৃত্যান্ (গৌরেণ সহ উদ্দণ্ডনৃত্যপরান্) কৃষ্ণজল্পিনঃ (কৃষ্ণকৃষ্ণেত্যুচ্চারিণঃ) বিদধে (কারিতবান্)।

প্রভুর নিজ কাহাকেও সঙ্গে লইতে অনিচ্ছা, মনোমত সঙ্গীর লক্ষণ-নির্দ্দেশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব ।**
**একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥ ১৩ ॥**
**নূতন সঙ্গী হইবেক,—স্নিগ্ধ যাঁর মন ।**
**ঐছে যবে পাই, তবে লই 'এক' জন ॥" ১৪ ॥**

স্বরূপের বলভদ্র ভট্ট ও তাঁহার জনৈক সঙ্গী ও ভৃত্য-বিপ্রকে নির্ব্বাচন ও সঙ্গে লইতে প্রার্থনা ঃ—

**স্বরূপ কহে,—"এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য ।**
**তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥ ১৫ ॥**

প্রভুসঙ্গে কর্ম্মবুদ্ধিপ্রবল সরল বিপ্রকে আত্ম-শোধন-সুযোগ-প্রদান ঃ—

**প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ।**
**ইঁহার ইচ্ছা আছে 'সর্ব্বতীর্থ' করিতে ॥ ১৬ ॥**

বলভদ্র ও তৎসঙ্গী বিপ্রের কৃত্য নির্দ্দেশ ঃ—

**ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক 'ভৃত্য' ।**
**ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥ ১৭ ॥**
**ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় 'সুখ' ।**
**বন-পথে যাইতে তোমার কোন নাই 'দুঃখ' ॥ ১৮ ॥**
**সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন ।**
**ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥" ১৯ ॥**

প্রভুর স্বীকার ঃ—

**তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ।**
**বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥ ২০ ॥**

রাত্রিতে জগন্নাথাজ্ঞা-গ্রহণ, রাত্রিশেষে গোপনে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

**পূর্ব্বরাত্র্যে জগন্নাথ দেখি' 'আজ্ঞা' লঞা ।**
**শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥ ২১ ॥**

প্রাতে বিরহ-ব্যাকুল ভক্তগণের প্রভুর অন্বেষণ ঃ—

**প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ।**
**অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হঞা ॥ ২২ ॥**

স্বরূপকর্ত্তৃক ভক্তগণকে নিবারণ ও ভক্তগণের নিবৃত্তি ঃ—

**স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ ।**
**নিবৃত্ত হঞা রহে সবে, জানি' প্রভুর মন ॥ ২৩ ॥**

প্রভুর বনপথে গমন-বর্ণন ; প্রভুর কৃপায় পশুপক্ষিগণেরও উদ্ধার ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তি ঃ—

**প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা ।**
**'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥ ২৪ ॥**
**নির্জ্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা ।**
**হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥ ২৫ ॥**
**পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ ।**
**তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥ ২৬ ॥**
**দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয় ।**
**প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ॥ ২৭ ॥**
**একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ।**
**আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥ ২৮ ॥**
**প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ।**
**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥**
**আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান ।**
**মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥ ৩০ ॥**
**প্রভু জলে কৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ।**
**'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥ ৩১ ॥**
**সেই জলবিন্দু-কণা লাগে যার গায় ।**
**সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করে, প্রেমে নাচে, গায় ॥ ৩২ ॥**
**কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ।**
**দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥ ৩৩ ॥**
**পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন ।**
**মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥ ৩৪ ॥**
**ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে ।**
**প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥ ৩৫ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। পূর্ব্বের ন্যায় আমার সঙ্গে কালা-কৃষ্ণদাস আদির যাইবার প্রয়োজন নাই ; পরন্তু স্নিগ্ধান্তঃকরণ কোন নূতন সঙ্গীকে লইতে পারি।

১৯। বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র ও জলপাত্র ।

## অনুভাষ্য

১৪-১৫। স্নিগ্ধ—(ভাঃ ১।১।৮)—"ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" শ্লোকে 'স্নিগ্ধস্য'-শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ 'প্রেমবতঃ" লিখিয়াছেন।

## অনুভাষ্য

২৬। মহাভাগবতের অদ্বয়জ্ঞানোপলব্ধিতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ ও তজ্জনিত ভয় বা হিংসার অভাবহেতু এবং নিজ-সেব্য-কৃষ্ণভজনে তাঁহার নিত্য অধিষ্ঠানহেতু সর্ব্বত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ অর্থাৎ আত্মীয়-দর্শনফলে নিজ-ব্যতীত অপর কৃষ্ণসম্বন্ধিবস্তু-গণের দ্বারাও তিনি প্রীতির পাত্র বা আত্মীয়রূপে গণিত হন, সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির অভাব বা হিংসার অবকাশ নাই। ঝারিখণ্ড-পথে প্রভুরও সর্ব্বদা মহাভাগবতোচিত 'ব্রজে কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টা' লক্ষিত হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ৩৬ ॥

**হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত ।**
**ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥ ৩৭ ॥**

**দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন'-স্মৃতি হৈল ।**
**বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥ ৩৮ ॥**

বৃন্দাবনে অদ্বয়-জ্ঞানের বিরোধী ভাব নাই ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৩।৬০)—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্-তর্ষণাদিকম্ ॥ ৩৯ ॥

**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ, করি' প্রভু যবে বলিল ।**
**'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥**

**নাচে, কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে ।**
**বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে ॥ ৪১ ॥**

**ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ।**
**মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥ ৪২ ॥**

**কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ।**
**তা-সবাকে তাঁহা ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥ ৪৩ ॥**

**ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া ।**
**সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥**

**'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি ।**
**বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত,সেই ধ্বনি শুনি' ॥ ৪৫ ॥**

ঝারিখণ্ডে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমকে উদ্ধার বা কৃষ্ণভক্তি-প্রদান ঃ—

**'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ।**
**কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥ ৪৬ ॥**

**যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি ।**
**সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥ ৪৭ ॥**

প্রভুমুখে কীর্ত্তিত শ্রীনাম-শ্রবণকারীর কৃষ্ণভক্তিলাভ, তন্মুখে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধারায় লোকোদ্ধার ঃ—

**কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ।**
**তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥ ৪৮ ॥**

প্রভুর গমনপথে শ্রবণ-কীর্ত্তন-পারম্পর্য্যে সকলের বৈষ্ণবত্ব-লাভ ঃ—

**সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে ।**
**পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে ॥ ৪৯ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্র-বেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

৩৯। যে-স্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধচেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র বাস করে এবং কৃষ্ণের আরাম-(নিত্য-বিহার) স্থান বলিয়া ক্রোধ-তৃষ্ণাদি যে-ধামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, (ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন)।

## অনুভাষ্য

৩১। কৃত্য—স্নান এবং মন্ত্রজপ-স্মরণাদি।

৩৬। শরৎকাল উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ বনে-বনে বেণুনিনাদ-পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করায়, তাঁহার বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসঙ্গ-কাম-ব্যাকুলা হইয়া গোপীগণের গীতি,—

হে সখি, মূঢ়মতয়ঃ (মূঢ়া বিবেকহীনা মতিঃ যাসাং তথা-ভূতাঃ) অপি (তির্য্যগ্জাতয়োঽপি) এতাঃ হরিণ্যঃ (মৃগ্যঃ) ধন্যাঃ (কৃতার্থাঃ সন্তি) স্ম,—যাঃ (হরিণ্যঃ) বেণুরণিতং (বেণুনাদম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) সহকৃষ্ণসারাঃ (কৃষ্ণসারৈর্মৃগৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতাঃ এব) উপাত্তবিচিত্রবেশম্ (উপাত্তাঃ স্বীকৃতাঃ বিচিত্রাঃ বেশাঃ বনমালা-বর্হাপীড়া-গুঞ্জাবতংসাদিরূপাঃ যেন তং) নন্দ-নন্দনং [ প্রতি ] প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়সহিতৈঃ অবলোকনৈঃ) বিরচিতাং (ভূষিতাং) পূজাং দধুঃ (কৃতবত্যঃ)।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। ঝারিখণ্ড—তন্নামক প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন-গমন-পথে বন্য-প্রদেশবিশেষ (বর্ত্তমান আটগড়, ঢেঙ্কানল, আঙ্গুল, লাহারা, কিয়োঞ্ঝড়, বামড়া, বোনাই, গাঙ্গপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পর্ব্বত-জঙ্গলময় রাজ্য)।

## অনুভাষ্য

৩৯। ব্রজের গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে হরণ করিয়া ব্রহ্মা ত্রুটীকাল-পরে পুনরায় ব্রজেই পরমৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট গো-বৎস ও বৎসপালকগণকে কৃষ্ণসহ ক্রীড়ারত দেখিয়া কৃষ্ণমায়ায় অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক স্বীয় মায়া-যবনিকা তুলিয়া লইলে ব্রহ্মা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই মহৈশ্বর্য্যময় শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিলেন,—

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ (স্বাভাবিকাঽপ্রতিকার্য্য-বৈরবন্তোঽপি) নৃ-মৃগাদয়ঃ (নরাঃ সিংহাদয়ঃ) মিত্রাণি ইব সহ আসন্ (মিথঃ স্থিতবন্তঃ), [ তথাভূতম্ ] অজিতবাস-দ্রুত-রুট্তর্ষণাদিকম্ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসঃ সদাবস্থানং তেন নিজমহিম্না দ্রুতং পলায়িতং রুট্তর্ষণাদিকং ক্রোধলোভতৃষ্ণাদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতং —বৃন্দাবনমপশ্যদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ)।

বহিরঙ্গ-লোকের নিকট প্রেমচেষ্টা গোপন করিলেও প্রভুর দর্শন ও নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণেই লোকের ভক্তি লাভ ঃ—

**যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে ।**
**প্রেম 'গুপ্ত' করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥ ৫০ ॥**
**তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ।**
**সকল দেশের লোক হইল 'বৈষ্ণবে' ॥ ৫১ ॥**

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই লোকোদ্ধার সাধন ঃ—

**গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশে গিয়া ।**
**লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥ ৫২ ॥**

ঝারিখণ্ডে নিতান্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ লোকেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

**মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড ।**
**ভিন্নপ্রায় লোক তাঁহা পরম-পাষণ্ড ॥ ৫৩ ॥**
**নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ।**
**চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৫৪ ॥**

প্রভুর মহাভাগবতোচিত ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

**বন দেখি' ভ্রম হয়—এই 'বৃন্দাবন' ।**
**শৈল দেখি' মনে হয়—এই 'গোবর্দ্ধন' ॥ ৫৫ ॥**
**যাঁহা নদী দেখে, তাঁহা মানয়ে—'কালিন্দী' ।**
**মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥ ৫৬ ॥**

ভট্টের প্রভু-সেবা ঃ—

**পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল ।**
**যাঁহা যেই পায়েন, তাঁহা লয়েন সকল ॥ ৫৭ ॥**

পথে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণেরই প্রভু-সেবা ঃ—

**যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ ।**
**পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ৫৮ ॥**
**কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে ।**
**কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥ ৫৯ ॥**

দৈক্ষ-ব্রাহ্মণগণের প্রভুসেবা ঃ—

**যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা 'শূদ্রমহাজন' ।**
**আসি' সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥ ৬০ ॥**

বনপথে আহারাদির ব্যবস্থা ঃ—

**ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন ।**
**বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥ ৬১ ॥**
**দুই-চারিদিনের অন্ন রাখেন সংহতি ।**
**যাঁহা শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥ ৬২ ॥**
**তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক ।**
**ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥ ৬৩ ॥**
**পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে ।**
**মহাসুখ পান, যে দিন রহেন নির্জ্জনে ॥ ৬৪ ॥**

ভট্টের প্রভুসেবা ও তৎসঙ্গী প্রভুর বাহক ঃ—

**ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে 'দাস' ।**
**তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস ॥ ৬৫ ॥**

ঝরণায় প্রভুর ত্রিসন্ধ্যা-স্নান ও ইন্ধনাগ্নিতে শীত-নিরাবণ ঃ—

**নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার ।**
**দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥ ৬৬ ॥**

ভট্টকে প্রভুর পূর্ব্ব বৃন্দাবন-যাত্রা-বিবরণ বর্ণন ঃ—

**নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন ।**
**সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥ ৬৭ ॥**
**"শুন, ভট্টাচার্য্য,—আমি গেলাঙ বহু-দেশ ।**
**বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ ॥ ৬৮ ॥**
**কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা ।**
**বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥ ৬৯ ॥**
**পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাঙ বিচার ।**
**মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥ ৭০ ॥**
**ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ।**
**ভক্তগণে সঙ্গে লঞা যাব 'বৃন্দাবন' ॥ ৭১ ॥**
**এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলুঁ গমন ।**
**মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥ ৭২ ॥**
**ভক্তগণে লঞা তবে চলিলাঙ রঙ্গে ।**
**লক্ষকোটি লোক তাঁহা হৈল আমা-সঙ্গে ॥ ৭৩ ॥**

---

### অনুভাষ্য

৪৮। আন—অন্যব্যক্তি।

৫৩। ভিন্নপ্রায়—সুসভ্য সমাজ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ 'প্রায় অসভ্য'।

৫৫-৫৬। মধ্য, ৮ম পঃ ১১, ২৭৩ ও ২৭৬ সংখ্যা এবং ভাঃ ১০।৩০।৯ ও ১০।৩৫।৯ শ্লোক প্রভৃতি বিশেষভাবে আলোচ্য।

৬০। যে-স্থলে শৌক্রবিপ্রের অভাব, তথায় 'শূদ্রমহাজন' অর্থাৎ শৌক্রশূদ্র হইলেও যাঁহারা 'দৈক্ষ-ব্রাহ্মণাদি' মহাজন, তাঁহাদেরই গৃহে ভট্টাচার্য্যের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণের বিধিমতে শৌক্রবিপ্রের গৃহ ব্যতীত অন্যত্র ভিক্ষা-গ্রহণের বিধি না থাকিলেও, যে-স্থানে বৈষ্ণব-বিপ্রের অভাব, তথায় শৌক্রসাবিত্র্য-জন্ম গণনা না করিয়া মহাপ্রভু 'বৈষ্ণবত্ব' বা শুদ্ধভক্তি লক্ষ্য করিয়াই দৈক্ষ্য-বিপ্রাদির দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

**সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ।**
**তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লঞা আইলা ॥ ৭৪ ॥**

কৃষ্ণকৃপা-মহিমোক্তি ঃ—

**কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময় ।**
**কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন 'সুখ' নাহি হয় ॥" ৭৫ ॥**

ভট্টের সেবায় প্রভুর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ঃ—

**ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ।**
**"তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল ॥" ৭৬ ॥**

ভট্টের দৈন্যোক্তি ও স্তব ঃ—

**তেঁহো কহেন,—"তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি 'দয়াময়' ।**
**অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥ ৭৭ ॥**
**মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা ।**
**কৃপা করি' মোর হাতে 'প্রভু' ভিক্ষা কৈলা ॥ ৭৮ ॥**
**অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান ।**
**'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান্ ॥" ৭৯ ॥**

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।১) ভাবার্থ-দীপিকায়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥ ৮০ ॥

সেবাদ্বারা ভট্টের প্রভু-তোষণ ঃ—

**এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ।**
**প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥ ৮১ ॥**

কাশীতে আসিয়া প্রভুর মণিকর্ণিকায় স্নান ঃ—

**এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা 'কাশী' ।**
**মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥ ৮২ ॥**

তৎকালে তপনমিশ্রেরও স্নান এবং প্রভুদর্শনে বিস্ময় ঃ—

**সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান ।**
**প্রভু দেখি' হৈল তাঁর বিস্ময় কিছু জ্ঞান ॥ ৮৩ ॥**
**'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু কর্য়াছেন সন্ন্যাস' ।**
**নিশ্চয় করিয়া, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮৪ ॥**

পরে হর্ষাশ্রু ঃ—

**প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন ।**
**প্রভু তারে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৫ ॥**

প্রভুকে লইয়া মিশ্রের বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধবদর্শন ঃ—

**প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।**
**তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥ ৮৬ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। যাঁহার কৃপা বোবাকে (মূককে) বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই 'পরমানন্দ-স্বরূপ' মাধবকে আমি বন্দনা করি।

### অনুভাষ্য

৮০। যৎ (যস্য) কৃপা (অনুকম্পা) মূকং (বাক্‌শক্তিহীনমপি) বাচালং (বাক্‌পটুং কৃষ্ণকীর্ত্তনরতং) করোতি, পঙ্গুং (চলচ্ছক্তি-হীনমপি) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (কৃষ্ণভজনায় অসাধ্য-মপি সাধয়তীত্যর্থঃ), পরমানন্দ-মাধবং (শ্রীবিষ্ণুস্বামিনোঽন্বয়ং শ্রীপরমানন্দস্বামিনং স্বেষ্টদেবং শ্রীভগবন্তম্) অহং বন্দে।

৮২। কাশী—নামান্তর, 'বারাণসী' বা 'অবিমুক্ত', অতি প্রাচীন পুরী—"অসিশ্চ বরুণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে। বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে। অসেশ্চ বরুণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।।"*

মণিকর্ণিকা—বিষ্ণুকর্ণ হইতে, কাহারও মতে, শিবকর্ণ হইতে 'মণি' এই ঘাটে পতিত হওয়ায় ইহার নাম—'মণি-কর্ণিকা' ; কাহারও মতে—ভবরোগ-বৈদ্য বিশ্বনাথ কাশীবাসী মুমূর্ষু লোকের কর্ণে তারকব্রহ্ম 'রাম'নাম দিয়া তাহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া, এই তীর্থের নাম 'মণিকর্ণিকা'। "নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং বারাণস্যাং বিশেষতঃ। তত্রাপি মর্ণিকর্ণাখ্যং তীর্থং বিশ্বেশ্বরপ্রিয়ম্।।" কাশী-খণ্ডে—"সংসারিচিন্তামণিরত্র যস্মাৎ তং তারকং সজ্জনকর্ণিকায়াম্। শিবোঽভিধত্তে সহসান্তঃকালে তদ্-গীয়তেঽসৌ মণিকর্ণিকেতি।। মুক্তিলক্ষ্মীমহাপীঠমণিস্তচ্চরণা-জয়োঃ। কর্ণিকেয়ং তত প্রাহুর্য্যাং জনা মণিকর্ণিকাম্।।"*

৮৬। বিন্দুমাধব—প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির ; অধুনা 'বেণীমাধব' নামে প্রসিদ্ধ মন্দির—'পঞ্চগঙ্গা'র উপরে অবস্থিত। 'পঞ্চনদী' অর্থাৎ ধূতপাপা, কিরণা, সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা—এই পঞ্চনদীর মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গাই প্রকাশ্যভাবে প্রবহমানা। প্রাচীন বিন্দু-মাধব-মন্দিরকে,—যাহা শ্রীমহাপ্রভু দর্শন করেন, কথিত আছে 'হিন্দুবিদ্বেষী' মুঘল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব বিধ্বস্ত করিয়া একটী বৃহৎ মজীদ স্থাপন করেন। বর্ত্তমান মন্দিরের পার্শ্বেই প্রকাণ্ড প্রাচীন মজীদ।

শ্রীমন্দিরে চতুর্ভুজ শ্রীনারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবী-বিগ্রহ ও

---

** হে মহামুনে, সত্যযুগে বরুণা ও অসি (নদীদ্বয়) যে-সময়ে ক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কাশিকা সেইসময় হইতে আরম্ভ করিয়া বরুণা ও অসির সঙ্গম লাভ করিয়া 'বারাণসী' এই নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।*

** যেহেতু এইস্থানে সংসারিগণের চিন্তামণি-স্বরূপ শ্রীশিব মৃত্যুকালে সহসা সজ্জনগণের কর্ণিকায় (কর্ণে) সেই তারকব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তন করেন, সেহেতু এইস্থান 'মণিকর্ণিকা' এই নাম ধারণ করিয়াছে। আবার মুক্তিরূপা লক্ষ্মী এই মহাপীঠের মণিস্বরূপ। তাঁহার চরণকমলের ইহা কর্ণিকা বলিয়া মানবগণ ইহাকে মণিকর্ণিকা বলিয়া থাকেন।*

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও প্রভু-লাভে মিশ্রের আনন্দ ঃ—

**ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ।**
**সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥ ৮৭ ॥**

সবংশে প্রভুপাদোদক-পান ও ভট্টকে সম্মান ঃ—

**প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ।**
**ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮ ॥**

ভট্টদ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা দান ঃ—

**প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল ।**
**বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥ ৮৯ ॥**

আহারান্তে প্রভুর শয়ন, রঘুনাথের প্রভুপাদ-সম্বাহন ঃ—

**ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।**
**মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদসম্বাহন ॥ ৯০ ॥**

সবংশে প্রভুর ভুক্তশেষ-গ্রহণ, চন্দ্রশেখরের আগমন ঃ—

**প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল ।**
**'প্রভু আইলা' শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥ ৯১ ॥**

চন্দ্রশেখরের পরিচয় ঃ—

**মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস ।**
**বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥ ৯২ ॥**

চন্দ্রশেখরের প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

**আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন ।**
**প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি' কৈল আলিঙ্গন ॥ ৯৩ ॥**

চন্দ্রশেখরের প্রভুসমীপে স্বীয় দুঃখ নিবেদন ঃ—

**চন্দ্রশেখর কহে,—"প্রভু, বড় কৃপা কৈলা ।**
**আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥ ৯৪ ॥**

হরিভজন-কথা-বিহীন কাশী—শুষ্ক মায়াবাদীর আবাস-স্থলী ঃ—

**আপন-'প্রারব্ধে' বসি' বারাণসী-স্থানে ।**
**'মায়া', 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥ ৯৫ ॥**

মিশ্রকে মানদান ঃ—

**ষড়্দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ।**
**মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণকথা ॥ ৯৬ ॥**

প্রভুর প্রতি কাতরোক্তি ঃ—

**নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ।**
**'সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর' তুমি দিলা দরশন ॥ ৯৭ ॥**
**শুনি'—'মহাপ্রভু' যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে ।**
**দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥" ৯৮ ॥**

মিশ্রের প্রভুপ্রতি নিবেদন ঃ—

**মিশ্র কহে,—"প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা ।**
**মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥" ৯৯ ॥**

ভক্তবশ ভগবান্ ঃ—

**এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ।**
**ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন-দশে ॥ ১০০ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯০। তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ—যিনি পরে 'ভট্ট গোস্বামী' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন—তিনি প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন।

৯২। লিখনবৃত্তি—পুঁথি নকল করিয়া অর্থোপার্জ্জন।

৯৮। তার'—উদ্ধার কর। ভৃত্য দুইজনে—চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্র, এই দুই জনকে।

### অনুভাষ্য

তৎসম্মুখে শ্রীগরুড়ের এবং পার্শ্বে শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণাদি ও শ্রীহনুমানের শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান। বোম্বাই প্রদেশে মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত সাতারা-জেলার দেশীয় করদ রাজ্য আউন্ধের বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুগত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র 'প্রতিনিধি' শ্রীমন্ত বালাসাহেব পন্থ মহারাজই শ্রীবিগ্রহসেবার ও মন্দিরের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন। অদ্যাবধি প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ এই রাজবংশের হস্তে শ্রীবেণীমাধবের সেবা-ভার ন্যস্ত বলিয়া কথিত ; এই বংশীয় প্রথম সেবায়েত 'প্রতিনিধি'র নাম—মহারাজ জগজীবন রাও সাহেব।

৮৭। (তপনমিশ্রের) ঘরে—কাশীতে অবস্থানকালে শ্রীমন্ মহাপ্রভু অতি নিকটবর্ত্তী 'পঞ্চনদী-ঘাটে' স্নানাদি করিয়া সর্ব্বাগ্রে শ্রীবিন্দুমাধব-জীউর দর্শন করিতেন, তৎপর শ্রীতপন-মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ঐ মন্দির হইতে কিছু দূরে যে-বটবৃক্ষের নিম্নে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্রাম করিতেন বলিয়া প্রবাদ, তাঁহার নাম-অনুসারে উহা পরে "চৈতন্যবট" এবং ক্রমশঃ "যতনবট" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত, শুনা যায়। বর্ত্তমানকালে তথায় একটী গলির ভিতর শ্রীবল্লভাচার্য্যেরই একটী সমাধিস্থান দেখা যায় ; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কোন স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায় না। বল্লভাচার্য্যও তাঁহার অনুগত ভক্তগণের নিকট 'মহাপ্রভু'-নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'যতনবটে' অবস্থান করিতেন, কিন্তু শ্রীচন্দ্রশেখরের ভবন, শ্রীতপনমিশ্রের গৃহ, মায়াবাদি-দলপতি প্রকাশানন্দ-সরস্বতীর স্থান প্রভৃতির চিহ্ন পর্য্যন্ত এখন লুপ্ত ; তবে কিয়দ্দূরে কলিকাতা-নিবাসী পরলোকগত শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও শ্যালিকাপতি শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই বর্ত্তমান সেবা চলিতেছে।

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রের আগমন ও প্রভুর আনুগত্য ঃ—

**মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।**
**প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥ ১০১ ॥**

প্রভুকে ভিক্ষা দিতে মায়াবাদী অবৈষ্ণব-
বিপ্রের অযোগ্যতা ঃ—

**বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে।**
**প্রভু কহে,—"আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে ॥" ১০২॥**

আচার্য্য-লীলাকারী প্রভুর মায়াবাদিসঙ্গ ত্যাগ ঃ—

**এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।**
**সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥ ১০৩ ॥**

প্রকাশানন্দের বহুশিষ্যসঙ্গে মায়াবাদ-ব্যাখ্যা ঃ—

**প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।**
**'বেদান্ত' পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥ ১০৪ ॥**

তৎসমীপে এক বিপ্রের প্রভু-চরিত্র-বর্ণন ঃ—

**এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার।**
**প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥ ১০৫ ॥**
**"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।**
**তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥ ১০৬ ॥**

ঈশ্বর-লক্ষণসমূহ প্রভুতে বিরাজমান ঃ—

**সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন।**
**প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥ ১০৭ ॥**
**আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।**
**যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥ ১০৮ ॥**

ভাগবত-কথিত ঈশ্বর বা মহাভাগবত-লক্ষণনিচয়
প্রভুতে বিদ্যমান ঃ—

**তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—'এই নারায়ণ'।**
**যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১০৯ ॥**
**'মহাভাগবত'-লক্ষণ শুনি ভাগবতে।**
**সে-সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥ ১১০ ॥**
**'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।**
**দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥ ১১১ ॥**
**ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।**
**ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জ্জন ॥ ১১২ ॥**

অলৌকিক-নামরূপগুণলীলাযুক্ত কৃষ্ণচৈতন্য ঃ—

**জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।**
**নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥ ১১৩ ॥**

## অনুভাষ্য

৯৫। প্রারব্ধে—কাশী 'শৈব' বা পঞ্চোপাসকগণের সর্ব্ব-প্রধান 'তীর্থ' হইলেও তথায় শ্রীহরিভজনের কথা না থাকায়, উহা গৌরভক্তের বসবাসের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য—(ভাঃ ৫।১৯।৩); সুতরাং চন্দ্রশেখর অতি-দুঃখের সহিত স্বীয় প্রাক্তন-দুষ্কৃতিফলেই তথায় বাস করিতেছেন, বলিলেন ; এস্থলে গর্হণার্থেই 'প্রারব্ধ' কথাটী ব্যবহৃত।

(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ১ম লঃ)—"দুর্জ্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।" শুদ্ধভগবদ্ভক্ত আপনাকে প্রারব্ধ বা 'প্রাক্তন-কর্ম্মফলভুক্' বলিয়া অভিহিত করিলেও তিনি স্বয়ং অন্যান্য যমদণ্ড্য মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় আদৌ শুভাশুভ-কর্ম্ম-ফলভোগী নহেন। নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধের ত' কথাই নাই , সাধকাবস্থাতেও জীবের সাধনভক্তি—'ক্লেশঘ্নী' ('পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'—এই ত্রিবিধ-ক্লেশ-বিধ্বংসিনী) ; যথা পদ্মপুরাণে—"অপ্রারব্ধ-ফলং পাপং কুটং বীজং ফলোন্মুখম্। ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্।।" ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের "দুর্গম-সঙ্গমনী"টীকাও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

৯৬। ষড়্দর্শন—১। কণাদঋষি-কৃত 'বৈশেষিক'-দর্শন, ২। গৌতমঋষি-কৃত 'ন্যায়'-দর্শন, ৩। পতঞ্জলিঋষি-কৃত 'যোগ-দর্শন, ৪। কপিলঋষি-কৃত 'সাংখ্য' দর্শন, ৫। জৈমিনীঋষি-কৃত 'পূর্ব্ব-(কর্ম্ম) মীমাংসা', ৬। মহর্ষি বেদব্যাস-কৃত 'উত্তর- (ব্রহ্ম) মীমাংসা' বা 'বেদান্ত'।

৯৮। প্রভুর অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও প্রভুর প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রমোক্তি।

১০০। দিন দশে—কাশীতে তপনমিশ্রের গৃহে প্রভুর এ-যাত্রায় (মধ্য ১ম পঃ ২৩৯ সংখ্যায়) চারি দিবস অবস্থানের কথা উল্লিখিত।

১০৪। প্রকাশানন্দ—শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে কাশীবাসী এক-দণ্ডী শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩য় অঃ—'হস্ত', 'পদ', 'মুখ' মোর নাহিক 'লোচন'। বেদ মোরে এইমত করে বিড়ম্বন।। কাশীতে পড়ায় বেটা 'প্রকাশানন্দ'। সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড।। বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে। সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে।। সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ—পবিত্র। 'অজ', 'ভব' আদি গায় যাঁহার চরিত্র।। 'পুণ্য' পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে। তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে।।" ঐ মধ্য ২০শ অঃ—"সন্ন্যাসী 'প্রকাশানন্দ' বসয়ে কাশীতে। মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে।। পড়ায় 'বেদান্ত', মোর 'বিগ্রহ' না মানে। কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে, তবু নাহি জানে।। 'সত্য' মোর লীলা-কর্ম্ম', সত্য মোর 'স্থান'। ইহা 'মিথ্যা' বলে,মোরে করে খান্-খান্।।" শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর

শ্রদ্ধাবানের ঈশ্বর-দর্শনেই তৎকৃপায় তচ্চেষ্টানুভব, শুধু তর্কপন্থায় শ্রবণ নিষ্ফলমাত্র ঃ—

**দেখিলে সে জানি তাঁর 'ঈশ্বরের রীতি'।**
**অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি??" ১১৪ ॥**

প্রভুর চরিত-শ্রবণে তর্কপন্থী প্রকাশানন্দের প্রভুকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা অবজ্ঞা ঃ—

**শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।**
**বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥ ১১৫ ॥**

স্বীয় মায়াবাদ-হলাহল-উদ্গার ঃ—

**"শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।**
**কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥ ১১৬ ॥**
**'চৈতন্য'-নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।**
**দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥ ১১৭ ॥**
**যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।**
**ঐছে মোহন-বিদ্যা—যে দেখে, সে মোহে ॥ ১১৮ ॥**
**সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।**
**শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥ ১১৯ ॥**
**'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী!**
**'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥ ১২০ ॥**
**'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।**
**উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥" ১২১ ॥**

প্রভুনিন্দা-শ্রবণে বিপ্রের 'কৃষ্ণ'স্মরণপূর্ব্বক স্থান-পরিত্যাগ ঃ—

**এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।**
**'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা ॥ ১২২ ॥**

প্রভু-দর্শন ফলে শুদ্ধচিত্ত বিপ্রের প্রভু-সকাশে সমস্ত ঘটনা-বর্ণন ঃ—

**প্রভুর দরশনে শুদ্ধ হঞাছে তাঁর মন।**
**প্রভু-আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ ॥ ১২৩ ॥**

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ঃ—

**শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।**
**পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা ॥ ১২৪ ॥**

মায়াবাদীর প্রকৃতিসম্বন্ধি গৌণ-নামোচ্চারণেই যোগ্যতা, তুরীয় বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণে অযোগ্যতা ঃ—

**"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।**
**সেহ তোমার নাম জানে,—আপনে কহিল ॥ ১২৫ ॥**
**তোমার 'দোষ' করিতে করে নামের উচ্চার।**
**'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার ॥ ১২৬ ॥**

চিদ্বিলাসে অবিশ্বাস-হেতু মায়াবাদীর মুখে অবজ্ঞা-ভরেই শ্রীনাম উচ্চারিত হওয়ায় নামাপরাধ-হেতু উহা অশ্রাব্য ঃ—

**তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে।**
**'অবজ্ঞা'তে নাম লয়, শুনি' পাই দুঃখে ॥ ১২৭ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২০। ভাবকালি—ভাবুকের স্বভাব।

১২১। যে-সকল ব্যক্তি শাস্ত্রবিধির শৃঙ্খল উৎসন্ন করিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে থাকিলে ইহলোক ও পরলোক, দুইলোকই নাশ পায়।

### অনুভাষ্য

শ্রীগুরুদেব ও পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীরামানুজীয়ারস্বামী শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং ইনি কখনও 'এক' ব্যক্তি নহেন।

১১৬-১২১। ভাবুক—এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম চমৎকারময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভাবের সহিত মনোধর্ম্মের অনুশীলনরত কৃত্রিম ও স্বল্পকালস্থায়ী উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলতাময় ভাবকে 'এক' বলিয়া জ্ঞান করায় মায়াবাদী প্রকাশানন্দের এই বিশেষণ-উক্তি। মায়াবাদী শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-নর্ত্তন-বাদনকেও প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-তোষণপর তৌর্য্যত্রিকের সহিত এক বা সমান এবং ষড়্‌রিপুদাস্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়প্রচেষ্টা-মাত্র জ্ঞান করায় 'অপরাধী' বা 'পাষণ্ডী'-শব্দবাচ্য ; সুতরাং নিত্য স্বধর্ম্ম করায়

### অনুভাষ্য

কৃষ্ণানুশীলনের কৃষ্ণ-সম্বন্ধি উপকরণ-পরিত্যাগহেতু তিনি—"ফল্গু-বৈরাগী"।

১২৫। তার—প্রকাশানন্দের।

১২৬-১২৭। দোষ—নিন্দা। 'ব্রহ্ম', 'চৈতন্য', 'আত্মা', 'পরমাত্মা', 'জগদীশ', 'ঈশ্বর', 'বিরাট্', 'বিভু', 'ভূমা', 'বিশ্বরূপ', 'ব্যাপক' প্রভৃতি নাম ঐসকল নামগ্রহণকারীর প্রতীতিতে কৃষ্ণের ঔদার্য্য বা মাধুর্য্যের সূচনা না করিয়া ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ সূচনা করায়, ঐ সকল নামে মুখ্যকৃষ্ণনাম-সমূহের প্রতীতির ন্যায় চৈতন্য-রসবিগ্রহত্বের স্ফূর্ত্তি নাই ; সুতরাং মায়াবাদী বা প্রকৃতির উপাসকগণ—চরমে তত্ত্ববস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব বা চিদ্বিলাস-রাহিত্য অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর চিন্ময় নামরূপগুণলীলা ও পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অদ্বয়জ্ঞানত্বে অবিশ্বাস ও সংশয় পোষণ করায় (এবং) ভগবান্ কৃষ্ণের মুখ্যনামসমূহকেই একমাত্র 'সাধ্য' ও 'সাধন' বলিয়া শ্রদ্ধা না করায়,—মহা-অপরাধী। তাহাদের মুখে কোন পরমার্থকথা-শ্রবণ কোন নিত্য চরম-কল্যাণার্থীরই কর্ত্তব্য নহে।

প্রভু-সমীপে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

**ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি' ।**
**তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥" ১২৮ ॥**

মায়াবাদী—সেবা-বিবাদী বা অপরাধী, সুতরাং তন্মুখে কৃষ্ণনাম আসে না ঃ—

**প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ।**
**'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥ ১২৯ ॥**

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপের অদ্বয়জ্ঞানত্ব এবং জীবনাম, জীবমূর্ত্তি ও জীবস্বরূপের পার্থক্য-বর্ণন ঃ—

**অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।**
**'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত 'সমান' ॥ ১৩০ ॥**
**'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ।**
**তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥ ১৩১ ॥**
**দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ' ।**
**জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ ১৩২ ॥**

শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ ঃ—
পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণতনু ও কৃষ্ণবিলাস—অপ্রাকৃত, চিন্ময় ও স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

**অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস' ।**
**প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ ১৩৪ ॥**

কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা—একই বস্তু ঃ—

**'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা'বৃন্দ ।**
**কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥ ১৩৫ ॥**

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা—শুদ্ধভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য, তর্কপন্থায় অক্ষজজ্ঞানে অগম্য ঃ—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥ ১৩৬ ॥

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৯-১৩২। প্রভু কহিলেন,—মায়াবাদী জীবতত্ত্বকে 'অপ্রাকৃত' না মানিয়া মায়াচ্ছন্ন-ব্রহ্মখণ্ডকে 'জীব' বলিয়া স্থির করে এবং ব্রহ্মকে 'নির্ব্বিশেষ' জানিয়া (সচ্চিদানন্দ) ভগবদ্-বিগ্রহকেও 'মায়াময়-বিগ্রহ' বলে। ইহাতেই মায়াবাদী কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাকে 'অনিত্য' জানিয়া মহা-অপরাধী হইয়াছে। কৃষ্ণের 'মুখ্যনাম' পরিত্যাগ করিয়া 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' ইত্যাদি 'গৌণনাম' সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে ; যদিও বা কখনও 'গোবিন্দ', 'মাধব', 'কৃষ্ণ' এই 'মুখ্যনাম'সকল তাহার মুখে বাহির হয়, তথাপি তাহার জ্ঞানদোষে (কৃষ্ণনামকে অবিশ্বাসবশতঃ অন্যান্য প্রাকৃত বা জাগতিক শব্দবিশেষ বলিয়া জ্ঞানহেতু তাহার মুখে) চিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের 'নাম' কখনই (বাহির) হয় না। বস্তুতঃ কৃষ্ণের নাম ও কৃষ্ণের স্বরূপ—দুইই চিদ্বস্তু, অর্থাৎ নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ —তিনই চিদানন্দময়। বদ্ধজীবের দেহটী—জীবরূপ 'দেহী' হইতে 'পৃথক্' এবং তাহার পিতৃদত্ত 'নাম'ও তাহার 'আত্মা' বা 'স্বরূপ' হইতে 'পৃথক্ ও জড়াশ্রিত'; কিন্তু কৃষ্ণে সেরূপ নহে, অর্থাৎ কৃষ্ণের যিনি 'দেহ' তিনিই 'দেহী', যিনি 'নাম' তিনিই 'নামী'। কৃষ্ণে মায়া বা মায়াপ্রসূত জড়সম্বন্ধ না থাকায় 'দেহ-দেহী' বা 'নাম-নামী'র মধ্যে ভেদ অসম্ভব ; বদ্ধজীবের পক্ষেই দেহ-দেহী বা নাম-নামীর (মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান) অর্থাৎ জীবেই 'নাম' 'দেহ' ও 'স্বরূপে'র পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম বিদ্যমান।

## অনুভাষ্য

১২৯। মায়াবাদী—আদি, ৭ম পঃ ২৯ সংখ্যা এবং ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৩। কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণ-চৈতন্য-রসের বিগ্রহস্বরূপ ; তাহা—পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক-বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয় ; তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয় ; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না ; যেহেতু নাম-নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

১৩৬। অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয় ; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

## অনুভাষ্য

১৩৩। নাম-নামিনোঃ (নাম চ নামী কৃষ্ণঃ চ তয়োঃ নাম্না সহ নামিনঃ কৃষ্ণস্য) অভিন্নত্বাৎ (ভেদাভাবাৎ) [কৃষ্ণ] নাম—চিন্তামণিঃ (সকল-সেবাভীষ্টপ্রদাতা), কৃষ্ণঃ (সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপঃ কৃষ্ণ এব), চৈতন্যরসবিগ্রহঃ (চিন্ময়রসমূর্ত্তিঃ, ন তু অচিজ্জড়-বৈরস্যাশ্রয়ঃ, তস্য মায়াতীতত্বাৎ, মায়ামিশ্রণ-যোগ্যতাভাবাৎ), পূর্ণঃ (মায়য়া খণ্ডনানর্হতনুঃ), শুদ্ধঃ (মায়য়াবিমিশ্রঃ, ব্যুদস্তমায়ঃ), নিত্যমুক্তঃ (সদা জড়াতীতঃ)।

১৩৪। কৃষ্ণের দেহ, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের বিলাস বা পরিকরবৈশিষ্ট্যাদি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া সত্ত্বাদিগুণত্রয়াভিমানী জীবের জড়ীয় রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাদির গ্রাহ্য নহে অর্থাৎ জীবের ফলভোগপ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যবস্তু নহে ; সমস্তই স্বতঃপ্রকাশবস্তু, নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময়। গুণান্তর্গত জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে

পরম-চমৎকার কৃষ্ণমাধুর্য্য—ব্রহ্মজ্ঞেরও আকর্ষক ঃ—

**ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।**
**ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥ ১৩৭ ॥**

কৃষ্ণলীলা-মাধুর্য্যাকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মরাত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২।১২।৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ১৩৮ ॥

পরম চমৎকার কৃষ্ণগুণ—আত্মারামেরও আকর্ষক ঃ—

**ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।**
**অতএব আকর্ষয় আত্মারামের মন ॥ ১৩৯ ॥**

মুক্তপুরুষগণও কৃষ্ণপদে সমাকৃষ্ট ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণচরণ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞেরও মনোহারিণী ঃ—

**এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।**
**আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে ॥ ১৪১ ॥**

নারায়ণ-পদ-তুলসী ব্রহ্মজ্ঞ চতুঃসনেরও দেহ-মনের শুদ্ধসাত্ত্বিক-বিকারকারিণী ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।১৫।৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ১৪২ ॥

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। 'আমিই ব্রহ্ম'—এই বুদ্ধি যাঁহাদের উদিত হয়, তাঁহাদের মায়া-চিন্তা দূরীভূত হইয়া চিৎস্বরূপ-ব্রহ্মে অবস্থিতিরূপ একটু সুখোদয় হয় বটে ; কিন্তু, যাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ ও কৃষ্ণলীলা-রূপ চিন্ময় রস-বিলাস হৃদয়ে উদয় করাইতে পারেন, তাঁহারা 'ব্রহ্মানন্দ' হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ পূর্ণানন্দলীলারস ভোগ করেন। অতএব পূর্ণানন্দলীলারস-স্বরূপ কৃষ্ণলীলা সহসা ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করিয়া আত্মবশ করিয়া ফেলে।

১৩৮। যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপ-স্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিল-পাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

### অনুভাষ্য

পরস্পর জড়ীয় পার্থক্য আছে, একত্ব নাই ; কিন্তু অধোক্ষজ কৃষ্ণে তাদৃশ 'ভেদ' নাই।

১৩৬। অতঃ (কৃষ্ণ-নামাদিনা সহ কৃষ্ণস্য প্রাকৃত-ভেদাভাবাৎ), শ্রীকৃষ্ণনামাদি (শ্রীকৃষ্ণনামরূপগুণলীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যম্) ইন্দ্রিয়ৈঃ (প্রাকৃতভোগপরৈর্নেত্রকর্ণনাসাজিহ্বা-ত্বগাদিভিঃ) গ্রাহ্যং (রূপশব্দগন্ধরসস্পর্শাদিবিষয়ীকৃতং) ন ভবেৎ (কর্হিচিৎ ন স্যাৎ)। (ননু অস্যৈবাধোক্ষজত্বাৎ সর্ব্বথেদং জড়-ভোগপরেন্দ্রিয়াণামলভ্যঞ্চ, তর্হি কথমেতৎ কীদৃশানাং জীবানামাশ্রয়িতব্যমিতি চেৎ, তত্রাহ—) সেবোন্মুখে (অপ্রাকৃতবুদ্ধ্যা শুদ্ধকৃষ্ণভজন-প্রবৃত্তে) জিহ্বাদৌ (শুদ্ধসত্ত্বময়ে ইন্দ্রিয়ে) হি (খলু) অদঃ (কৃষ্ণনামাদি) স্বয়মেব স্ফুরতি (প্রকটয়তি)।

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪২। সেই অরবিন্দ-নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্ক-মিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

### অনুভাষ্য

১৩৮। শুশ্রূষু শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট শ্রীভাগবত-বর্ণন শেষ করিয়া মহাভাগবত শ্রীসূত-গোস্বামী স্বীয় গুরুদেব ব্রহ্মরাত শ্রীল শুক-গোস্বামীকে প্রণাম করিতেছেন,—

স্বসুখনিভৃতচেতাঃ (স্বস্য আত্মনঃ সুখেন নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ, আত্মারাম ইত্যর্থঃ) তদ্ব্যুদস্তান্যভাবঃ (তৎ তেনৈব আত্মারামত্বেন ব্যুদস্তঃ সম্যগ্-দূরীকৃতঃ অন্যভাবো ব্রহ্মেতরে অন্যস্মিন্ বস্তুনি ভাবঃ রতিঃ যস্য তথাভূতঃ) অপি অজিত-রুচিরলীলাকৃষ্টসারঃ (অজিতস্য কৃষ্ণস্য রুচিরাভিঃ মনোজ্ঞাভিঃ লীলাভিঃ আকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখগতং স্থৈর্য্যং যস্য সঃ) যঃ তত্ত্বদীপং (পরমার্থভূত-বস্তু-প্রকাশকং) তদীয়ং (ভগবল্লীলাময়ং) পুরাণং (দশবিধলক্ষণময়-সন্দর্ভাত্মকং শ্রীমদ্ভাগবতং) কৃপয়া (লোকস্যা-জানতঃ হিতায়, সুকৃতিবতাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষয়া বা) ব্যতনুত (প্রকটিতবান্), তম্ অখিলবৃজিনঘ্নং (সর্ব্বপাপনুদং) ব্যাসসূনুং (দ্বৈপায়নাত্মজং বৈয়াসকীং শুকদেবং) নতঃ অস্মি (প্রণমামি)।

১৪০। মধ্য, ষষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৪২। মৈত্রেয়-বিদুর-সংবাদে দিতিগর্ভপ্রভাবে বিভীষিকা-ত্রস্ত দেবগণের নিকট ব্রহ্মা দিতির গর্ভস্থ অসুরদ্বয়ের আদি-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছেন,—পূর্ব্বে একদা ব্রহ্মর্ষি চতুঃসন বা কুমারগণ শ্রীনারায়ণ-দর্শনাভিলাষে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়া সপ্তম-

মায়াবাদী নিত্য কৃষ্ণসেবা-বিরোধী বলিয়া শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনে অনধিকারী ঃ—

**অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে ।**
**মায়াবাদিগণ যাতে মহা বহির্ম্মুখে ॥ ১৪৩ ॥**

প্রেমবন্যায় কাশী-প্লাবনার্থ প্রভুর আগমন ঃ—

**ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে ।**
**গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥ ১৪৪ ॥**

লৌল্যমূল্যেই প্রভুর প্রেম-বিতরণ-প্রতিজ্ঞা ঃ—

**ভারী বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব ?**
**অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে, এথাই বেচিব ॥" ১৪৫ ॥**

বিপ্রকে কৃপানন্তর প্রভুর মথুরায় যাত্রা ঃ—

**এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি' ।**
**প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥ ১৪৬ ॥**

তিনজনের প্রভুর অনুগমন ও প্রভুর আগ্রহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল ।**
**দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥ ১৪৭ ॥**

তিনজনের একত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

**প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া ।**
**প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥ ১৪৮ ॥**

প্রয়াগে আসিয়া স্নানান্তে বিন্দুমাধব-দর্শনে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

**'প্রয়াগে' আসিয়া প্রভু কৈল নদী-স্নান ।**
**'মাধব' দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥ ১৪৯ ॥**

যমুনা-দর্শনে ব্রজলীলার উদ্দীপন-হেতু ঝম্পপ্রদান, ভট্টকর্ত্তৃক উত্তোলন ঃ—

**যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ।**
**আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥ ১৫০ ॥**

প্রয়াগে তিনদিন লোকোদ্ধার ঃ—

**এইমত তিনদিন প্রয়াগে রহিলা ।**
**কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১৫১ ॥**

মথুরার পথে লোকোদ্ধার ঃ—

**'মথুরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায় ।**
**কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥ ১৫২ ॥**

দক্ষিণ-দেশের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশকেও উদ্ধার ঃ—

**পূর্ব্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা ।**
**'পশ্চিম'-দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা ॥ ১৫৩ ॥**

যমুনা-দর্শনমাত্র ঝম্পপ্রদান ঃ—

**পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা-দর্শন ।**
**তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥ ১৫৪ ॥**

মথুরা-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

**মথুরা-নিকটে আইলা—মথুরা দেখিয়া ।**
**দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৫ ॥**

বিশ্রাম-ঘাটে স্নান ও যোগপীঠে কেশব-দর্শন ঃ—

**মথুরা আসিয়া কৈল 'বিশ্রাম-তীর্থে' স্নান ।**
**'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৬ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৫। চিন্ময় নামরসের ভাজন—অতিশয় ভারী বোঝা ; পূর্ণ শ্রদ্ধা-মূল্যে তাহা আমি জীবের নিকট বিক্রয় করি। ব্যাপারীর পক্ষে এত ভারী বোঝা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়াও সুকঠিন, সুতরাং অল্প-স্বল্প মূল্য অর্থাৎ শ্রদ্ধাভাসরূপ মূল্য পাইলেই এইস্থলে বেচিয়া যাইব।

১৪৯। মাধব—বেণীমাধব।

## অনুভাষ্য

কক্ষায় 'জয়' ও 'বিজয়'-নামক দ্বারপালদ্বয়-কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায়, (তাহাদের) ভেদবুদ্ধিজনিত হিংসা-প্রবৃত্তি-নিবন্ধন ক্রোধভরে তাহাদিগকে অসুর-যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য শাপ প্রদান করিলেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ পদ্মনাভ তাহা জ্ঞাত হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বয়ংই লক্ষ্মীর সহিত তথায় আগমন করায় ঋষিগণ স্বীয় ব্রহ্মসমাধির ফল আরাধ্যদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণকে পুরোবর্ত্তী দেখিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহাদের ন্যায় আত্মারাম ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাব-বিকার-বর্ণন,—

অরবিন্দনয়নস্য (পদ্মলোচনস্য) তস্য (ভগবতঃ) পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ (পদারবিন্দয়োঃ চরণকমলয়োঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মিশ্রা যা তুলসী, তস্যাঃ মকরন্দেন সংযুক্তঃ সমীরণঃ) স্ববিবরেণ (নাসারন্ধ্রেণ) অন্তর্গতঃ (অন্তঃপ্রবিষ্টঃ সন্) অক্ষরজুষাং (নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরাণাম্ অপি) তেষাং (সনকাদীনাং কুমারাণাং) চিত্ততন্বোঃ (মনঃশরীরয়োঃ) সংক্ষোভং (চিত্তে হর্ষং দেহে রোমাঞ্চাদিকং) চকার (অজীজনৎ)।

১৪৫। অল্প-স্বল্প-মূল্য—কৃষ্ণসেবায় লৌল্য, লোভ বা রুচি; উহা আত্মসমর্পণ ব্যতীত লাভ করা যায় না। মধ্য, ৮ম পঃ ৭০ সংখ্যায় ধৃত পদ্যাবলী-শ্লোকটী এস্থলে আলোচ্য।

১৪৯। প্রয়াগ,—'প্রকৃষ্টঃ যাগঃ যাগফলং যস্মাৎ' ; তীর্থরাজ, গঙ্গা ও যমুনা-সঙ্গম বা 'ত্রিবেণী'—বর্ত্তমান এলাহাবাদ-দুর্গের কিছুদূরে প্রাচীন 'প্রতিষ্ঠানপুর' বা বর্ত্তমান 'ঝুঁসী'।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৬। বিশ্রামতীর্থ—প্রসিদ্ধ বিশ্রামঘাট ; জন্মস্থানে কেশব—শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে শ্রীকেশবজীর মূর্ত্তি।

প্রভুর প্রেমাবেশ-দর্শনে লোকের বিস্ময় ঃ—

প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘনে হুঙ্কার ।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥ ১৫৭ ॥

একবিপ্রের প্রভুর আনুগত্যে প্রেমাবেশে নৃত্যগান ঃ—

একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া ।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥ ১৫৮ ॥

উভয়ের নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকুলি ।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি বাহু তুলি' ॥ ১৫৯ ॥

লোকের কোলাহল, পূজারীর প্রভুগলে মালা-প্রদান ঃ—

লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল ।
'কেশব'-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥ ১৬০ ॥

প্রভুর প্রেমকে 'অলৌকিক' বলিয়া লোকের প্রতীতি ঃ—

লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময় ।
ঐছে হেন প্রেম 'লৌকিক' কভু নয় ॥ ১৬১ ॥

অলৌকিকত্বের কারণ-নির্দ্দেশ ঃ—

যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা ॥ ১৬২ ॥

নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ঃ—

সর্ব্বথা নিশ্চিত—ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার ।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥ ১৬৩ ॥

সেই বিপ্রের প্রেমদর্শনে পরিচয়-জিজ্ঞাসা ঃ—

তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৬৪ ॥
"আর্য্য, সরল তুমি—বৃদ্ধব্রাহ্মণ ।
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন ??" ১৬৫ ॥

স্বীয় গুরুদেব শ্রীমাধবেন্দ্রের পরিচয়-প্রদান ঃ—

বিপ্র কহে,—"শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা-নগরী ॥ ১৬৬ ॥
কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে আইলা ।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা ॥ ১৬৭ ॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়' ।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয় ॥" ১৬৮ ॥

গুরুজ্ঞানে প্রভুর বিপ্রকে বন্দনা, বিপ্রের ভয়
ও সম্ভ্রমভরে প্রভু-প্রণাম ঃ—

শুনি' প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন ।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৬৯ ॥

মর্য্যাদা-রক্ষক প্রভুর গুরুসমীপে দীনতা প্রদর্শন ঃ—

প্রভু কহে,—"তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য'-প্রায় ।
'গুরু' হঞা 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায় ॥" ১৭০ ॥

বিপ্রের ভয় ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা ।
"ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা ॥ ১৭১ ॥

প্রভুকে মাধবেন্দ্রসহ সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বিপ্রের অনুমান ঃ—

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি ।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর—জানি ॥ ১৭২ ॥

মাধবেন্দ্র-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যত্র কৃষ্ণপ্রেমা অলভ্য ঃ—

কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা, যাঁহা তাঁহার 'সম্বন্ধ' ।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ ॥" ১৭৩ ॥

ভট্টকর্ত্তৃক প্রভুর গুরুপরিচয় প্রদান ঃ—

তবে ভট্টাচার্য্য তারে 'সম্বন্ধ' কহিল ।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুকে স্বগৃহে আনয়ন ও সেবন ঃ—

তবে বিপ্র প্রভুরে লঞা আইলা নিজ-ঘরে ।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥ ১৭৫ ॥

বিপ্রের সদৈন্য ভট্টদ্বারা অন্নপাক, শুদ্ধভক্তির অনুকূল দৈব-
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালক প্রভুর যথার্থ শাস্ত্রতাৎপর্য্য-
কীর্ত্তনদ্বারা লোকশিক্ষা-প্রদান ঃ—

ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইলা রন্ধন ।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥ ১৭৬ ॥

পুরীর কৃপালব্ধ বিপ্রগৃহে প্রভুর ভিক্ষাবিলাষ ঃ—

"পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে কর্য়াছেন ভিক্ষা ।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ,—এই মোর 'শিক্ষা' ॥"১৭৭॥

আচার্য্যের আচরণই লোকের আদর্শ ঃ—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩।২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ১৭৮ ॥

শৌক্রকুল-সম্বন্ধে সেই বিপ্র—অভোজ্যান্ন ঃ—

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেইত' ব্রাহ্মণ ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥ ১৭৯ ॥

'বৈষ্ণব' বা শুদ্ধব্রাহ্মণজ্ঞানে তাঁহাকে পুরীর শিষ্যত্বে স্বীকার ঃ—

তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব'-আচার ।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥ ১৮০ ॥

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৯। পশ্চিমদেশে বৈশ্যগণ কয়েকভাগে বিভক্ত,—'আগরওয়ালা', 'কালওয়ার', 'সানোয়াড়' ইত্যাদি। তন্মধ্যে

## অনুভাষ্য

১৬৫-১৭৪। পূর্ব্বে প্রভুকেও পাণ্ঢরপুরে শ্রীরঙ্গপুরীর এইরূপ উক্তি—মধ্য, ৯ম পঃ ২৮৯ ও ২৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর তদ্গৃহে ভোজনাভিলাষ-শ্রবণে বিপ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

**মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল।**
**দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥ ১৮১ ॥**
**"তোমারে 'ভিক্ষা' দিব—বড় ভাগ্য সে আমার।**
**তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥ ১৮২ ॥**

বিপ্রের গৌরপ্রেম এবং অদৈব-বর্ণাশ্রমীকে গর্হণ ঃ—

**'মূর্খ'-লোক করিবেক তোমার নিন্দন।**
**সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥" ১৮৩ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আগরওয়ালাই অতিশুদ্ধ ; কালওয়ার, সানোয়াড় প্রভৃতি শ্রেণী—নিজ-নিজ কার্য্যদোষে পতিত। ঐ কালওয়ার ও সানোয়াড়দিগকে যাঁহারা যাজন করেন, তাঁহাদিগকেই 'সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি বলে। 'সানোয়াড়-শব্দে 'সুবর্ণবণিক', তাহাদের যাজক-ব্রাহ্মণেরাই 'সানোড়িয়া-(বর্ণ) ব্রাহ্মণ'। যাজনদোষে পতিত হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণদিগের গৃহে সন্ন্যাসিগণ ভোজন করেন না।

### অনুভাষ্য

১৭৮। আদি, ৩য় পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮২। মধ্য, ১০ম পঃ ১৩৬-১৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৩। সেই শুদ্ধভক্ত বিপ্র শৌক্র-সম্বন্ধে জলাচরণীয় না হইলেও ভক্তির অনুকূল দৈব-বর্ণাশ্রমে ও সত্যে প্রতিষ্ঠা-হেতু তিনি নির্ভয়ে, মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারিগণকে 'মূর্খ' ও 'দুষ্ট' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই, এইস্থলে তাঁহার দৈন্যপূর্ব্বক প্রচলিত বিষ্ণু-বিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের পদাবলেহন-চেষ্টা নাই।

১৮৪। একমত,—অদ্বয়-জ্ঞানের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত সত্য-ধর্ম্মই 'নিত্য' 'সনাতন' ও 'এক' ; তথায় 'উপেয়' বা 'সাধ্য' যেমন এক, 'উপায়' বা 'সাধন' বা 'পন্থা'ও তদ্রূপ 'এক' বা তদভিন্ন। 'ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম',—আত্মদর্শন ছাড়িয়া বহির্দর্শন-মূলে প্রত্যেক জীবের পরস্পর পৃথক্ দেহ ও মনের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম।

১৮৫। সাধু বা মহাজন,—মহদ্ব্যক্তিকে 'মহাজন' বলে। পারমার্থিক ও জাগতিক বিচারে 'মহৎ'-সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা বর্ত্তমান। বদ্ধজীবের মনোধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের ধারণায় যাঁহারা তাহার ইন্দ্রিয়ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন-প্রদানকারী, তাঁহারাই 'মহাজন' বলিয়া তাহার নিকট বিবেচিত হন। ব্যবসায়ীর নিকট 'উত্তমর্ণ' মহাজন হইতে পারেন, ভোগপর কর্ম্মীর নিকট 'জৈমিন্যাদি-ঋষি' বা বিভিন্ন মতপোষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ;

মনোধর্ম্মীর বিভিন্ন পথ-বর্ণন ঃ—

**প্রভু কহে,—"শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।**
**সবে 'এক'-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥ ১৮৪ ॥**

লোকহিতার্থই সজ্জনের আচরণ, অতএব মাধবেন্দ্রের প্রদর্শিত পথই একমাত্র নিশ্চয়ার্থক বা বাস্তব-সত্যপ্রদ ঃ—

**ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।**
**পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥" ১৮৫ ॥**

### অনুভাষ্য

চিত্তনিরোধাভিলাষিগণের নিকট 'পতঞ্জল্যাদি ঋষি' ; শুষ্কজ্ঞান-পন্থিগণের নিকট নিরীশ্বর কপিল, বশিষ্ঠ, দুর্ব্বাসা বা দত্তাত্রেয় প্রভৃতি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ; রজস্তমোগুণাশ্রিতগণের নিকট পাশব-বল-দৃপ্ত বিষ্ণুবিরোধকার্য্যে অতুলনীয় অধ্যবসায়ী হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও তৎপুত্র মেঘনাদ, জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ, একলব্য ও কর্ণাদি গুরুভক্তগণ ; যোষিৎ-সঙ্গপ্রিয় পুরুষাভিমানিগণের নিকট দক্ষাদি স্ত্রীপূজক প্রজাপতিগণ ; জাগতিক লোকের নিকট দৈহিক ও মানসিক রোগ, শোক, দুঃখ, ভয় বা ফল্গু অভাব-দূরীকরণে অভিলাষী বা অনুরাগি-ব্যক্তিগণ মহাজন বলিয়া বৃত হইতে পারেন ; প্রকৃতি-বিমোহিত জীবের নিকট বিষ্ণুসম্বন্ধ-বিহীন 'দার্শনিক', 'বৈজ্ঞানিক', 'ঐতিহাসিক', 'সাহিত্যিক', 'কবি', 'বাগ্মী, 'সমাজপতি' বা 'দেশনেতা' মহাজন বলিয়া নির্ণীত হইতে পারেন, আত্মবঞ্চিত ব্যক্তিগণের নিকট পরমার্থভূত আত্মবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিকে শুক্রশোণিতে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাসী অর্থাৎ শুধু শৌক্র-বংশের দোহাই দিয়া আত্ম-জ্ঞান-জননী ভগবদ্ভক্তির বা গুরুত্বের দাবিকারি-বঞ্চক ও ভাড়াটিয়া অর্থগৃধ্নুগণ ; 'ঢঙ্গবিপ্রে'র ন্যায় শ্রীহরিদাসতুল্য যথার্থ সাধুর বিরোধী ও তাঁহার অপ্রাকৃত হরিভজন-চেষ্টার কৃত্রিম বহিরনুকরণ-কারিগণ ; বুজরুকী ও কুহক-বিদ্যাভিজ্ঞগণ ; পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, বৎস, বক, অঘ, ধেনুক, কালীয়, প্রলম্ব প্রভৃতি অসুরগণ ; অথবা বিষ্ণু-বিরোধী পৌণ্ড্রক, শৃগাল-বাসুদেব, দৈত্যগুরু শুক্র, নাস্তিক চার্ব্বাক, বেণ, সুগত, অর্হৎ প্রভৃতি এবং গৌর-কৃষ্ণের বাস্তব-সত্যত্বে বা তাঁহার পরমেশ্বরত্বে অবিশ্বাসকারী বঞ্চকগণ তদনু-করণে আপনারাই অথবা বঞ্চিতদিগের বিষ্ণুবিরোধী মনোধর্ম্মের অনুকূল মনোহর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা—নিজেদের অবতারত্ব প্রতিপাদন বা ঘোষণা করাইবার ইচ্ছা করিয়া মূর্খ বঞ্চিত দুর্ভাগার নিকট মহাজন বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন। ফলতঃ, ভগবদ্ভক্তিহীনের নিকট ঐরূপ 'অন্যাভিলাষী', 'কর্ম্মী, 'শুষ্কজ্ঞানী', 'অভক্ত-যোগী' বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোভী ব্যক্তিগণ 'মহাজন' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, সত্য ; কিন্তু

## অনুভাষ্য

নিরস্ত-কুহক পরম-সত্য বা বাস্তব-বস্তুর প্রতিপাদনকারী নির্ম্মৎসর শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, (৬।৩।২৫)—"প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্। ত্রয্যাং জড়ীকৃত-মতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ।।" অর্থাৎ, জগতে যে-সকল কর্ম্মী 'মহাজন' বলিয়া প্রখ্যাত, সেই সকল ধর্ম্মবক্তৃগণ ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য জানেন না। তাঁহাদের বুদ্ধি—ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা বিমোহিত ; তাই তাঁহারা বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তিকে অনাদর করিয়া প্রকৃতির উপাসনামূলক বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডে নিযুক্ত এবং মায়াজালে আবদ্ধ। ঐসকল মহাজনের মতি—ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদের আপাতরমণীয় মধুর অর্থবাদ-বাক্যে জড়ীকৃত ; সেইসকল ব্যক্তি প্রাকৃত-লোকের ধারণায় 'মহাজন' বলিয়া কল্পিত হইলেও ইঁহারা পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নিত্যসেবা-বুদ্ধিযুক্ত নহেন।

জগতের লোক 'কর্ম্মবীর' বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, 'ধর্ম্মবীর' বলিয়া সম্মান পাইতে পারেন, 'জ্ঞানবীর' বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, 'বৈরাগ্য ও ত্যাগের আদর্শ' বলিয়া পূজিত হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—(ভাঃ ৩।২৩।৫৬) "নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" অর্থাৎ, এই জগতে যে কর্ম্মবীর 'ধর্ম্মে'র জন্য কর্ম্ম না করেন, যে ধর্ম্মবীর 'বিরাগে'র জন্য 'ধর্ম্ম' না করেন, যে ত্যাগবীর 'শ্রীবিষ্ণুপ্রীত্যর্থে ভোগত্যাগ' না করেন, সে ব্যক্তি—'জীবন্মৃত'। বস্তুতঃ, হরিতোষণের নামই 'সেবা' ; আর যে-কর্ম্মে, যে-ধর্ম্মে, যে-ত্যাগে শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রীতি বা সম্বন্ধ নাই, তাহা দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের সেবা, শৌক্র-বংশ বা জাতিগত অদৈব-বর্ণাশ্রমের সেবা, রোগীর সেবা, দরিদ্রের সেবা, নির্ধনের সেবা বা ধনবানের সেবা, স্ত্রীজাতির সেবা, নানা-দেবসেবা প্রভৃতি 'শ্রেষ্ঠ গুণ-সম্পৎ' বা 'প্রাতঃস্মরণীয় কার্য্য'-নামে জগতে প্রচারিত থাকিলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তোষণ' বা 'ভোগ'। জগতের দুর্ভাগ্য—জীবের নিকট এই প্রকার ইন্দ্রিয়তোষণের ইন্ধনপ্রদাতৃগণই, এইরূপ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পোষক বক্তা, প্রচারক বা শাস্ত্রকারগণই 'মহাজন' বলিয়া বিখ্যাত!

প্রকৃত্যাশ্রিত-বুদ্ধিযুক্ত, বাহ্যজগৎ-দর্শনকারী, ইন্দ্রিয়দাস ভবরোগগ্রস্ত জীব তাঁহার বিকৃতবুদ্ধিদ্বারা প্রকৃত মহাজনকে বুঝিতে বা চিনিয়া লইতে পারেন না ; কেননা তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ভ্রমাদি চারিটী-দোষে দুষ্ট।

অনাদিকাল হইতে রক্ত, মাংস বা শুক্রাদি সপ্তধাতুবিশিষ্ট কুণপে 'আত্ম'-বুদ্ধি ও রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গড্ডালিকাপ্রবাহের ন্যায় অক্ষজজ্ঞান-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ঐ প্রকার প্রাকৃত-

## অনুভাষ্য

সহজিয়া-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের ন্যায় মহাজনের বাক্যকেও অনাদর করিয়া, মহাজনের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া, মহাজনকে 'অনুদার' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নিজের অসুবিধা নিজে বরণ করিয়া লইতেছে ; কেহ বা তাহার ইন্দ্রিয়তর্পণমূলা ধারণানুযায়ী কল্পিত-মহাজন সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার, লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী, জীবহিংসা প্রভৃতি অসংখ্য অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে—প্রকৃত 'মহাজন' নির্ণীত না হইলে জীবের কোন চেষ্টাই সুফলপ্রসূ হইতে পারে না। মহাজনের স্বরূপ-নির্ণয়ে—মধ্য ২৫শ পঃ ৫৪-৫৭ সংখ্যায়—'পরমকারণ 'ঈশ্বরে' কেহ নাহি মানে। স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।। তা'তে ছয়দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি। 'মহাজন', যেই কহে সেই সত্য মানি।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাণী অমৃতের ধার। তেঁহো যে কহয়ে 'বস্তু', সেই তত্ত্ব-সার।।" অর্থাৎ সাঙ্খ্য-পাতঞ্জলাদি দর্শন কেহই প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণুকে 'ঈশ্বর' বলিয়া মানেন না ; এক কথায়—তাঁহারা সকলেই 'প্রচ্ছন্ন' বা 'অপ্রচ্ছন্ন" নাস্তিক, অর্থাৎ কেহই 'আস্তিক' নহেন ; তাঁহারা কেবল নিজ-নিজ-মতবাদের বাহাদুরী প্রদর্শন করিবার জন্য তর্কদ্বারা পরমত-খণ্ডন ও স্ব-স্ব-মতবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র ; সুতরাং ঐসকল শাস্ত্রের উপদেষ্টৃগণ জগতে 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহারা 'মহাজন' নহেন—তাঁহারাই অত্যন্ত 'সঙ্কীর্ণ' ও 'অনুদার'।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল তথা-কথিত মহাজনের ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাকৃত অক্ষজজ্ঞানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শুদ্ধভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া বলিবেন,—"ইহা 'গোঁড়ামী'-মাত্র"! তাঁহাদের ধারণা,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু বা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদও পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অন্যতম একটী মহাজন মাত্র! সুতরাং তাঁহারা প্রাকৃত-সহজধর্ম্মের চিন্তা-স্রোতে নিমগ্ন হইয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া যে ঐ প্রকারই সিদ্ধান্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ ও আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যাঁহাদের অপ্রাকৃত স্বরূপধর্ম্ম জাগরিত হইয়াছে, তাঁহারা সেই স্বরূপ-ধর্ম্মের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া প্রত্যেক জীবেরই স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ। মহাভাগবত বা পরমহংসেরই অধোক্ষজ-দর্শন বা সুদর্শন, অতএব সেই নিষ্কিঞ্চনগণই একমাত্র প্রকৃত 'মহাজন'। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীও নিষ্কিঞ্চন মহাজন, তাঁহার আচরণে কোনও প্রকার মৎসরতা বা লোকবঞ্চনা নাই ; তিনি আচরণ করিয়া যাহা প্রচার করিয়াছেন, তৎপ্রদর্শিত সেই দৈব-বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে আদর্শ-জ্ঞানে অনুগমন করিলেই যে নিঃশ্রেয়সার্থী জীবের নিশ্চয়ই মঙ্গল-লাভ ঘটিবে, তাহা মহাপ্রভু দৈব-বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শিক্ষা দিলেন।

শুদ্ধভক্তের পথই অনুসরণীয় ঃ—

মহাভারতে বনপর্ব্ব (৩১৩।১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥১৮৬

বিপ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা ঃ—

**তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।**
**মধুপুরীর লোক-সব প্রভুকে দেখিতে আইল ॥ ১৮৭ ॥**

অসংখ্য লোকের প্রভুদর্শন ঃ—

**লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।**
**বাহির হঞা প্রভু দিল দরশন ॥ ১৮৮ ॥**

প্রভুর কীর্ত্তনে সকলের নৃত্য ঃ—

**বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল'-ধ্বনি।**
**প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥ ১৮৯ ॥**

যমুনার ২৪ ঘাটে স্নানানন্তর প্রভুর বিপ্র-প্রদর্শিত দ্রষ্টব্য-স্থানসমূহ দর্শন ঃ—

**যমুনার 'চব্বিশ-ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান।**
**সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥ ১৯০ ॥**

**স্বয়ম্ভু বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।**
**মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥ ১৯১ ॥**

সেই বিপ্রসঙ্গে দ্বাদশবন দর্শন ঃ—

**'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।**
**সেইত ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥ ১৯২ ॥**
**মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।**
**তাঁহা তাঁহা স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥ ১৯৩ ॥**

গো-পাল দর্শন ও ব্রজলীলা-স্মৃতিতে প্রেমাবেশ ঃ—

**পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।**
**প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥ ১৯৪ ॥**
**গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।**
**বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥ ১৯৫ ॥**
**সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।**
**প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥ ১৯৬ ॥**
**কষ্টে-সৃষ্ট্যে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।**
**প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥ ১৯৭ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬। তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পন্থাকে 'শাস্ত্র-পন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

১৯০। যমুনার ২৪ ঘাট,—(১) অবিমুক্ত, (২) অধিরূঢ়, (৩) গুহ্যতীর্থ, (৪) প্রয়াগতীর্থ, (৫) কনখলতীর্থ, (৬) তিন্দুক, (৭) সূর্য্যতীর্থ, (৮) বটস্বামী, (৯) ধ্রুবঘাট, (১০) ঋষিতীর্থ, (১১) মোক্ষতীর্থ, (১২) বোধতীর্থ, (১৩) গোকর্ণ, (১৪) কৃষ্ণগঙ্গা, (১৫) বৈকুণ্ঠ, (১৬) অসিকুণ্ড, (১৭) চতুঃসামুদ্রিক-কূপ, (১৮) অক্রূরতীর্থ, (১৯) যাজ্ঞিক-বিপ্রস্থান, (২০) কুব্জাকূপ, (২১) রঙ্গস্থল, (২২) মঞ্চস্থল, (২৩) মল্লযুদ্ধ-স্থান ও (২৪) দশাশ্বমেধ।

১৯২। বন—দ্বাদশবন ; শ্রীযমুনার পূর্ব্বভাগে—ভদ্রবন, বিল্ববন, লৌহবন, ভাণ্ডীর-বন ও মহাবন—এই পাঁচটী। যমুনার পশ্চিমভাগে—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন ও বৃন্দাবন—এই সাতটী।

## অনুভাষ্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।১৯-২১)—'দ্বাদশজন' মহাজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। কলিযুগে ভগবদ্ভক্তি-প্রচারক শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চারিজন আচার্য্যই 'মহাজন'। অস্মৎসম্প্রদায়ে গৌড়ীয়েশ্বর শ্রীদামোদরস্বরূপই মূল 'মহাজন'। তদভিন্ন-কলেবর পরমতত্ত্ব-শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়তম শ্রীরূপ-সনাতন বা শ্রীরূপানুগ সাধুজনগণ—সকলেই 'মহাজন'। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর অনুগত শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামীও 'মহাজন'। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব—ইঁহারা সকলেই 'মহাজন'। কিন্তু যাঁহারা এইসকল মহাজনে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ ইঁহাদিগের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ইঁহাদিগকে স্ব-স্ব তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্ররূপে মাপিয়া লইতে বা 'গুরুর উপর গুরুগিরি করিতে' ধাবিত হন, সেইসকল দুর্ভাগা ব্যক্তি ঐ সকল মহাজন হইতে বহুদূরে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়া-দাস্যই তাঁহাদের নিকট 'কল্পিত মহাজনে'র মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাদিগকে ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়কে প্রকৃত সত্যপথ হইতে আবৃত করিয়া বিক্ষিপ্ত করে। সুতরাং শুদ্ধভগবদ্ভক্তের চেষ্টা কখনও তাঁহাদিগের প্রাকৃত-বুদ্ধির ধারণার বিষয় হয় না।

১৮৬। (বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ' ইতি পাঠান্তরঞ্চ দৃশ্যতে)। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ (অস্থিরঃ নাচলঃ), শ্রুতয়ঃ অপি বিভিন্নাঃ (অধিকারভেদেন বিরোধপ্রদর্শনপরাঃ) ; অসৌ ঋষিঃ ন [বাচ্যঃ] যস্য মতং (সিদ্ধান্তঃ) ভিন্নং ন [আসীৎ] ; [এবম্বিধে তর্কপ্রধান-যুগে] ধর্ম্মস্য (সনাতন-জৈবধর্ম্মস্য) তত্ত্বং গুহায়াং

প্রভু-দর্শনে মৃগদম্পত্তির সুখ ঃ—

**মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।**
**ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥ ১৯৮ ॥**

প্রভু-দর্শনে পক্ষিগণের কল-নাদ ও হর্ষ ঃ—

**শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।**
**শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥ ১৯৯ ॥**

বৃক্ষ-লতারও পুলকাশ্রু-বর্ষণ ঃ—

**প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।**
**অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥ ২০০ ॥**
**ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।**
**বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায় ॥ ২০১ ॥**

প্রভু-দর্শনে স্থাবর, জঙ্গম, সকলেরই হর্ষ ও প্রভুসহ ক্রীড়া ঃ—

**প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।**
**আনন্দিত—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥ ২০২ ॥**
**তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।**
**সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তার বশে ॥ ২০৩ ॥**
**প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।**
**পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥ ২০৪ ॥**

কৃষ্ণপ্রেমে প্রমত্ত প্রভু ঃ—

**অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।**
**'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২০৫ ॥**

প্রভুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সকলেরই কৃষ্ণধ্বনি ঃ—

**স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।**
**প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥ ২০৬ ॥**

মৃগসঙ্গে প্রভুর প্রেমক্রন্দন ঃ—

**মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।**
**মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥ ২০৭ ॥**

কৃষ্ণ ও রাধার স্বপক্ষে শুক-শারীর গান-শ্রবণ ঃ—

**বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।**
**তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥ ২০৮ ॥**
**শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।**
**প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥ ২০৯ ॥**

শুকের কৃষ্ণগুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥ ২১০ ॥

**শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।**
**শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥ ২১১ ॥**

শারীর রাধিকা-গুণ-গান ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩০)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥ ২১২ ॥

**পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।**
**তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥ ২১৩ ॥**

---

### অনুভাষ্য

(সাধারণ-লোক-লোচনাগোচর-শুদ্ধসজ্জনসম্প্রদায়িক-হৃদ্-গহ্বরে) নিহিতং (পিহিতং লুক্কায়িতম্; অতঃ) যেন (সৎপথেন) মহাজনঃ (পূর্ব্বতমঃ অধোক্ষজাচ্যুত-সেবকঃ সজ্জনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ) স (এব) পন্থাঃ (শুদ্ধমার্গঃ)।

২১০। যস্য (কৃষ্ণস্য) সৌন্দর্য্যং (মনোহররূপং) ললনালি-ধৈর্য্য-দলনং (ললনালীনাং ব্রজাঙ্গনাসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলং যস্য তৎ), যস্য লীলা (চিদ্বিলাসময়ী ক্রীড়া) রমা-স্তম্ভিনী (রমাং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা), যস্য বীর্য্যং (পরাক্রমঃ) কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং (কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যঃ গিরিরাজঃ গোবর্দ্ধনঃ যেন তৎ), যস্য পারে-পরার্দ্ধং (পরার্দ্ধস্য পারং গতাঃ অপরিমেয়াঃ ইত্যর্থঃ) অমলাঃ (দোষরহিতাঃ) গুণাঃ, অহো যস্য শীলং (চরিতং) সর্ব্বজনানুরঞ্জনং (সর্ব্বেষাং জনানাং ভক্তানাম্ অনুরঞ্জনম্ আনন্দ-বিধায়কং) সঃ অয়ম্ অস্মৎপ্রভুঃ (মাদৃশদাসানাম্ একগতিঃ) বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ (সর্ব্বজনানাং হিতায়

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১০। শ্রীশুক বলিলেন,—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁহার অমল গুণসকল—পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন।

২১২। শারী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্য-গানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজী জগন্মনো-মোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।

### অনুভাষ্য

কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য সঃ) জগন্মোহনঃ (ভুবন-সুন্দরঃ) কৃষ্ণঃ বিশ্বম্ অবতাৎ (রক্ষতু)।

২১২। শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা (প্রেম), স্বরূপতা (অসাধারণ-সৌন্দর্য্যং, স্বম্ আত্মানং রূপ্যতে নিরূপ্যতে যেন তৎ,

শুকের গান,—কৃষ্ণই 'মদনমোহন'—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩১)—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥ ২১৪ ॥

**পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।**
**তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥ ২১৫ ॥**

শারীর গান,—কৃষ্ণের মদনমোহনত্বের মূলে শ্রীরাধা ঃ—

গোবিন্দলীলামৃতে (১৩।৩২)—

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ' ॥ ২১৬ ॥

ময়ূর-দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণরূপ-স্মৃতি ও মূর্চ্ছা ঃ—

**শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।**
**ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥ ২১৭ ॥**

**ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' প্রভুর কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।**
**প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥ ২১৮ ॥**

ভট্টাচার্য্য-সহ ব্রাহ্মণের প্রভুকে শুশ্রূষা ঃ—

**প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।**
**ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥ ২১৯ ॥**

**আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।**
**জলসেক করে অঙ্গে, বস্ত্রের বাতাস ॥ ২২০ ॥**

প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনামোচ্চারণ, প্রভুর চেতন ও অবলুণ্ঠন ঃ—

**প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।**
**চেতন পাঞা প্রভু যা'ন গড়াগড়ি ॥ ২২১ ॥**

ভট্টের যত্নে প্রভু সুস্থ ঃ—

**কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।**
**ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥ ২২২ ॥**

প্রেমাবেশে প্রভুর হরিধ্বনি ঃ—

**কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।**
**'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন ॥ ২২ ॥**

কৃষ্ণনামকীর্ত্তন, প্রভুর যাত্রা ঃ—

**ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র 'কৃষ্ণনাম' গায়।**
**নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥ ২২৪ ॥**

বিপ্রের বিস্ময় ও প্রভুর জন্য চিন্তা ঃ—

**প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।**
**প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥ ২২৫ ॥**

পুরী হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার পথে অধিকতর প্রেমাবেশ ঃ—

**নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।**
**বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ॥ ২২৬ ॥**

তদপেক্ষা মথুরা-দর্শনে, তদপেক্ষা বৃন্দাবন-ভ্রমণে অধিকতর প্রেম ঃ—

**সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দরশনে।**
**লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেণ যবে বনে ॥ ২২৭ ॥**

সাক্ষাৎ বৃন্দাবনে আসিয়া অনুক্ষণ গাঢ়-কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন ঃ—

**অন্য-দেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন'-নামে।**
**সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥ ২২৮ ॥**

অভ্যাসে দৈনিক কৃত্যাদি-সমাপন ঃ—

**প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।**
**স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥ ২২৯ ॥**

প্রভুর ঐ প্রেম অবর্ণনীয় ঃ—

**এইমত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন।**
**একত্র লিখিলুঁ, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥ ২৩০ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১৪। শুক কহিলেন,—হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

২১৬। শারী পরিহাস করিয়া উত্তর করিল,—কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পান, তখনই তিনি—'মদনমোহন'; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদনকর্ত্তৃক মোহিত হন।

### অনুভাষ্য

মহাভাবস্বরূপং বা), সুশীলতা (শোভনং শীলং সুচরিতং) নর্ত্তন-গানচাতুরী (নর্ত্তনং গানঞ্চ তয়োঃ চাতুরী নৈপুণ্যং বৈদগ্ধ্যং বা) গুণালি-সম্পৎ (গুণানাং আলী শ্রেণী, সৈব সম্পত্তিঃ), কবিতা (কবিত্বং)—সর্ব্বা চ জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী (জগন্মনো-মোহনস্য ভুবনমোহনস্য কৃষ্ণস্য মনোমোহিনী আনন্দিনী এব) রাজতে (বিরাজতে)।

### অনুভাষ্য

২১৪। হে শারিকে, বংশীধারী (মুরলীধরঃ) জগন্নারীচিত্তহারী (জগতাং চতুর্দ্দশভুবনানাং নারীণাং চিত্তচৌরঃ) গোপনারীভিঃ (ব্রজাঙ্গনাভিঃ সার্দ্ধং) বিহারী (কেলিরতঃ), সঃ (প্রসিদ্ধঃ) মদনমোহনঃ জীয়াৎ (সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাম্)।

২১৬। হে শুক, যদা কৃষ্ণঃ রাধাসঙ্গে ভাতি (বিরাজতে) তদা [এব] স কৃষ্ণঃ—'মদনমোহনঃ'; অন্যথা (রাধাসঙ্গরহিতঃ সন্ স কৃষ্ণঃ) স্বয়ম্ [এব] বিশ্বমোহঃ (বিশ্বমোহনঃ) অপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ (মদনেন কন্দর্পেণ মোহিতঃ—"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণ-ব্রণখিন্নমানসঃ" ইতি ন্যায়াৎ)।

২১৯। সন্তর্পণ—সযত্নে সেবা।

ইতি অনুভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণকালীন প্রেমবর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

**বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।**
**কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥**

এই পরিচ্ছেদে তাহার দিগ্‌দর্শন বর্ণিত মাত্র ঃ—

**তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।**
**উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥**

কৃষ্ণপ্রীতির গাঢ়ত্বের পরিমাণানুসারে কৃষ্ণচৈতন্য-লীলা-বন্যার স্পর্শ ঃ—

**জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।**
**যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৩। পাথার—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার-পূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল-দর্শন করিবেন না, এইজন্য অন্নকূটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' বাহির করিয়া গোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাঁহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া 'একমাস' ছিলেন—এই প্রস্তাব কবিরাজ-গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীর-বন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করিলেন এবং গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চীরঘাট, আম্‌লিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিতে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে প্রভু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। 'সোরো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন' এই চিন্তা করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোন গ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণকে লইয়া আসিতে আসিতে বিজলী-খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। 'তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে',—এইকথা বলিয়া সে প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ-ভঙ্গ হইলে বিজলী-খাঁর দলের জনৈক ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। বিজলী-খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-ভ্রমণকারী গৌরসুন্দর ঃ—

**বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।**
**আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥**

**জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।**
**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥**

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দপ্রদান করত এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং

অনুভাষ্য

১। গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বস্য অবলোকনৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (স্থাবরা-

ভগবান্ শেষেরও প্রভুর বৃন্দাবন-ভ্রমণকালীন প্রেমবর্ণনে অসামর্থ্য ঃ—

**বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার ।**
**কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥ ২৩১ ॥**

এই পরিচ্ছেদে তাহার দিগ্‌দর্শন বর্ণিত মাত্র ঃ—

**তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ।**
**উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥ ২৩২ ॥**

কৃষ্ণপ্রীতির গাঢ়ত্বের পরিমাণানুসারে কৃষ্ণচৈতন্য-লীলা-বন্যার স্পর্শ ঃ—

**জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।**
**যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥ ২৩৩ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৪ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনং নাম সপ্তদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

২৩৩। পাথার—জলবৃদ্ধিরূপ বন্যা।

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

# অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

*কথাসার*—আরিট্-গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড আবিষ্কার-পূর্ব্বক মহাপ্রভু গোবর্দ্ধনে 'হরিদেব' দর্শন করিলেন। গোবর্দ্ধনের উপরে উঠিয়া গোপাল-দর্শন করিবেন না, এইজন্য অন্নকূটগ্রাম হইতে ম্লেচ্ছভয়ের 'ছল' বাহির করিয়া গোপাল গাঠোলী-গ্রামে আসিলেন। তথায় গিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তবর শ্রীরূপগোস্বামীকে কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিবার জন্য গোপাল তাঁহার অনেকদিন পরে মথুরায় বিঠ্ঠলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া 'একমাস' ছিলেন—এই প্রস্তাব কবিরাজ-গোস্বামী এইস্থলে লিখিয়াছেন। মহাপ্রভু নন্দীশ্বর, পাবন-সরোবর, শেষশায়ী, মেলা-তীর্থ, ভাণ্ডীর-বন, ভদ্রবন, লৌহবন, মহাবন ইত্যাদি দর্শন করিলেন এবং গোকুল দর্শন করিয়া মথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অক্রূরঘাটে বাসা করিয়া প্রতিদিন বৃন্দাবনে গিয়া কালীয়-হ্রদ, দ্বাদশাদিত্য-ঘাট, কেশীঘাট, রাসস্থলী, চীরঘাট, আম্‌লিতলা ইত্যাদি দর্শন করিতে লাগিলেন। কালীয়-হ্রদে রাত্রিতে মৎস্যধারী ধীবরকে 'কৃষ্ণ' ভ্রমে অনেক লোক আসিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হওয়ায় সকলের কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইলে প্রভু সন্ন্যাসীর অর্থাৎ জীবের চিৎকণত্ব স্থাপন করিলেন। অক্রূরঘাটে অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকায় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে ব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে লইয়া যাইবার জন্য স্থির করিলেন। 'সোরো-ক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রয়াগ যাইবেন' এই চিন্তা করিয়া যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কোন গ্রামে পাঠান ঘোড়সোয়ারগণকে লইয়া আসিতে আসিতে বিজলী-খাঁ প্রভুকে প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত দেখিল। 'তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া তাঁহার ধন লইতেছে',—এইকথা বলিয়া সে প্রভুর সঙ্গিগণকে বাঁধিয়া ফেলিল। প্রভুর প্রেমাবেশ-ভঙ্গ হইলে বিজলী-খাঁর দলের জনৈক ম্লেচ্ছাচার্য্যের সহিত কথোপকথন ও শাস্ত্রবিচার হইলে প্রভু 'কোরাণ'-শাস্ত্র হইতেই 'কৃষ্ণভক্তি' স্থাপন করিলেন। বিজলী-খাঁ ও তাঁহার অনুগত সোয়ারগুলি মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করত 'কৃষ্ণভক্ত' হইলেন। সেইস্থানে এখনও 'পাঠান-বৈষ্ণবের গ্রাম' বলিয়া একটী গ্রাম দেদীপ্যমান। সোরোতে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রভু ত্রিবেণীতে পৌঁছিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বৃন্দাবন-ভ্রমণকারী গৌরসুন্দর ঃ—

**বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ ।**
**আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্‌গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥ ১ ॥**

**জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ ।**
**জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥**

**অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য**

১। বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দপ্রদান করত এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং

**অনুভাষ্য**

১। গৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বাবলোকনৈঃ (স্বস্য অবলোকনৈঃ চক্ষুর্ভিঃ) স্থিরচরান্ (স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ) তদালোকাৎ (স্থাবরা-

আরিট্-গ্রামে আসিয়া বাহ্যদশা-প্রাপ্তি ঃ—

**এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।**
**'আরিট্'-গ্রামে আসি' 'বাহ্য' হৈল আচম্বিতে ॥ ৩ ॥**

তথায় রাধাকুণ্ড-বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা, সকলের তদ্বিষয়ে অজ্ঞতা ঃ—

**অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে ।**
**কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥ ৪ ॥**

রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌরকর্ত্তৃক অন্তর্হিত শ্রীরাধাকুণ্ডাবিষ্কার ঃ—

**তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ।**
**দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥ ৫ ॥**
**দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন ।**
**প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥ ৬ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরাধাভিন্ন শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা-স্তব ঃ—

**"সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।**
**তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী' ॥ ৭ ॥**

পদ্মপুরাণ-বাক্য ঃ—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ৮ ॥

**যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।**
**জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥ ৯ ॥**
**সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।**
**তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥ ১০ ॥**
**কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা' ।**
**কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥" ১১ ॥**

শ্রীরাধাকুণ্ড-মহিমা-মাধুর্য্য অবর্ণনীয় ঃ—
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭।১০২)—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুত-মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি ।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥ ১২ ॥

প্রেমাবেশে প্রভুর স্তুতি ঃ—

**এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।**
**তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥ ১৩ ॥**

কুণ্ডমৃত্তিকায় প্রভুর তিলকরচনা, কিছু সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

**কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল ।**
**ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে করি' লৈল ॥ ১৪ ॥**

কুসুম-সরোবরে কৃষ্ণাভিন্ন গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেম ঃ—

**তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর' ।**
**তাঁহা 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ১৫ ॥**
**গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ ।**
**'এক শিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥ ১৬ ॥**

গোবর্দ্ধন-গ্রামে হরিদেব-দর্শন ঃ—

**প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম ।**
**'হরিদেব' দেখি' তাঁহা হইলা প্রণাম ॥ ১৭ ॥**
**'মথুরা'-পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস ।**
**'হরিদেব' নারায়ণ—আদি পরকাশ ॥ ১৮ ॥**
**হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা ।**
**সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥ ১৯ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

৩-৫। আরিট্গ্রাম, যথায় অরিষ্টাসুরের বধ হইয়াছিল, তথায় আসিয়া 'রাধাকুণ্ড কোথায়?'—এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ; কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না এবং সঙ্গের ব্রাহ্মণও তাহা জানিত না। তাহাতে সেই তীর্থ 'লুপ্ত' হইয়াছে জানিয়া নিকটস্থ দুই ধান্যক্ষেত্রে যে অল্প অল্প জল ছিল, তাহাতে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ স্নান করিলেন। অতএব সেই ধান্যক্ষেত্রই যে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড, তাহা সূচিত হইল।

## অনুভাষ্য

দীনাম্ অবলোকং প্রাপ্য) আত্মানঞ্চ নন্দয়ন্ পরিতঃ (ইতস্ততঃ) অভ্রমৎ।

৩। আরিট্—'অরিষ্ট'-গ্রাম, বর্ত্তমান 'অরিঙ্'।

৮। আদি ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২। সেই রাধাকুণ্ড-সরসী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় অদ্ভুত গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নান করিলে (শ্রীকৃষ্ণে) শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ হয় ; অতএব এই জগতে শ্রীরাধা-কুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারেন?

১৫। সুমনঃ-সরোবর—কুসুম-সরোবর।

## অনুভাষ্য

১২। শ্রীরাধা ইব তদীয়-সরসী (রাধাকুণ্ডং) স্বৈঃ অদ্ভুতৈঃ (অপূর্ব্বৈঃ) গুণৈঃ হরেঃ (কৃষ্ণস্য) প্রেষ্ঠা (পরমপ্রীতিপ্রদা) ;— যস্যাং (সরস্যাং) শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ) তয়া (রাধয়া সহ) প্রীত্যা অনিশম্ (অবিরতং) ক্রীড়তি ; বত (অহো ইতি বিস্ময়ার্থে) যস্যাং (সরস্যাং) সকৃৎ (বারমেকং) স্নানকৃৎ (অবগাহনকারী) অস্মিন্ (কৃষ্ণে) রাধিকা ইব প্রেমা লভতে

প্রভুদর্শনে সকলের বিস্ময় ; হরিদেব-সেবকের প্রভুপূজা ঃ—

**প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার ।**
**হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥ ২০ ॥**

ব্রহ্মকুণ্ডে বলভদ্রের রন্ধন, প্রভুর স্নানাহার ঃ—

**ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল ।**
**ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥ ২১ ॥**

হরিদেব-মন্দিরে রাত্রিযাপন ও গোবর্দ্ধনস্থিত গোপাল-দর্শন-চিন্তা ঃ—

**সে রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে ।**
**রাত্র্যে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥ ২২ ॥**
**'গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব ।**
**গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব!!' ২৩ ॥**

ম্লেচ্ছভয়-ছলে গোপাল-ঠাকুরের প্রভুকে দর্শন-দান ঃ—

**এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা ।**
**জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়-ভঙ্গী উঠাইলা ॥ ২৪ ॥**

গ্রন্থকার-কৃত শ্লোকঃ ঃ—

**অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে ।**
**অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥**

ম্লেচ্ছ-দৌরাত্ম্য-জনরব তুলিয়া গোপালের নিম্নে গাঁঠোলি-গ্রামে অবতরণ ঃ—

**'অন্নকূট'-নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি ।**
**রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥ ২৬ ॥**

**একজন আসি' রাত্র্যে গ্রামীকে বলিল ।**
**"তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥ ২৭ ॥**
**আজি রাত্র্যে পলাহ, না রহিহ একজন ।**
**ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥" ২৮ ॥**
**শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ।**
**প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠোলি-গ্রামে থুইল ॥ ২৯ ॥**
**বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন ।**
**গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥ ৩০ ॥**
**ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে ।**
**মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥ ৩১ ॥**

মানসগঙ্গায় স্নানান্তে গোবর্দ্ধন-পরিক্রমা ঃ—

**প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান ।**
**গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥ ৩২ ॥**

গোবর্দ্ধন-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

**গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ।**
**নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥ ৩৩ ॥**

শ্রীগোবর্দ্ধন-স্তুতি ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২১।১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥ ৩৪ ॥

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২১। পাক—অন্নপাক।

২৫। 'গোবর্দ্ধনশৈলে আরোহণ করিব না'—এরূপ প্রতিজ্ঞা-যুক্ত এবং 'আমি কৃষ্ণভক্ত'—এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন।

### অনুভাষ্য

তস্যাঃ (রাধা-সরস্যাঃ) মহিমা তথা মধুরিমা চ ক্ষিতৌ (ধরায়াং) কেন (জনেন) বর্ণ্যঃ (বর্ণনীয়ঃ—ন কোঽপি নির্ণেতুং সমর্থঃ)।

২৫। গিরেঃ (গোবর্দ্ধনশৈলস্য) [উচ্চপ্রদেশাৎ] অবরুহ্য (অবতীর্য্য) শৈলং (গোবর্দ্ধনগিরিম্) অনারুরুক্ষবে (আরোঢু-মনিচ্ছবে) ভক্তাভিমানিনে (ভজনীয়বস্তুভেদেঽপি আত্মানং সেবকতয়া মন্যমানায়) স্বস্মৈ (আত্মনে) গৌরায় (স্বরূপবিগ্রহায় কৃষ্ণস্বরূপায়) স্বম্ (আত্মানম্) অদর্শয়ৎ (প্রদর্শয়ামাস)।

২৬। ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চতরঙ্গে,—"গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুক অপার। এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার।। অন্নকূট-স্থান এই দেখ, শ্রীনিবাস। এ-স্থান-দর্শনে হয় পূর্ণ অভিলাষ।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিত-ভোগমুচ্চৈর্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ। বরেণ্যাং রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে যত্রান্ন-কূটং তদহং প্রপদ্যে।।"* "কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড়-কানন। এথাই 'গোপাল' ছিলা হঞা সঙ্গোপন।।"

২৭। গ্রামীকে—গ্রামবাসীকে ; তুরুকধারী—তুর্কী-পরিচ্ছদ-ধারী অশ্বারোহী সৈন্য।

৩৪। ব্রজে শরৎকাল উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭। তুরুক—মুসলমান (তুর্কী বা পাঠান) সৈন্যবিশেষ।

৩৪। এই গোবর্দ্ধনপর্ব্বত—বৈষ্ণবপ্রধান, যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত রাধাকৃষ্ণকে পানীয় জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দ-মূলাদি দ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

---

** অঘারি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোত্তমা শ্রীরাধাকে ছলনাপূর্ব্বক উচ্চ ও বৃহৎ শরীর ধারণ করিয়া উৎসুকবশতঃ ব্রজেন্দ্রবর্য্য শ্রীনন্দমহারাজ-কর্ত্তৃক অর্পিত অন্নকূট-ভোগ যেস্থানে ভোজন করিয়াছেন, আমি সেই স্থানের শরণ গ্রহণ করিতেছি।*

গোবিন্দকুণ্ডে স্নান ও গোপালের অবস্থিতি-সংবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

**'গোবিন্দকুণ্ডাদি'-তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে ।**
**তাঁহা শুনিলা, গোপাল—গাঁঠোলি-গ্রামে ॥ ৩৫ ॥**

গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল-দর্শন ও স্তুতি-নৃত্য ঃ—

**সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল-দরশন ।**
**প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥ ৩৬ ॥**
**গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ ।**
**এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥ ৩৭ ॥**

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (২।১।৬২)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥ ৩৮ ॥

তিনদিন গোপাল-দর্শন ঃ—

**এইমত তিনদিন গোপালে দেখিলা ।**
**চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥ ৩৯ ॥**

৪র্থ দিনে গিরির উপরিস্থ মন্দিরে গোপালের নৃত্যগীতমুখে গমন ঃ—

**গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি ।**
**আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ৪০ ॥**

প্রভুর গোপালদর্শন-বাঞ্ছা-পূরণ ঃ—

**গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে ।**
**প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥ ৪১ ॥**

মহাকৃপালু গোপাল-দর্শনে ভক্তের ভাব ঃ—

**এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ।**
**সেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় 'ভাব' ॥ ৪২ ॥**

দয়াময় গোপালের কোন ছলে ভক্তকে দর্শন-দান ঃ—

**দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ।**
**কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥ ৪৩ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৮। পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যে-বামভুজদণ্ডদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় তাহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন।

## অনুভাষ্য

গোচারণ করিতে করিতে বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ কৃষ্ণ-সঙ্গ-কামাতুরা হইয়া কৃষ্ণের মনোহর গুণাবলী গান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন-দর্শনে গান করিতেছেন,—

হে অবলাঃ (সখ্যঃ), হন্ত (ইতি হর্ষে) অয়ম্ অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনঃ) [ধ্রুবং] হরিদাসবর্য্যঃ (হরিদাসানাং শ্রেষ্ঠঃ),—যৎ (যস্মাৎ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ চরণস্পর্শেন প্রমোদঃ, তৃণাদ্যুদ্গমনিভেন রোমহর্ষদর্শনাৎ, যস্য তাদৃশঃ সন্) ; যৎ (যস্মাৎ চ) পানীয়-সুযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়ৈঃ সুযবসৈঃ সুকোমলৈঃ শোভনতৃণৈঃ কন্দরৈঃ কন্দমূলৈশ্চ) [যথোচিতম্ অয়ং] সহগোগণয়োঃ (গোভিঃ গণেন সখিসমূহেন চ সহ বর্ত্তমানয়োঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ ) মানং (সমাদরং) তনোতি (বিদধাতি—অতোঽয়মতিধন্যঃ ইত্যর্থঃ)।

৩৫। গোবিন্দকুণ্ড—পৈঠা-গ্রাম হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের উপর 'আনিয়োর'-গ্রাম। এখানে গোবিন্দ ও বলদেবের মন্দিরদ্বয় এবং 'গোবিন্দকুণ্ড'-নামে পুষ্করিণী আছে ; কাহারও মতে, রাণী পদ্মাবতী এই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—"এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-মহিমা অনেক। এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—"নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতি পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ, স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্। গোবিন্দস্য নবং গবামধিগতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকাৎ তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্‌গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ।।' মথুরা-খণ্ডে—"যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা। গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্।।"*

গাঁঠোলী-গ্রাম—গোপালপুর বা বিলছুর সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম। জনশ্রুতি এই যে, এখানে ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্বের প্রণয়গ্রন্থি-বন্ধন হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তঃ)—"সখী দুঁহ বস্ত্রে গাঁঠি দিল সঙ্গোপনে। ** ফাগুয়া লৈয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা।।" এহেতু এই গ্রামের নাম—'গাঁঠোলী'।"

৩৮। যেন (বামবাহুনা) গোবর্দ্ধনঃ গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং (ক্রীড়া-সামগ্রীত্বং) নীতঃ (প্রাপ্তঃ) তামরসাক্ষস্য (পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য) সঃ [প্রসিদ্ধঃ] বামঃ ভুজদণ্ডঃ বঃ (যুষ্মাকং) পাতু (রক্ষতু)।

* *শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরাধহেতু অতিশয় ভীতিবশতঃ দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দীনভাবে গাভীগণের আধিপত্য রাজ্যে অর্থাৎ ব্রজে (আগমন-পূর্ব্বক) গোবিন্দের শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া সুরভিদ্বারা যে স্বর্গঙ্গা (মন্দাকিনী)-জলে কৌতুকভরে অভিষেক-উৎসব করিয়াছিলেন, সেই জলে প্রকাশিত সেই গোবিন্দকুণ্ড সর্ব্বদা আমার নয়নগোচর হউন (শ্রীব্রজবিলাস-স্তব)। যেস্থলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদুবৈরি ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক-জাত গোবিন্দকুণ্ড স্নানমাত্রেই মোক্ষ দান করিয়া থাকেন (মথুরাখণ্ড)।*

যখন যে-স্থানে থাকেন, তথায় আসিয়া ভক্তের তদ্দর্শনলাভ ঃ—

**কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে ।**
**যেই ভক্ত, তাঁহা আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥ ৪৪ ॥**

শ্রীরূপ-সনাতনকে ঐরূপে কোন ছলে দর্শনদান ঃ—

**পর্ব্বতে না চড়ে দুই—রূপ-সনাতন ।**
**এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥ ৪৫ ॥**

গোপালদর্শন-বাঞ্ছাহেতু শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

**বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে ।**
**বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥ ৪৬ ॥**

মথুরায় বল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠলেশ্বরগৃহে একমাস অবস্থান ঃ—

**ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে ।**
**একমাস রহিল বিঠ্‌ঠলেশ্বর-ঘরে ॥ ৪৭ ॥**

মথুরায় বিঠ্‌ঠলেশ্বর-গৃহে একমাস সপরিকরে শ্রীরূপের গোপাল-দর্শন ঃ—

**তবে রূপ-গোসাঞি সব নিজগণ লঞা ।**
**একমাস দরশন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥ ৪৮ ॥**
**সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ।**
**রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥ ৪৯ ॥**
**ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি ।**
**শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি ॥ ৫০ ॥**
**শ্রীউদ্ধবদাস, আর মাধব, দুইজন ।**
**শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ ॥ ৫১ ॥**
**'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস ।**
**পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥ ৫২ ॥**

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৫-৪৭। পরে শ্রীরূপ-সনাতন আসিয়া যখন ব্রজবাস করেন, তখন তাঁহারাও শ্রীগোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপর চড়িতেন না। গোপাল যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন দিলেন, তাঁহাদিগকেও তদ্রূপ দর্শন দিয়াছিলেন। বৃদ্ধকালে শ্রীরূপগোস্বামী গোবর্দ্ধনে যাইতে অপারগ হওয়ায় গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার বাঞ্ছা হইয়াছিল, গোপাল শ্রীরূপ-গোস্বামীকেও কৃপা করিবার আশয়ে ঐরূপ ম্লেচ্ছভয়রূপ 'ছল' উঠাইয়া মথুরানগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বরের ঘরে একমাস ছিলেন।

### অনুভাষ্য

৪৭। বিঠ্‌ঠলেশ্বর—ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম-তরঙ্গে—'বিঠ্‌ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ।। শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ—ভট্টবল্লভ-তনয়। করিলা যতেক প্রীতি কহিলে না হয়।। গাঁঠোলি-গ্রামে গোপাল আইলা 'ছল' করি'। তাঁরে দেখি' নৃত্যগীতে মগ্ন গৌরহরি।। শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি'। শ্রীবিঠ্‌ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা-অধিকারী।। পিতা শ্রীবল্লভ-ভট্ট তাঁর অদর্শনে। কতদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে।।"

শ্রীবল্লভভট্টের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ 'গোপীনাথ' ১৪৩২ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ 'বিঠ্‌ঠলনাথ' ১৪৩৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫০৭ শকাব্দায় পরলোক গমন করেন। বিঠ্‌ঠলের সপ্ত পুত্র—গিরিধর, গোবিন্দ, বালকৃষ্ণ, গোকুলেশ, রঘুনাথ, যদুনাথ ও ঘনশ্যাম। বিঠ্‌ঠল পিতার অসমাপ্ত অবশিষ্ট ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য, 'সুবোধিনী'-টিপ্পনী, 'বিদ্বন্মণ্ডন', 'শৃঙ্গাররসমণ্ডন", 'ন্যাসাদেশ-বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। "পূর্ণ-সপ্ততিবর্ষাণি দিনান্যষ্টৌ চ বিংশতিঃ। বসুধায়াং ব্যরাজন্ত শ্রীমদ্বিঠ্‌ঠল-দীক্ষিতাঃ।।"

শ্রীমহাপ্রভু বল্লভপুত্র বিঠ্‌ঠলের জন্মের পূর্ব্ববর্ষে বা তৎ-পূর্ব্ববর্ষে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। শ্রীরূপ-গোস্বামীর বৃদ্ধবয়সে শ্রীগোপাল বল্লভ-তনয় বিঠ্‌ঠলনাথের মথুরার আবাসে একমাস-কাল ছিলেন।

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। লঘু-হরিদাস—অনেক বৈষ্ণবদিগের নাম 'হরিদাস' থাকিত। এইজন্য 'লঘু', 'মধ্যম' ইত্যাদি 'বিশেষণ' হরিদাস-দিগের নামে অপর বৈষ্ণবগণ প্রয়োগ করিতেন। মহাপ্রভুর সময় যে 'লঘু-হরিদাস' (ছোট-হরিদাস) ছিলেন, তিনি প্রয়াগে দেহ-ত্যাগ করেন ; এই 'লঘু-হরিদাস'—অন্য একজন।

### অনুভাষ্য

৪৯। লোকনাথ—শ্রীমহাপ্রভুর নিতান্ত বিরক্ত মহাভাগবত পার্ষদ-গোস্বামী। যশোহরের অন্তর্গত 'তালখড়ি'-গ্রামে পূর্ব্ব-নিবাস ছিল ; তৎপূর্ব্বে কাচনাপাড়ায় নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম—পদ্মনাভ ; একমাত্র অনুজ—'প্রগল্‌ভ'। প্রভুর আজ্ঞায় ইনি ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন এবং একমাত্র শ্রীনরোত্তম-ঠাকুর মহাশয়কে দীক্ষা প্রদান করেন। বোধ হয়, অতিদৈন্য-বশতঃ নিজ-চরিত্র-বর্ণন করিতে নিষেধ করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্য তাঁহার চরিত্র চরিতামৃতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয় নাই। ই, বি, আর, লাইনে 'যশোহর' ষ্টেশন, তথা হইতে মোটরে সোনাখালি, তথা হইতে খেজুরা, তথা হইতে পদব্রজে এবং বর্ষাকালে নৌকাপথে 'তালখড়ি' যাইতে হয়। ইঁহার সহোদর-ভ্রাতৃবংশ্যগণ "তালখড়ির ভট্টাচার্য্য"-নামে সামাজিক পদ-মর্য্যাদায় বিশেষ সম্মানিত। ভ্রাতৃবংশ-বিবরণ—বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৯-৫২। ভক্তিরত্নাকরে ষষ্ঠ তরঙ্গে—"গোস্বামী গোপাল-ভট্ট অতি দয়াময়। ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ—গুণের আলয়।। শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ-ভট্টাচার্য্য। শ্রীমধু-পণ্ডিত—যাঁর চরিত্র

**এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে ।**
**শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥ ৫৩ ॥**

মাসান্তে গোপালের সহিত শ্রীরূপের স্ব-স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

**একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে ।**
**শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥ ৫৪ ॥**

মহাপ্রভুর কাম্যবনে আগমন ঃ—

**প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান ।**
**তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন' ॥ ৫৫ ॥**

বৃন্দাবনে সব লীলাস্থল-দর্শন ঃ—

**প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল ।**
**সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥ ৫৬ ॥**

বৃন্দাবন হইতে নন্দীশ্বরে নন্দালয়-দর্শন ও প্রেমবিহ্বলতা ঃ—

**তাঁহা লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর' ।**
**'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥ ৫৭ ॥**

পাবন-সরোবরে স্নান, বিগ্রহ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ঃ—

**'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া ।**
**লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা ॥ ৫৮ ॥**

লোকের নিকট গোফাস্থ নন্দ, যশোদা ও কৃষ্ণমূর্ত্তির অবস্থান-বার্ত্তা-শ্রবণ ঃ—

**"কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে ?"**
**লোক কহে,—"মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥ ৫৯ ॥**
**দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট-কলেবর ।**
**মধ্যে এক শিশু' হয় ত্রিভঙ্গসুন্দর ॥" ৬০ ॥**
**শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা ।**
**'তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘাড়িয়া ॥ ৬১ ॥**

প্রভুর নন্দ-যশোদা-বন্দন ও কৃষ্ণস্পর্শন ঃ—

**ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন ।**
**প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥ ৬২ ॥**

সমস্তদিন নৃত্য-গীতান্তে খদিরবনে আগমন ঃ—

**সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা ।**
**তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা ॥ ৬৩ ॥**

শেষশায়ী কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী-দর্শন ঃ—

**লীলাস্থল দেখি' তাঁহা গেলা 'শেষশায়ী' ।**
**'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥ ৬৪ ॥**

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩১।১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৬৫ ॥

খেলাতীর্থ, ভাণ্ডীরবন ও ভদ্রবনে আগমন ঃ—

**তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা ।**
**যমুনা পার হঞা 'ভদ্রবন' গেলা ॥ ৬৬ ॥**

## অনুভাষ্য

আশ্চর্য্য।। প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী। যাদব আচার্য্য, নারায়ণ কৃপাবান্। শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-গোসাঞি, গোবিন্দ, ঈশান।। শ্রীগোবিন্দ, বাণীকৃষ্ণদাস অত্যুদার। শ্রীউদ্ধব—মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর।। দ্বিজ-হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।। শ্রীগোপালদাস যাঁর অলৌকিক কাম।। শ্রীগোপাল, মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব।"

৫৫। কাম্যবন—আদি-বারাহে—"চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে।।" ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চম তরঙ্গে—"এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর। করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর।। কাম্যবনে যত তীর্থ লেখা নাহি তার।।"

৫৭। নন্দীশ্বর—নন্দালয় ; ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন। কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবনপাবন।।"

৫৮-৬২। পাবন-সরোবর—মথুরা-মাহাত্ম্যে—"পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ। দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ।।"* (ভঃ রঃ ঐ) "এ পাবন সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।।"

ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"পর্ব্বত-উপরে দেখ পুত্রের সহিতে। শ্রীনন্দযশোদা শোভে অপূর্ব্ব-গোফাতে।। ওহে শ্রীনিবাস, এথা শ্রীচৈতন্যরায়। করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায়।। শ্রীনন্দ-যশোদা—দুইদিকে দুইজন। মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি' প্রফুল্ল নয়ন।। শ্রীনন্দ-যশোদার চরণ বন্দিয়া। কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হঞা।। প্রেমের আবেশে নৃত্য-গীত আরম্ভিল।।"

৬৩। খদিরবন—"সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্।।" ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"দেখহ খদির বন বিদিত জগতে। বিষ্ণু-লোকপ্রাপ্তি এথা গমন-মাত্রেতে।।"

৬৪। শেষশায়ী—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—এই 'শেষশায়ী' ক্ষীরসমুদ্র এথাতে। কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে।। এই শেষশায়ি-মূর্ত্তি দর্শন করিতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে।। করিয়া দর্শন, মহাকৌতুক বাড়িল। সে-প্রেমাবেশে প্রভু অধৈর্য্য হইল।।"

৬৫। আদি, ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৬। খেলাতীর্থ—ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গে—"দেখহ খেলনবন, এথা দুই ভাই। সখাসহ খেলে ভক্ষণের চেষ্টা নাই।। মায়ের

** পাবন-সরোবরে স্নান করিয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতে (বিরাজমান্) শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোমতী মাতাকে দর্শন করিলে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়।*

শ্রীবন, লোহবন ও কৃষ্ণজন্মভূমি গোকুল দর্শন ঃ—

**'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লোহ-বন'।**
**'মহাবন' গিয়া কৈলা জন্মস্থান-দরশন ॥ ৬৭ ॥**

যমলার্জ্জুন-ভঞ্জনস্থল-দর্শনে প্রেমাবেশ ঃ—

**যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই 'স্থল'।**
**প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥ ৬৮ ॥**

অতঃপর মথুরায় যোগপীঠ-দর্শন ও মাধবপুরী-শিষ্যগৃহে অবস্থান ঃ—

**'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা'-নগরে।**
**'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥ ৬৯ ॥**

জনসঙ্ঘহেতু তথা হইতে অক্রূরতীর্থে অবস্থান ঃ—

**লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।**
**একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া ॥ ৭০ ॥**

বৃন্দাবন-দর্শনে আগমন এবং কালীয়হ্রদ ও প্রস্কন্দন-ক্ষেত্রে স্নান ঃ—

**আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন।**
**'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর প্রস্কন্দন ॥ ৭১ ॥**

দ্বাদশাদিত্য হইতে কেশীতীর্থে রাসস্থলী-দর্শনে মূর্চ্ছা ঃ—

**'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা।**
**রাসস্থলী দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥ ৭২ ॥**

সমস্তদিন প্রেমাবিষ্ট প্রভুর বাতুল-চেষ্টা ঃ—

**চেতন পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।**
**হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥ ৭৩ ॥**

তথা হইতে সন্ধ্যায় অক্রূর-তীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

**এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।**
**সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥ ৭৪ ॥**

### অনুভাষ্য

যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম। এ খেলনবটের শ্রীখেলাতীর্থ নাম।।"

ভাণ্ডীরবন—ভঃ রঃ ৫ম তঃ—"চলয়ে ভাণ্ডীর-পথে উল্লাস অন্তরে। এবে লোক কহয় 'অক্ষয়বট' তারে।। বলরাম কৌতুকে প্রলম্ববধ কৈলা। সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা।।" স্তবাবলীতে ব্রজবিলাস-স্তবে—'মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমাগর্ব্বেণ সম্ভাবিতা মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া। যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধানিযোদ্ধুং মুদা কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে।।"*

ভদ্রবন—"অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।"

৬৭। শ্রীবন,—"বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।" (ভঃ রঃ ঐ) "দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।"

লোহবন—"লোহজঙ্ঘ-বনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্। নবমস্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গো-চারণ। এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্।।"

মহাবন—"মহাবনং চাষ্টমন্তু সদৈব তু মম প্রিয়ম্।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, নন্দ-যশোদা-আলয় মহাবনে। ** এই দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল। ** শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই 'এক' হয়।।"

৬৮। যমলার্জ্জুন—"যমলার্জ্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ত্ততে।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এই যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন তীর্থস্থল। এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বাঁধিলা। বন্ধন-স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা।।"

৭০। অক্রূরতীর্থ—"অক্রূরতীর্থমত্যর্থমস্তি প্রিয়বরং হরেঃ। তীর্থরাজঃ হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ, শ্রীনিবাস, এই অক্রূর গ্রামেতে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু ছিলেন নিভৃতে।।"

৭১। বৃন্দাবন—"অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।" "বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"কৃষ্ণের পরমপ্রিয় ধাম-বৃন্দাবন। কৃষ্ণদেহরূপ 'পঞ্চ-যোজন' এই বন। ** বৃন্দাবন—ষোলক্রোশ, লোকে ইহা প্রচার।।"

কালীয়হ্রদ—"কালীয়হ্রদপূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ। ততঃ কালীয়তীর্থাখ্যং তীর্থমঘবিনাশনম্।। অনৃত্যদ্‌যত্র ভগবান্ বালঃ কালীয়-মস্তকে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"এ কালীয়-তীর্থ পাপ বিনাশয়। কালীয়-তীর্থস্থানে বহু কার্য্যসিদ্ধি হয়।।"

প্রস্কন্দন—"ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্ব্বপাপহরং শুভম্। তস্মিন্ স্নাতস্তু মনুজঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।" (ভঃ রঃ ৫ম তঃ)—"দেখ 'প্রস্কন্দন'-ক্ষেত্র—স্নানে পাপ যায়। প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায়।। ওহে শ্রীনিবাস, সূর্য্যগণের তাপেতে। দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে।। সেই ঘর্ম্মজল সূর্য্যকন্যায় মিলিল। এই হেতু 'প্রস্কন্দন'-নাম তীর্থ হৈল।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বর। কতদিন ছিলা এই বনের ভিতর।।"

৭২। দ্বাদশ-আদিত্য—"দ্বাদশাদিত্য-তীর্থাখ্যং তীর্থং

** আমার অধীশ্বরী রসময়ী শ্রীরাধা গর্ব্বান্বিতা হইয়া মল্লযুদ্ধের জন্য উৎকণ্ঠা-সহকারে স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া এবং নিজ প্রিয়তমা সখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া যেস্থানে সমুপস্থিত বকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই 'ভাণ্ডীরক'-বনকে ভজনা করি।*

প্রাতে চীরঘাটে স্নান, তেঁতুলতলায় বিশ্রাম ঃ—

**প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান ।**
**তেঁতুলি-তলাতে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥ ৭৫ ॥**

দ্বাপরযুগের তেঁতুলবৃক্ষ ঃ—

**কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ।**
**তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ ॥ ৭৬ ॥**

তৎসমীপেই যমুনা-প্রবাহ ঃ—

**নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ।**
**বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর ॥ ৭৭ ॥**

তেঁতুলবৃক্ষতলে বসিয়া প্রভুর নামসঙ্কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে অক্রূরতীর্থে আসিয়া ভোজন ঃ—

**তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন ।**
**মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥ ৭৮ ॥**

অক্রূরতীর্থবাসীর প্রভুদর্শনে আগমন ও প্রভুর নির্জ্জন-ভজনে সংখ্যা নাম-কীর্ত্তন-ব্যাঘাত ঃ—

**'অক্রূরের লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে ।**
**লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে ॥ ৭৯ ॥**

প্রভুর মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত নির্জ্জনে সংখ্যা-নামকীর্ত্তন ঃ—

**বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত ।**
**নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত ॥ ৮০ ॥**

মধ্যাহ্নের পর লোকের প্রভুদর্শন-সুযোগ ও প্রভুর সকলকে নামকীর্ত্তনোপদেশ ঃ—

**তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন ।**
**সবারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥ ৮১ ॥**

তথায় প্রভুকে দেখিয়া রাজপুত-কৃষ্ণদাসের আগমন ঃ—

**হেনকালে আইল বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম ।**
**রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥ ৮২ ॥**
**'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীয়দহ' যাইতে ।**
**আমলি-তলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥ ৮৩ ॥**

প্রভুদর্শনে কৃষ্ণদাসের চমৎকার ঃ—

**প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হইল চমৎকার ।**
**প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥ ৮৪ ॥**

প্রভুর তৎপরিচয়-জিজ্ঞাসা ও কৃষ্ণদাসের সদৈন্যে নিজ-পরিচয়-দান ঃ—

**প্রভু কহে,—"কে তুমি, কাঁহা তোমার ঘর ?"**
**কৃষ্ণদাস কহে,—"মুঞি গৃহস্থ পামর ॥ ৮৫ ॥**
**রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর ।**
**মোর ইচ্ছা হয়,—হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর ॥ ৮৬ ॥**

প্রভুদর্শনে স্বীয় স্বপ্ন-দর্শন-সাফল্য-বর্ণন ঃ—

**কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু ।**
**সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি' পাইনু ॥" ৮৭ ॥**

প্রভুর তাঁহাকে কৃপা, কৃষ্ণদাসের প্রেম ঃ—

**প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি' ।**
**প্রেমে মত্ত হৈল সেই, নাচে, বলে 'হরি' ॥ ৮৮ ॥**

প্রভুসঙ্গে আসিয়া প্রভূচ্ছিষ্টলাভ ঃ—

**প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা ।**
**প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥ ৮৯ ॥**

তদবধি কৃষ্ণদাস—প্রভুর কমণ্ডলু-বাহক ও নিত্যসঙ্গী ঃ—

**প্রাতে প্রভুসঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ।**
**প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥ ৯০ ॥**

বৃন্দাবনে কৃষ্ণপ্রাকট্যের জনরব ঃ—

**বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল ।**
**যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ॥ ৯১ ॥**

একদিন বৃন্দাবন হইতে বহুলোকের প্রভুসমীপে আগমন ঃ—

**একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে ।**
**বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥ ৯২ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক তাহাদিগের আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

**প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ বন্দন ।**
**প্রভু কহে,—"কাঁহা হৈতে করিলা আগমন??" ৯৩ ॥**

কৃষ্ণপ্রাকট্য-জনরব ; মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

**লোকে কহে,—"কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে!**
**কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণি-রত্ন জ্বলে ॥" ৯৪ ॥**

প্রভুদর্শনই কৃষ্ণদর্শন ; তথাপি প্রভুর কৌতুক-হাস্য ঃ—

**সাক্ষাৎ দেখিল লোক—নাহিক সংশয় ।**
**শুনি' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয় ॥ ৯৫ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৫। তেঁতুলি-তলাতে—এইস্থানকে এক্ষণে 'আম্‌লিতলা' বলে।

### অনুভাষ্য

তদনুপাবনম্। তস্য দর্শনমাত্রেণ নৃণামঘো বিনশ্যতি।।" (ভঃ রঃ ঐ)—"দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এইখানে।।"

### অনুভাষ্য

কেশীতীর্থ,—আদি-বারাহে—"গঙ্গা শতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।" (ভঃ রঃ ঐ)—"কেশীবধ কৈল কৃষ্ণ পরম-কৌতুকে।।"

৮৭। পরতেক—'প্রত্যক্ষ', 'সাক্ষাৎ'।

তিনদিন যাবৎ সকলের কৃষ্ণদর্শনলাভ বর্ণন ঃ—

**এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন ।**
**সবে আসি' কহে,—'কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন ॥' ৯৬ ॥**

সরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ বাক্যের সত্যতা-স্থাপন ঃ—

**প্রভু-আগে কহে লোক,—'শ্রীকৃষ্ণ দেখিল ।'**
**'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' কহিল ॥ ৯৭ ॥**

প্রভুদর্শনেই লোকের কৃষ্ণদর্শন 'সত্য' হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বর্ণন ও উদ্দেশ্য—বিবর্ত্তাশ্রিত ঃ—

**মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন ।**
**নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'অসত্যে সত্য ভ্রম' ॥ ৯৮ ॥**

সরলবুদ্ধি ভট্টের বিবর্ত্ত-ভ্রম ঃ—

**ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে ।**
**"আজ্ঞা দেহ', যাই' করি কৃষ্ণ-দরশনে !!" ৯৯ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার ভ্রম-নিরসন ঃ—

**তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ।**
**"মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা ॥ ১০০ ॥**

স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও ভট্টকে আত্মগোপন, অথচ সরলবুদ্ধি ভট্টকে বিবর্ত্ত-কবল হইতে উদ্ধার ঃ—

**কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে ?**
**নিজ-ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে ॥ ১০১ ॥**

মায়া-মুগ্ধ অচিতে চিদ্বুদ্ধি বা চিদারোপকারী মূর্খ বিবর্ত্তবাদীই 'বাউল' ঃ—

**'বাতুল' না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ।**
**'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্র্যে যাঞা ॥" ১০২ ॥**

প্রাতে সমাগত শিষ্ট লোককে কৃষ্ণদর্শনকথা-জিজ্ঞাসা ঃ—

**প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইলা ।**
**"কৃষ্ণ দেখি' আইলা ?"—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥১০৩॥**

সেই লোকের প্রকৃত-তথ্য-বর্ণন ঃ—

**লোক কহে,—"রাত্র্যে কৈবর্ত্ত্য নৌকাতে চড়িয়া ।**
**কালীয়দহে মৎস্য মারে, দেউটী জ্বালিয়া ॥ ১০৪ ॥**
**দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম ।**
**'কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন ॥' ১০৫ ॥**

মূঢ়লোকের বিবর্ত্ত-বুদ্ধি ঃ—

**নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে !**
**জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে !!" ১০৬ ॥**

পক্ষান্তরে জনরবের ও লোকের কৃষ্ণদর্শন-ক্রিয়ারও সত্যতা ঃ—

**বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেহ 'সত্য' হয় ।**
**কৃষ্ণেরে দেখিল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয় ॥ ১০৭ ॥**

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতীতি-বৈষম্যেই বিবর্ত্ত-ভ্রমোদয় ঃ—

**কিন্তু কাহোঁ 'কৃষ্ণ' দেখে, কাহোঁ 'ভ্রম' মানে ।**
**স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে ॥ ১০৮ ॥**

প্রভুর কৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তি-সংবাদ-জিজ্ঞাসা, প্রভুদর্শনে লব্ধসুকৃতি লোকের নারায়ণ-বুদ্ধি ঃ—

**প্রভু কহে,—"কাঁহা পাইলা 'কৃষ্ণ-দরশন ?'**
**লোক কহে,—"সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥ ১০৯ ॥**
**বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার ।**
**তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইলা নিস্তার ॥" ১১০ ॥**

প্রভুর লোকশিক্ষা,—জীব 'কৃষ্ণ' নহে, সুতরাং জীবে কৃষ্ণবুদ্ধি নিষিদ্ধ ঃ—

**প্রভু কহে,—" 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' ইহা না কহিবা !**
**জীবাধমে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান কভু না করিবা !! ১১১ ॥**

জীবে ও কৃষ্ণে ভেদ-বর্ণন ঃ—

**সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম ।**
**ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥ ১১২ ॥**
**জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম' ।**
**জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥ ১১৩ ॥**

কৃষ্ণ—'ঈশ্বর', জীব—তদীয় 'বশ্য' ঃ—
ভগবৎসন্দর্ভে ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত-বাক্য বা ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥ ১১৪ ॥

## অনুভাষ্য

১০৯। জঙ্গম-নারায়ণ,—চলচ্ছক্তিবিশিষ্ট নারায়ণ ; "দণ্ড-গ্রহণ-মাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ"—দণ্ডিগণকে কেবলাদ্বৈত-মায়াবাদিগণ 'ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু জীব,—মুক্ত ও বদ্ধ, সর্ব্বাবস্থাতেই—মায়াধীশ পরমেশ্বর নারায়ণের 'নিত্যবশ্য' বলিয়া কখনও নারায়ণ-শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না ; যিনি জীবকে বিষ্ণুর সহিত সমান বা এক বলেন বা জ্ঞান করেন, তিনি—মায়াবাদী অপরাধী।

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৬-১০৮। স্থাণু—পল্লব রহিত বৃক্ষ ; কিছু দূরে পল্লবহীন বৃক্ষকে দেখিয়া 'একটী পুরুষ আসিতেছে' বলিয়া বিপরীত জ্ঞান হয়। ব্রজবাসিদিগেরও সেইরূপ জালিয়ার নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, তাহার উপর দীপকে রত্ন-জ্ঞান এবং মৎস্যধারী জালিয়াকে কৃষ্ণজ্ঞান-রূপ 'ভ্রম' উদিত হইয়াছিল।

১১২-১১৩। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া, মুখে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া থাকেন। স্মার্ত্তপ্রথায়—গৃহস্থ

জীব ও নারায়ণে সম-জ্ঞানই পাষণ্ডতা ঃ—

**যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।**
**সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥" ১১৫ ॥**

শাস্ত্র-প্রমাণ

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩।১২) ও
হরিভক্তিবিলাসে (১।৭৩)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১১৬ ॥

লোকের প্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস ও স্তুতি ঃ—

**লোক কহে,—"তোমাতে কভু নহে 'জীব'-মতি।**
**কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥ ১১৭ ॥**
**'আকৃত্যে' তোমারে দেখি' 'ব্রজেন্দ্রনন্দন'।**
**দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥ ১১৮ ॥**

প্রিয়ভক্তের নিকট ভগবৎস্বরূপের স্বতঃপ্রকাশ ঃ—

**মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।**
**'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥ ১১৯ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই সেই সন্ন্যাসীকে দেখিলে 'নারায়ণ'-জ্ঞানে প্রণাম করিয়া থাকেন। এই ভ্রম-প্রথা নিবারণের জন্য মহাপ্রভু কহিলেন,—সন্ন্যাসী জীব বই আর কিছুই নয় ; তিনি কখনই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসূর্য্য-সম হইতে পারেন না। তিনি—চিৎকণ-মাত্র, অতএব জীব—কৃষ্ণসূর্য্যের কিরণ-কণ-সম ; তাঁহাকে কখনও 'নারায়ণ' বলিয়া প্রণাম করা উচিত নয়।

১১৪। ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট ; কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যাদ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশ-সমূহের আকর।

১১৬। যিনি ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

## অনুভাষ্য

১১১-১১৩। আদি, ২য় পঃ ৯৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সচ্চিদানন্দঃ (সন্ধিনীসম্বিৎ-হ্লাদিনী-শক্তিমান্) হ্লাদিন্যা (যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দ-বিশেষী ভবতি, যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তি, সা হ্লাদিনী শক্তিঃ তয়া) সংবিদা (অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপভূতয়া চিচ্ছক্ত্যা) আশ্লিষ্টঃ (আলিঙ্গিতঃ) ; জীবঃ তু স্বাবিদ্যাসংবৃতঃ (স্বস্য আত্মনঃ ভগবতঃ বদ্ধজীবমোহিন্যা অবিদ্যয়া মায়য়া শক্ত্যা সম্যক্ আবৃতঃ সন্) সংক্লেশনিকরাকরঃ (সংক্লেশাঃ তু ত্রিবিধাঃ—"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা' ইতি ন্যায়াৎ, তেষাং নিকরস্য পুঞ্জস্য আকরঃ খনিঃ।

১১৫। 'পাষণ্ডী'—আদি, ৩য় পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মায়া-বশ জীব অথবা মায়িক জড়বস্তুর সহিত মায়াধীশ শুদ্ধসত্ত্ব-চেতন-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর সহিত 'এক' বা সমজ্ঞানকারীই 'পাষণ্ডী'।

## অনুভাষ্য

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ (২৬৫ সংখ্যায়)—'নামাপরাধ-বর্ণন-প্রসঙ্গে অন্যতম অপরাধ 'শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন'-বর্ণনে—"যথা পাষণ্ড-মার্গেণ দত্তাত্রেয়র্ষভদেবোপাসকানাং পাষণ্ডিনাম্" ; পুনরায় অন্যতম অপরাধ 'অহং-মম-বুদ্ধি' বা 'দেহাত্মবুদ্ধি-বর্ণনে—"দেহ-দ্রবিণাদি-নিমিত্তক-'পাষণ্ড'-শব্দেন চ দশাপরাধা এব লক্ষ্যন্তে, পাষণ্ডময়ত্বাৎ তেষাম্" ; পুনরায় (২২৩ সংখ্যায়)—'উদ্দিশ্য দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু।।' ইতি পাষণ্ডিত্বঞ্চ বৈষ্ণব-মার্গাদ্ভ্রষ্টত্বমিত্যর্থঃ।"* পুনরায় (১৭৯ সংখ্যায়)—'বিষ্ণুধর্ম্ম হইতে বিষ্ণুভক্ত উপরিচয়-বসুকর্ত্তৃক পাষণ্ডি-অসুরগণের উদ্ধার-সাধন-বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া দৈত্যগুরু-শুক্রাদেশে পাষণ্ডিগণ-কর্ত্তৃক উপরিচর বসুকে পাষণ্ড-মার্গোপদেশ এবং তৎসত্ত্বেও তাঁহার অচ্যুতত্ব বর্ণিত, পুনরায় (১৫৩ সংখ্যায়)—হরিনামে অর্থবাদ ও বৈষ্ণবাপরাধ-বর্ণনে—"তাদৃশাপরাধে ভক্তিস্তম্ভশ্চ শ্রূয়তে। * * দেহাদিলোভার্থং যে পাষণ্ডা গুর্ব্ববজ্ঞাদি-দশাপরাধযুক্তাঃ" ইত্যাদি বহুস্থলে 'পাষণ্ড'-শব্দ ব্যবহৃত। ভাঃ ৪।২।২৮, ৩০, ৩২, ৫।৬।৯ এবং ১২।২।১৩, ৪৩ প্রভৃতি বহু শ্লোকে পাষণ্ডীর পাষণ্ডত্বের বর্ণন আছে।

১১৬। যঃ (ভাগ্যহীনো জনঃ) তু (গর্হণার্থে) দেবং নারায়ণং (ব্রহ্মরুদ্রোপাস্যং তয়োরধীশ্বরং ভগবন্তং বিষ্ণুং) ব্রহ্মরুদ্রাদি-দৈবতৈঃ (চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখাদি-নারায়ণদাসভূতৈঃ দেবৈঃ জীব-রূপৈঃ সহ) সমত্বেন (নিত্যপ্রভুণা সহ দেবাখ্যনিত্যদাসৈঃ সমানতয়া) বীক্ষেত (পশ্যেৎ) সঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতম্ এব) 'পাষণ্ডী' ভবেৎ—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বু-বুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-

* *দত্তাত্রেয় ও ঋষভদেবের পাষণ্ডী উপাসকগণের পাষণ্ডমার্গানুসারে বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; পুনরায়, 'অহং-মম-বুদ্ধি'-বর্ণনে—'নামৈকং যস্য বাচি'-শ্লোকে দেহ-দ্রবিণাদি নিমিত্তক 'পাষণ্ড'-শব্দদ্বারাও দশ নামাপরাধ লক্ষিত হইতেছে, যেহেতু ঐ সমস্তই পাষণ্ডময় হইয়া থাকে (ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫) ; যে ব্যক্তি অপর দেবগণের উদ্দেশ্যেই দান ও হোমাদি করিয়া থাকে, তাহাকে পাষণ্ডী অথবা কর্ম্মবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বলিয়া জানিবে। সুতরাং 'পাষণ্ডিত্ব' অর্থাৎ বৈষ্ণবমার্গ হইতে ভ্রষ্টত্ব (ভক্তিসন্দর্ভ ২২৩)।*

অধোক্ষজ হইয়াও জগতের আকর্ষক ঃ—

**অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর ।**
**তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥ ১২০ ॥**

ভগবদ্দর্শন বা শুদ্ধনাম-শ্রবণমাত্র, বাল-বৃদ্ধ-বনিতা, এমনকি, অন্ত্যজেরও 'আচার্য্য' হইয়া জগদুদ্ধারে সামর্থ্য ঃ—

**স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন' ।**
**যেই তোমার একবার পায় দরশন ॥ ১২১ ॥**
**কৃষ্ণনাম লয়, নাচে হঞা উন্মত্ত ।**
**আচার্য্য হইল সেই, তারিল জগত ॥ ১২২ ॥**
**দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে ।**
**সেই কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥ ১২৩ ॥**
**তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন' ।**
**অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥ ১২৪ ॥**

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৬)—

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ১২৫ ॥

উক্ত সমস্তই প্রভুর 'তটস্থ' লক্ষণ, স্বরূপতঃ প্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ঃ—

**এইত' মহিমা—তোমার 'তটস্থ'-লক্ষণ ।**
**'স্বরূপ'-লক্ষণে তুমি—ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥" ১২৬ ॥**

সকলকেই প্রভুর অনুগ্রহ ; তাহাদের স্বগৃহে গমন ঃ—

**সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ।**
**কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ ঘরে গেল ॥ ১২৭ ॥**

অক্রূরতীর্থে থাকিয়া লোকোদ্ধার ঃ—

**এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা ।**
**কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥ ১২৮ ॥**

সানোড়িয়া-বিপ্রের মথুরায় সকল সজ্জনকেই প্রভুসেবার সুযোগ দিয়া উদ্ধার-সাধন ঃ—

**মাধবপুরীর শিষ্য সেইত' ব্রাহ্মণ ।**
**মথুরার ঘরে-ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ ॥ ১২৯ ॥**
**মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।**
**ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥ ১৩০ ॥**

একসঙ্গে বহু ব্যক্তি নিমন্ত্রণ করিলেও, ভট্টের এক একজনের মাত্র নিমন্ত্রণ-গ্রহণ ঃ—

**একদিন 'দশ' 'বিশ' আইসে নিমন্ত্রণ ।**
**ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥ ১৩১ ॥**

সকলেরই একযোগে প্রভুকে ভিক্ষা দিতে ব্যস্ততা-হেতু লোকের প্রভুসেবার অবসরাভাব ঃ—

**অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ।**
**সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥ ১৩২ ॥**

বৈদিক সদ্ব্রাহ্মণের সদৈন্যে প্রভুকে নিমন্ত্রণ ঃ—

**কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ ।**
**দৈন্য করি', করে, মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ১৩৩ ॥**

অক্রূরে আসিয়া আপনারাই রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা-দান ঃ—

**প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া ।**
**প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥ ১৩৪ ॥**

প্রভুর অক্রূরঘাটে বসিয়া ঐশ্বর্য্য-পূজক অক্রূরের ও মাধুর্য্য-সেবক ব্রজবাসীর স্ব-স্ব-অধিকারে ধাম-দর্শন-বিচার ঃ—

**একদিন সেই অক্রূর-ঘাটের উপরে ।**
**বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥ ১৩৫ ॥**
**'এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ।**
**ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন কৈল ॥' ১৩৬ ॥**

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৬। অন্যবস্তুর সহিত তুলনা না করিয়া যে 'স্বতঃসিদ্ধ-লক্ষণে' বস্তু পরিচিত হয়, তাহাই তাহার 'স্বরূপ'-লক্ষণ। অন্য-বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া, যে-লক্ষণে বস্তুর নিজ-পরিচয় সাধিত হয়, সেই লক্ষণকে 'তটস্থ' বলে। পূর্ব্বোক্ত মহিমসমূহ তটস্থ লক্ষণরূপেই তোমাকে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া স্থির করিয়াছে ; আবার, তোমাকে দেখিবামাত্র 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলিয়া যে বোধোদয় হয়, ইহাই তোমার 'স্বরূপ'-লক্ষণ ; স্বরূপলক্ষণ-দ্বারাই তোমাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া স্থির করা হয়।

১৩৫। অক্রূরঘাট—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যে অর্দ্ধপথে এই

## অনুভাষ্য

র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।।" ইতি পদ্মপুরাণবচনাৎ।

১১৯। আদি, ৩য় পঃ ৮৫-৮৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। যেরূপ মৃগনাভি অঞ্চলে বাঁধা থাকিলেও বস্ত্র ভেদ করিয়া তাহার গন্ধ দিক্‌সমূহ প্রপূরিত করে, তদ্রূপ তুমি ভক্তজীবাবরণদ্বারা আত্ম-গোপন করিলেও তোমার ভগবৎস্বভাব লুক্কায়িত হয় না।

১২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৯। সেইত' ব্রাহ্মণ—সনোড়িয়া (মধ্য, ১৭শ পঃ ১৭৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর জলে ঝম্পপ্রদান ও নিমজ্জন ঃ—

**এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে ।**
**ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥ ১৩৭ ॥**

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন-চিৎকারে ভট্টের তৎক্ষণাৎ আসিয়া প্রভুকে উত্তোলন ঃ—

**দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুকার করিল ।**
**ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥ ১৩৮ ॥**

ভট্ট ও বিপ্রের পরামর্শ ঃ—

**তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা ।**
**যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥ ১৩৯ ॥**
**"আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইলুঁ প্রভুরে ।**
**বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?? ১৪০ ॥**

জনসঙ্ঘ, ভিক্ষা-দৌরাত্ম্য ও প্রভুর সর্ব্বদা প্রেমাবেশে ভীত ভট্টের বৃন্দাবন হইতে প্রভুকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা ঃ—

**লোকের সংঘট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল ।**
**নিরন্তর আবেশ প্রভুর,—না দেখিয়ে ভাল ॥ ১৪১ ॥**
**বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ।**
**তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥" ১৪২ ॥**

বিপ্রের মাঘস্নান-উপলক্ষে গঙ্গাতটপথে প্রয়াগে লইয়া যাইবার যুক্তি ঃ—

**বিপ্র কহে,—"প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই ।**
**গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥ ১৪৩ ॥**
**'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান ।**
**সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ॥ ১৪৪ ॥**
**মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ।**
**মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে ॥ ১৪৫ ॥**

নিজদুঃখ-নিবেদন ও সাময়িক পরামর্শ-দান ঃ—

**আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন ।**
**'মকরে' পৌঁছিতে প্রয়াগে করিহ সূচন ॥ ১৪৬ ॥**

প্রভুসমীপে ভট্টের ভিক্ষানুরোধ-দৌরাত্ম্য-বর্ণনপূর্ব্বক মাঘস্নানার্থ প্রয়াগে যাইতে অনুরোধ ঃ—

**গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে ।"**
**ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥ ১৪৭ ॥**
**"সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ।**
**নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥ ১৪৮ ॥**
**প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায় ।**
**তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥ ১৪৯ ॥**
**তবে সুখ হয় যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে ।**
**এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥ ১৫০ ॥**
**উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি ।**
**প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥" ১৫১ ॥**

বৃন্দাবন-ত্যাগে ইচ্ছা না থাকিলেও ভট্টের ইচ্ছাপূরণ ও ভট্টকে স্তুতি ঃ—

**যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ।**
**ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥ ১৫২ ॥**
**"তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন ।**
**এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন ॥ ১৫৩ ॥**
**যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেইত করিব ।**
**যাঁহা লঞা যাহ তুমি, তাঁহাই যাইব ॥" ১৫৪ ॥**

প্রাতে স্নানান্তে ভাবি-বিচ্ছেদ-স্মরণে প্রেমাবেশ ঃ—

**প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ।**
**'বৃন্দাবন ছাড়িব' জানি' প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৫৫ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

ঘাট। এখানে রথ লাগাইয়া অক্রূর রামকৃষ্ণকে লইয়া যমুনা-স্নান করিয়াছিলেন। স্নান-সময়ে অক্রূর জলমধ্যে 'বৈকুণ্ঠ' দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজবাসিলোক সেই ঘাটের জলের মধ্যে গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

১৪৪। সোরোক্ষেত্রে—মথুরা হইতে সর্ব্ব-নিকটবর্ত্তী গঙ্গা-তীরেই 'সোরোক্ষেত্র'।

### অনুভাষ্য

১৩৩। 'কান্যকুব্জ', 'সারস্বত', 'গৌড়', 'মৈথিল' ও 'উৎকল' —পঞ্চ-গৌড়-ব্রাহ্মণ এবং 'আন্ধ্র', 'কর্ণাট', 'গুর্জ্জর', 'দ্রাবিড়' ও 'মহারাষ্ট্র'—পঞ্চ-দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ, এই দশপ্রকার বৈদিক শুদ্ধব্রাহ্মণগণ—যাঁহারা বৈদিক-আচারবিশিষ্ট ছিলেন অর্থাৎ তান্ত্রিক-কদাচারদ্বারা স্বীয় বৈদিকানুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই দৈন্যসহকারে মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

১৪২। কাড়িয়ে—লইয়া যাই।

১৪৫। কর্ম্মনিষ্ঠগণের মাঘমাসে প্রয়াগ-স্নান—বিশেষ ফলপ্রদ ; "মাঘে মাসি গমিষ্যন্তি গঙ্গাযামুনসঙ্গমম্। গবাং শত-সহস্রস্য সম্যক্ দত্তঞ্চ যৎফলম্। প্রয়াগে মাঘমাসে বৈ ত্র্যাহং স্নাতস্য তৎফলম্।।" এবং "সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রবতা যতঃ" প্রভৃতি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

১৪৮। গড়বড়ি—লোক যাতায়াতে গণ্ডগোল।

প্রভুকে গোকুলে লইতে নৌকায় উঠাইয়া পরপারে গমন ঃ—

**বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।**
**ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন ॥ ১৫৬ ॥**
**এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।**
**পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা ॥ ১৫৭ ॥**

রাজপুত কৃষ্ণদাস ও মাথুর সানোড়িয়া উভয়ই পথজ্ঞ ঃ—

**প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেইত ব্রাহ্মণ।**
**গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥ ১৫৮ ॥**

পথে এক বৃক্ষতলে সকলের বিশ্রামার্থ উপবেশন ঃ—

**যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।**
**বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥ ১৫৯ ॥**

গাভীবিচরণ-দর্শনে ব্রজলীলা-স্মৃতি ঃ—

**সেই বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ।**
**তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥ ১৬০ ॥**

হঠাৎ একটী বংশীধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর প্রেম-মূর্চ্ছা ঃ—

**আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।**
**শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥ ১৬১ ॥**
**অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।**
**মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥ ১৬২ ॥**

এমন সময় তথায় দশজন অশ্বারোহী পাঠানের আগমন ঃ—

**হেনকালে তাঁহা আশোয়ার দশ আইলা।**
**ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥ ১৬৩ ॥**

প্রভুর সঙ্গী চারিজনকেই 'প্রভুর হত্যাকারী দস্যু'-জ্ঞানে দলপতির নিধনোদ্যোগ ঃ—

**প্রভুরে দেখিঞা ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।**
**'এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥ ১৬৪ ॥**
**এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা।**
**মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা ॥' ১৬৫ ॥**
**তবে সেই পাঠান চারি জনেরে বাঁধিল।**
**কাটিতে চাহে, গৌড়ীয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥১৬৬॥**

কৃষ্ণদাস ও মাথুর-ব্রাহ্মণের নির্ভয়ে পাঠানকে পরিচয়াদি-প্রদান ঃ—

**কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।**
**সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড় ॥ ১৬৭ ॥**
**বিপ্র কহে,—"পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।**
**চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥ ১৬৮ ॥**
**এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর ব্রাহ্মণ।**
**পাৎসার আগে আমার আছে 'শত জন' ॥ ১৬৯ ॥**
**এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।**
**অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥ ১৭০ ॥**
**ক্ষণেক ইঁহা বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে।**
**ইঁহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ আমারে ॥" ১৭১ ॥**

পাঠানের ক্রোধভরে সকলকেই 'দস্যু' বলিয়া উক্তি ঃ—

**পাঠান কহে,—"তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।**
**'গৌড়ীয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥" ১৭২ ॥**

প্রত্যুত্তরে কৃষ্ণদাসের পাঠানকে ভয় প্রদর্শন ও কটুবাক্য ঃ—

**কৃষ্ণদাস কহে,—"আমার ঘর এই গ্রামে।**
**দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥ ১৭৩ ॥**
**এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।**
**ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি' ॥ ১৭৪ ॥**
**গৌড়ীয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—বাটপাড়'।**
**তীর্থবাসী লুঠ', আর চাহ' মারিবার ॥" ১৭৫ ॥**

পাঠানের ভয় ঃ—

**শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।**
**হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল ॥ ১৭৬ ॥**

প্রভুর বাহ্যদশা ও নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

**হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।**
**প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥ ১৭৭ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৫। বাটওয়ার—পথে যাহারা ডাকাতি করিয়া লয় ; মারি' ডারিয়াছে—মারিয়া ফেলিয়াছে।

১৭০। অবঁহি—এখনি।

১৭৪। ঘোড়া-পিড়া—ঘোড়া ও তৎপৃষ্ঠস্থিত আসনাদি দ্রব্য।

### অনুভাষ্য

১৫৬। মহাবন—গোকুল।

১৬৩। আসোয়ার—অশ্বারোহী সৈন্য।

১৬৫। বাটোয়ার—নিরাশ্রয় পথিকের লুণ্ঠনকারী দস্যু।

১৬৬। চারিজনেরে—১। কৃষ্ণদাস রাজপুত, ২। মাধবেন্দ্র-পুরীর শিষ্য 'সানোড়িয়া'-ব্রাহ্মণ, ৩। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, ৪। বলভদ্রের সঙ্গী ব্রাহ্মণ।

১৬৭। মুখে বড় দড়—অতি নিপুণ বক্তা, আলাপ-পরিচয় বা কথাবার্ত্তায় পটু।

১৬৮। সি(শি)কদার,—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারিবিশেষ, অথবা পদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ, অথবা সিক্কা (বাদ্‌শাহী মুদ্রা)-দার (ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী)।

১৭০। সম্বিত—জ্ঞান।

পাপী ম্লেচ্ছের হরিনাম-শ্রবণে কষ্ট ঃ—

**প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার ।**
**ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥ ১৭৮ ॥**

ম্লেচ্ছের তৎক্ষণাৎ চারিজনের বন্ধন-মোচন ; প্রভুর ভক্তদ্রোহ-দর্শনে অবকাশাভাব ঃ—

**ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন ।**
**প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন ॥ ১৭৯ ॥**

ম্লেচ্ছদর্শনে প্রভুর ভাব-সম্বরণ ঃ—

**ভট্টাচার্য্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল ।**
**ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর 'বাহ্য' হৈল ॥ ১৮০ ॥**

ম্লেচ্ছগণের প্রভু-বন্দনা ও চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঃ—

**ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ ।**
**প্রভু-আগে কহে,—"এই ঠক্ চারিজন ॥ ১৮১ ॥**
**এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াঞা ।**
**তোমার ধন লৈল, তোমায় পাগল করিয়া ॥" ১৮২ ॥**

চারিজনকেই 'নিজজন' বলিয়া প্রভুর পরিচয়-দান ঃ—

**প্রভু কহেন,—"ঠক্ নহে, মোর 'সঙ্গী' জন ।**
**ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন ॥ ১৮৩ ॥**
**মৃগী ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন ।**
**এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥" ১৮৪ ॥**

পাঠানগণের মধ্যে একজন 'মৌলানা' ঃ—

**সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর ।**
**কালবস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর' ॥ ১৮৫ ॥**

প্রভুদর্শনে তাহার নম্রভাব ও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মস্থাপন-চেষ্টা ঃ—

**চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া ।**
**'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা ॥ ১৮৬ ॥**

মোছলেম-শাস্ত্রযুক্তি-দ্বারাই প্রভুর তন্মত খণ্ডন ঃ—

**'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন ।**
**তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁরে প্রভু কৈলা খণ্ডন ॥ ১৮৭ ॥**
**যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল ।**
**উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥ ১৮৮ ॥**

মোছলেম-শাস্ত্রে প্রথমে নির্ব্বিশেষতত্ত্ব-স্থাপনানন্তর শেষে সবিশেষ-ব্রহ্মেরই সংস্থাপন ঃ—

**প্রভু কহে,—"তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্ব্বিশেষে' ।**
**তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥ ১৮৯ ॥**

কোরাণে সর্ব্বশেষে সবিশেষ-ব্রহ্ম কৃষ্ণের পরিচয় ঃ—

**তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর' ।**
**'সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥ ১৯০ ॥**
**সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ ।**
**'সর্ব্বাত্মা', 'সর্ব্বজ্ঞ', নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥ ১৯১ ॥**
**সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ।**
**স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তেঁহো সমাশ্রয় ॥ ১৯২ ॥**

সেই ভগবানের প্রীতি বা ভক্তিই সংসার-বন্ধন মোচনী ও পরম-পুরুষার্থ ঃ—

**'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ ।**
**তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥ ১৯৩ ॥**
**তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার' ।**
**তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার' ॥ ১৯৪ ॥**

ভগবৎপ্রেমার মহিমা ঃ—

**মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ' ।**
**পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥ ১৯৫ ॥**

কোরাণে পূর্ব্বে 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' বলিয়া শেষে ভগবদ্ভক্তিই সংস্থাপিত ঃ—

**'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন ।**
**সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন' ॥ ১৯৬ ॥**

---

## অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৬-১৮৭। স্বশাস্ত্র—কোরাণ ; মুসলমানদিগের 'সুফি' বলিয়া এক সম্প্রদায় আছে, তাঁহাদের মতই 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম' বা 'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ', ইঁহাদিগের মহাবাক্য—"অনলহক্"। এই সুফি-মত শাঙ্করমত হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

১৯০। তোমার মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তম স্বর্গে ঈশ্বর-দর্শন-বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণবিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে।

১৯৪। সেই ঈশ্বরের "এবাদৎ" অর্থাৎ পাঁচসময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না। তোমার শাস্ত্রে প্রীতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন ; তাহাতে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বশেষে উহা খণ্ডন করত ঈশ্বরের 'এবাদৎ' অর্থাৎ সেবারই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে।

## অনুভাষ্য

১৭৪। ফুকারি—বংশীধ্বনি করি।

১৭৮। লাগে শেলধার—শল্যের ধারের ন্যায় বিদ্ধ হইল।

১৮৬। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম—অজ্ঞেয়, পরিচয়রহিত 'ঈশ্বর'। 'খোদা' ও 'বান্দাহ্'—এই নিত্যভাবদ্বয়-রহিত চিদ্বিলাসহীন পারলৌকিক অবস্থান।

সাধারণতঃ মোছলেম-পণ্ডিতগণের কোরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য-জ্ঞানাভাব ; পূর্ব্বের কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিধি অপেক্ষা পরবর্ত্তী ভক্তিবিধিই বলবান্ ঃ—

**তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান ।**
**পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥ ১৯৭ ॥**

মৌলানাকে উহার যাথার্থ্য-নির্ণয়ে অনুরোধ ঃ—

**নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া ।**
**কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া ॥" ১৯৮ ॥**

মৌলানার প্রভুবাক্যকে 'সত্য'-জ্ঞানে অনুমোদন ; মোছলেম পণ্ডিতগণের হৃদ্দৌর্ব্বল্য-স্বীকার ঃ—

**ম্লেচ্ছ কহে,—"যেই কহ, সেই 'সত্য' হয় ।**
**শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥ ১৯৯ ॥**

তাঁহাদের নির্ব্বিশেষত্বেই দৃঢ় আস্থা, চিন্ময় সবিশেষত্বের সেবায় অনাস্থা ঃ—

**'নির্ব্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান ।**
**'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥২০০॥**

প্রভুকে 'পরমেশ্বর'-জ্ঞান ও কৃপা-যাচ্ঞা ঃ—

**সেইত 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর' ।**
**মোরে কৃপা কর, মুঞি—অযোগ্য পামর ॥ ২০১ ॥**

মৌলানার স্বয়ং সাধন ও সাধ্যবস্তু-মীমাংসা-চেষ্টায় অসামর্থ্য-জ্ঞাপন ঃ—

**অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে ।**
**'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্দ্ধারিতে ॥ ২০২ ॥**

প্রভু-দর্শনে মৌলানার জিহ্বায় স্বতঃই কৃষ্ণনাম-স্ফূর্ত্তি ও জড়াভিমান দূরীভূত ঃ—

**তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম' ।**
**'আমি—বড় জ্ঞানী'—এই গেল অভিমান ॥ ২০৩ ॥**

প্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক সাধ্য-সাধন-জিজ্ঞাসা ঃ—

**কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে' ।"**
**এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥ ২০৪ ॥**

প্রভুর তাহাকে আশ্বাসন, কৃষ্ণনামাভাসেই তাহার পাপপুঞ্জ-বিনাশ ঃ—

**প্রভু কহে,—"উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা ।**
**কোটি জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা ॥ ২০৫ ॥**

প্রভুর আদেশে সকলের কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

**'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,—কৈলা উপদেশ ।**
**সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥ ২০৬ ॥**

প্রভুকর্ত্তৃক তাঁহার 'রামদাস'-নাম-সংস্কার দান ঃ—

**'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম ।**
**আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন' ॥ ২০৭ ॥**

পাঠান-দলপতি বিজলী খাঁর পরিচয় ঃ—

**অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার ।**
**'রামদাস' আদি পাঠান—চাকর তাঁহার ॥ ২০৮ ॥**

তাঁহারও প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ, প্রভুর তন্মস্তকে পদার্পণ ঃ—

**'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায় ।**
**প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥ ২০৯ ॥**

প্রভুর যাত্রা, সেই সকল পাঠানের বৈরাগ্যধর্ম্ম গ্রহণ ঃ—

**তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা ।**
**সেইত পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥ ২১০ ॥**

তাঁহাদের 'পাঠান-বৈষ্ণব'-খ্যাতি ও সর্ব্বত্র প্রভুগুণ-গান ঃ—

**'পাঠান-বৈষ্ণব বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি ।**
**সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥ ২১১ ॥**

মহাভাগবত বিজলী-খাঁর সর্ব্বত্র মহত্ত্ব-বিস্তার ঃ—

**সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহা-ভাগবত' ।**
**সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥ ২১২ ॥**

যুক্তপ্রদেশে আসিয়া প্রভুর ম্লেচ্ছোদ্ধার ঃ—

**ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।**
**'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥ ২১৩ ॥**

সোরোক্ষেত্রে গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাতীর-পথে প্রয়াগে গমন ঃ—

**সোরো ক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান ।**
**গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান ॥ ২১৪ ॥**

---

### অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৯-২০০। পীরের ন্যায় কালবস্ত্রধারী ম্লেচ্ছাচার্য্য কহিল, —আমাদের শাস্ত্রের গূঢ়কথা সাধারণ পণ্ডিতগণ বুঝিতে পারেন না ; এইজন্যই আমাদের আল্লার 'নিরাকার ভাব' লইয়াই লোকে ব্যাখ্যান করেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দ-আকারই যে চরমে সেব্য, তাহা অনেকেই জানে না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### অনুভাষ্য

২০০। গোসাঞি—আরাধ্য বস্তু ভগবান্ ; সাকার,—মানবের ভোগ্য জড়জ্ঞান অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত অপ্রাকৃত সবিশেষ বিগ্রহ বা চিন্ময় আকারযুক্ত।

সানোড়িয়া-বিপ্র ও কৃষ্ণদাসকে বিদায় দিতে ইচ্ছা ঃ—

**সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে, প্রভু বিদায় দিলা ।**
**যোড়-হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥ ২১৫ ॥**

তাঁহাদের প্রয়াগ পর্য্যন্ত অনুগমনে প্রার্থনা ঃ—

**"প্রয়াগ পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব ।**
**তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব? ২১৬ ॥**
**ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত ।**
**ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত্ ॥" ২১৭ ॥**

প্রভুর ঈষদ্ধাস্য ও তাঁহাদের প্রভুর অনুগমন ঃ—

**শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ।**
**সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥ ২১৮ ॥**

পথে প্রভুর দর্শনকারী প্রত্যেকেরই কৃষ্ণনাম-গ্রহণ ঃ—

**যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন ।**
**সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২১৯ ॥**

তাঁহা হইতে অপর ব্যক্তির শ্রবণ-সুযোগ, এইরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তনধারা-পারম্পর্য্যে সকলদেশের উদ্ধার ঃ—

**তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে, তাঁর সঙ্গে আন ।**
**এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥ ২২০ ॥**

দাক্ষিণাত্যের ন্যায় পশ্চিমদেশেরও উদ্ধার-সাধন ঃ—

**দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা ।**
**সেইমত 'পশ্চিমদেশ' প্রেমে ভাসাইলা ॥ ২২১ ॥**

প্রভুর প্রয়াগে আগমন, দশদিন ত্রিবেণী-দর্শন ও স্নান ঃ—

**এইমত চলি' প্রভু 'প্রয়াগ' আইলা ।**
**দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥ ২২২ ॥**

অগাধ প্রভুচরিত্র ; বৃন্দাবন প্রেম-বর্ণনে সাক্ষাৎ শেষেরও অসামর্থ্য ঃ—

**বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত ।**
**'সহস্র-বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥ ২২৩ ॥**

গ্রন্থকারের দৈন্য ও দিগ্‌দর্শনমাত্র বর্ণন ঃ—

**তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ।**
**দিগ্‌দরশন কৈলুঁ মুঞি সূত্র করিয়া ॥ ২২৪ ॥**

দুর্ভাগ্য-ব্যক্তিরই চৈতন্যলীলায় অবিশ্বাস ঃ—

**অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি ।**
**শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥ ২২৫ ॥**

সকল শ্রোতাকেই চৈতন্যলীলায় দৃঢ়শ্রদ্ধা ও বাস্তবসত্য-বস্তুজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে অনুরোধ ঃ—

**আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান' ।**
**শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥ ২২৬ ॥**

অবিশ্বাসী ও তার্কিকের স্বীয় অমঙ্গল আনয়ন ঃ—

**যেই তর্ক করে ইঁহা, সেই—'মূর্খরাজ' ।**
**আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥ ২২৭ ॥**

চৈতন্যচরিতামৃত-রসামৃতসিন্ধুর জলে জগৎ প্লাবিত ঃ—

**চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু' ।**
**জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥ ২২৮ ॥**
**শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।**
**চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২২৯ ॥**

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনদর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশ-পরিচ্ছেদঃ ।

---

## অনুভাষ্য

২১৫। সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য সানোড়িয়া-ব্রাহ্মণকে ও কৃষ্ণদাস-রাজপুতকে সোরো হইতে বিদায় দিলেন।

২২১। 'পশ্চিম'-দেশ—কেহ কেহ বলেন, এইকালে

---

## অনুভাষ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া প্রয়াগে যান। কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী-মন্দিরের নিকট শ্রীগৌরবিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান।

ইতি অনুভাষ্যে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।